বিদেশিকী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ (জুন ১৯৬২)

শিল্পী
শ্রীশৈল চক্রবর্তী

মুদ্রাকর
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন প.

ভূমিকা

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প আমরা ভালোবাসি; এই মহাগ্রন্থগুলির প্রভাব আমাদের কল্পনা ও মনন উভয়কেই অভিভূত করিয়া আছে। এগুলি আমাদের পিতৃপুরুষের নিকট হইতে রিক্থ-রূপে প্রাপ্ত জাতীয় সম্পদ্। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ থাকিলে, এই সম্পৎ-সচেতনতার সহিত—ঐতিহ্য-বোধের সহিত—বিশেষ কোনও ধর্মমতের বিরোধ দেখা দিতে পারে না। ভারতবর্ষের রামায়ণ, মহাভারত এবং কৃষ্ণায়ণ; প্রাচীন গ্রীসের ইলিয়াদ, ওদিসি ও অন্যান্য বীর-কাহিনী; ঈরানের শাহ্‌নামার অন্তর্গত রুস্তম, বহরাম, খুস্‌রৌ প্রমুখ বীরপুরুষগণের উপাখ্যান;—এগুলির সমপর্য্যায়ের, অথবা এগুলির কাছাকাছি পঁহুছিতে পারে, এমন Grand Style অর্থাৎ বিরাট্-ভাব-দ্যোতক কথা-সাহিত্য, জগতে বিরল হইলেও, অন্য কতকগুলি জাতির মধ্যেও একেবারে অনুপলব্ধ নহে। এইরূপ কথা-সাহিত্যকে বিভিন্ন জাতির পক্ষে তাহাদের "জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায়।

ভারতের বাহিরে কতকগুলি জাতির ঐতিহাসিক স্মৃতি ও কল্পনা-সাগর মন্থন করিয়া যে কয়েকটি বড়ো বড়ো পৌরাণিক বা মহাকাব্যধর্মী উপাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির মধ্য হইতে কয়েকটি এই "বৈদেশিকী" গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, প্রাচীন এরিন্ বা আয়র্‌লাণ্ড, প্রাচীন জর্‌মানিক জগৎ, প্রাচীন রুষ বা স্লাভ জগৎ, প্রাচীন ভোট-দেশ বা তিব্বত, মধ্যযুগের ব্রহ্ম, প্রাচীন চীন, প্রাচীন তুর্ক জাতি, এবং সুপ্রাচীন অশুর-বাবিল জাতি—ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আটটি পৌরাণিক-ঐতিহাসিক কথা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট পরিবেষণ করা হইল।

বহু পূর্বে (বঙ্গাব্দ ১৩৩০) এইরূপ কাহিনী-মূলক আটটি প্রবন্ধের এক সংকলন "বৈদেশিকী" নামে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (বঙ্গাব্দ ১৩৫৪) অনেক আগেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আমার কয়েকজন সাহিত্যামোদী বন্ধুর অনুরোধে, নূতন আকারে সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক রূপে, "বৈদেশিকী, প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে পুরাতন পাঁচটি ও নূতন তিনটি উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুরাতন ও নূতন উপাখ্যান লইয়া ইহার দ্বিতীয় খণ্ডও যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

বিভিন্ন ভাষায় উপলব্ধ এই উপাখ্যানগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই, আমি তাহার মূল বা আকর-গ্রন্থ যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়াছি, এবং মূলের ভাব ও বাতাবরণ সংরক্ষণে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার নিজের কাছে এই উপাখ্যানগুলি পরম আদরের সামগ্রী হইয়া আছে—আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের কথার-ই মতন। আমি আশা করি, বাঙ্গালী মানব-প্রেমিক সাহিত্য-রসিকদের নিকটও এগুলি সমাদর লাভ করিবে।

এই গ্রন্থের আভ্যন্তর চিত্রগুলি ও প্রচ্ছদ-পট আঁকিয়াছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত শৈল চক্রবর্তী। তিনি এই চিত্রগুলিতে যথাসম্ভব বিভিন্ন দেশের প্রাচীন চিত্রণের অনুসরণ করিয়াছেন। পুস্তকখানির মুদ্রণে শ্রীমান্ অনিলকুমার কাঞ্জিলালের নিকট প্রচুর সহায়তা লাভ করিয়াছি। ইতি বৈশাখ ২৫ বঙ্গাব্দ ১৩৬৯, মে ৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬২॥

"সুধর্মা"
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী-পত্র

বিশ্ব-মানব-সংস্কৃতি-কেন্দ্র

বিশ্বভারতী

॥ যত্র বিশ্বম্ ভবত্যে কনীডম্ ॥

তৎ-প্রতিষ্ঠাতা বাক্‌পতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ

শ্রীচরণোদ্দেশে

দেরদ্রিউ

ইহা আয়র্‌লাণ্ডের আইরিশ জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি প্রসিদ্ধ গল্প—আইরিশ ভাষায় Oidhe Chloinne Uisnigh অর্থাৎ 'উশ্‌ইনিঘ বা উইস্‌নেখ্‌-এর বংশের বিনাশ' নামে সুপরিচিত, 'এরিন্ (বা আয়র্‌লাণ্ড)-এর তিন বিষাদ-কাহিনী'র মধ্যে অন্যতম। গল্পের পাত্র-পাত্রীগণ অনেকটা ঐতিহাসিক বলিয়া অনুমান হয়—মূল ঘটনার কাল আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দী। ঐ সময়ে আইরিশ জাতির নিজস্ব বিশেষ একটি সভ্যতা ছিল—এই সভ্যতা গ্রীস ও ইটালির সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র, ইহা কেল্‌টিক-জাতীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যগণের সৃষ্টি সভ্যতার একটী শাখা ছিল। আইরিশ জাতির এই আদিম সভ্যতা পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত রোমের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়া আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়, এবং আয়র্‌লাণ্ডের খ্রীষ্টানী সভ্যতা ঐ দেশের প্রাচীন সভ্যতার ধারাকে অব্যাহত রাখে। খ্রীষ্টান আয়র্‌লাণ্ড লাতীন ও আইরিশ বিদ্যার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইংরেজদের দ্বারা আয়র্‌লাণ্ড-বিজয় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত, আয়র্‌লাণ্ডের নিজের এই সভ্যতার এবং আইরিশ ভাষার সাহিত্যের ক্রমবর্ধনশীল উন্নতি ঘটিতেছিল, কিন্তু ইংরেজের সংসর্গে আয়র্‌লাণ্ডের ভাষার ও সংস্কৃতির উচ্ছেদ-সাধন হইতে থাকে। আর্য্য-জাতীয় প্রাচীন আইরিশ বীর-পুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রাচীন আয়র্‌লাণ্ডের অনেক চারণ ও কবি, গাথা এবং গদ্যকাব্য রচিয়া গিয়াছেন। ওইশিন্ (Oisin) বা ওশিয়ান (Ossian) এই কবিদের মধ্যে একজন প্রধান। এই-সকল প্রাচীন ইতিকথা ও কাহিনী আয়র্‌লাণ্ডের আইরিশ ও আইরিশ-বংশ-সম্ভূত স্কটলাণ্ড-বাসী গেলিক হাইলাণ্ডারদের মধ্যে এখনও সমধিক প্রচলিত আছে। আয়র্‌লাণ্ডের আইরিশ ও স্কটলাণ্ডের গেলিক-ভাষী হাইলাণ্ডারদের

সঙ্গে বিজেতা ইংরেজদের বহুকাল ধরিয়া অহি-নকুল সম্বন্ধ থাকায়, সভ্যতাভিমানী ইংরেজর নিকট আইরিশ জাতি ও পাহাড়িয়া গেল জাতি বর্বর ও হেয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, এবং আইরিশ ভাষা অতি দুরূহ—এই-সমস্ত কারণে, ইউরোপীয় সভ্য-জগতে এই-সকল প্রাচীন বীর-গাথা বহুকাল ধরিয়া খনিগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় অজ্ঞাত ছিল। কিছুকাল যাবৎ আধুনিক ইউরোপের কৌতূহলের ফলে এবং আইরিশ জাতির মধ্যে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে, এগুলির উদ্ধার ও চর্চা, অনুবাদ ও আলোচনা, এবং প্রচার চলিতেছে,—ইংরেজীতে এই প্রচার-কার্য্য আইরিশ-জাতীয় লোকের দ্বারাই অনেকটা হইয়াছে। একটি সমগ্র জাতির এই প্রাচীন উপাখ্যানগুলি বর্ণনা-দক্ষতায়, মনোহারিত্বে, কবিত্বে, সত্যানুসারিতায় এবং চিরন্তনত্বে ইউরোপীয় টিউটন জাতির Edda এদ্দা ও Saga সাগার উপাখ্যানের, বা মধ্য-যুগের ব্রিটেনের Arthur আর্থর রাজার ও তাঁহার অনুচর বীরগণের বিখ্যাত গল্পগুলির পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিকথাবলীর পার্শ্বেও সগৌরবে দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের দেশের কোনও বিশিষ্ট পুরাণ-কাহিনী যেমন ঈষৎ বিভিন্ন রূপে একাধিক পুস্তকে পাওয়া যায়, এবং এই-সকল পুস্তকের বয়স ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিলে কাহিনীটির যেমন একটি ক্রম-বিকাশও দেখা যায়, আয়র্লাণ্ডের পুরাণ-কাহিনীগুলির সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। নিম্নলিখিত উপাখ্যানটির প্রাচীনতম রূপ আমরা পাই Book of Leinster নামক বিখ্যাত প্রাচীন-আইরিশ হস্তলিখিত পুঁথিতে; এই পুঁথির লিখন-কাল খ্রীষ্টীয় ১১৫০; ইহাতে কতকগুলি পুরাতন আখ্যায়িকা আছে। জর্মান পণ্ডিত Ernst Windisch তাঁহার Irische Texte-এর প্রথম খণ্ডে ১৮৮৭ সালে লাইপ্‌সিক নগরী হইতে Book of Leinster-এ রক্ষিত এই উপাখ্যানের মূল আইরিশটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৯২ সালে প্যারিস হইতে ফরাসী পণ্ডিত H. d' Arbois de Jubainville তাঁহার Cours de Littérature Celtique-এর পঞ্চম খণ্ডে ইহার ফরাসী

অনুবাদ প্রকাশ করেন। মধ্য ও আধুনিক আইরিশে এবং স্কটল্যাণ্ডের গেলিক ভাষায় এই গল্পের কুড়িটিরও অধিক বিভিন্ন পুঁথি ও পাঠ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে Alexander Carmichael কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গেলিক ভাষার পাঠটি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে আয়র্‌লাণ্ডের যে-সকল কবি ও নাট্যকার ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই (যথা Sir Samuel Ferguson, J. M. Synge, W. B. Yeats) এই গল্পটি ইংরেজীতে প্রচার করিয়াছেন, বা ইহার আশয় লইয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে ইহার লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। গল্পটিকে এক হিসাবে 'আয়র্‌লাণ্ডের রামায়ণ' বলা যায়—যেমন Tain Bo Cualigne নামক উপাখ্যানকে 'আয়র্‌লাণ্ডের মহাভারত' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আয়র্‌লাণ্ডের পুরাণ-কাহিনী সাধারণতঃ গদ্যে নিবদ্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা থাকে। নিম্নে বাঙ্গালায় যে রূপটি প্রদত্ত হইল, সেটি মুখ্যতঃ প্রাচীনতম রূপের সংক্ষিপ্তসার, তবে পরবর্তী রূপ হইতে কিছু-কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং দুই-একটি কবিতা ইত্যাদি পরবর্তী পাঠ হইতে গৃহীত।

Ulad উলাদ্ বা Ulster অল্‌স্‌টর-এর রাজা Conchobar কোন্‌খোবার[১] সদলে Fedelmid ফেদেল্‌মিদ্[২] নামক তাঁহার একজন অনুচরের গৃহে নিমন্ত্রিত হন। সেখানে সকলে মিলিয়া পান ও ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে গৃহস্বামীর পত্নীর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

---

১ এই নামটির (অন্য আইরিশ নামের মত) প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে নানা রূপ আছে—Concobar, Conchobar, Conchobhar, Conhovar, Conowr, Conor, Cnochur; প্রাচীনতম রূপ—দুই হাজার বৎসর পূর্বের যুগে ছিল *Kuno-kobros, তাহারই ক্রমিক পরিবর্তন-জাত এই রূপগুলি। স্কটলাণ্ডে Conachar কোনাখার রূপেও নামটি মিলে।

২ Fedelmid—প্রাচীন রূপ; পরবর্তী কালে Feilimidh ফেইলিমি, বা Feilim ফেইলিম।

রাজার সঙ্গে একজন পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল Cathbad কাথ্‌বাদ। তখনকার দিনে অ-খ্রীষ্টান আইরিশদের মধ্যে পুরোহিত একাধারে দেবযাজক, ভাট বা চারণ, বন্দনা-পাঠক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বক্তা, সমস্তই হইতেন। এই পুরোহিত, শিশুর জন্মের কথা শুনিয়া, ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—"এই মেয়ে হ'তে অল্‌স্‌টর প্রদেশে ভবিষ্যতে অনেক রক্তপাত ও হানি হ'বে।"

এই কথা শুনিয়াই রাজার যোদ্ধারা চীৎকার করিয়া বলিল—"অমন শিশুকে এখনই মেরে ফেলা হোক্।" কিন্তু রাজা বলিলেন—"না, তা হবে না; মেয়েটিকে কা'লই আমার বাড়িতে পাঠিয়ে' দেওয়া হোক্, আমি ধাই রেখে তাকে পালন ক'র্‌বো, আর সে যখন বড় হবে তখন আমি নিজে তাকে বিবাহ ক'র্‌বো, তা হ'লে তার থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা থাক্‌বে না।"

শিশুটির জন্মের পরেই পুরোহিত কাথ্‌বাদ তাহাকে নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার হাতে শিশুটি অস্থির হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। এই ব্যাপার হইতে কাথ্‌বাদ তাহার নাম দিলেন "দের্‌দ্রিউ", অর্থাৎ "যে কোনও কিছুর বিরুদ্ধে অস্থিরভাবে লড়ে বা ঝাঁপাঝাঁপি করে"[৩]। রাজার অনুমতি

৩ Derdriu—প্রাচীন আইরিশ রূপ। নামটি বাঙ্গালা ভাষায় কিম্ভূতকিমাকার লাগিবে, কিন্তু আমাদের 'দ্রৌপদী', 'শ্রুতকীর্তি' ইত্যাদি নামের তুলনায় বিশেষ শ্রুতিকটু নহে। Derdriu নামের অন্য কতকগুলি রূপ-ভেদ আছে—যথা Deirdre দ্রেইর্দ্রে, Deirdire দেইর্‌দিরে; এবং Deiridire, Deirduil, Deurduil, Dearshuil, Diarshula, Dearthula প্রভৃতি কতকগুলি রূপ স্কটলাণ্ডে গেলিক-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত। অষ্টাদশ শতকে James Macpherson নামে স্কচ লেখক ইংরেজী ভাষায় গেলিক কবি Ossian-এর যে কাব্যময় আখ্যায়িকার সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি নামটির Darthula রূপে একটি 'মার্জিত' সংস্করণ ব্যবহার করেন—গেলিক ভাষায় এই Darthula-র মূল রূপ হইতেছে Dart-huile, অর্থ

অনুসারে দেরদ্রিউকে রাজার আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হইল, এবং Leborcham লেবোর্খাম্ নামে একজন ধাত্রীর হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইল। ধাত্রীর কাছে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি যত্নের সহিত সে পালিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে বড় হইল, এবং শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হইয়া উঠিল। দেরদ্রিউর শিক্ষক, ধাত্রী, ও দাসী ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল।

একদিন শীতকালে সমস্ত পৃথিবী তুষারে ঢাকিয়া গিয়াছে। যে দুর্গে দেরদ্রিউ থাকিত, তাহার চারিদিকে যেন শুভ্র বসন বিছানো রহিয়াছে। সে দিন আহারের জন্য একটি গো-বৎস বধ করা হইয়াছিল, তাহার রক্ত সেই তুষারের উপর পড়িয়া আছে, এমন সময়ে মিশ-কালো এক দাঁড়কাক উড়িয়া আসিয়া সেই রক্তটুকু খাইতে লাগিল। দেরদ্রিউ তাহা দেখিয়া তাহার ধাত্রীকে বলিল—"যার মাথার চুল ঐ দাঁড়কাকের মতন কালো, আর গালের রঙ ঐ রক্তের মতন লাল, আর যার গায়ের রঙ ঐ বরফের মতন সাদা, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে ক'র্‌বো না।" লেবোর্খাম্ বলিল—"সে রকম লোকের সাক্ষাৎ দুর্ঘট নয়—রাজার অনুচরের মধ্যে একজন যুবক আছে, কেবল তারই চেহারায় ঐ তিন রঙ আছে, তার নাম হ'চ্ছে Noise নোইশি[৪]. সে Usnech উস্‌নেখ্[৫]-এর ছেলে।" দেরদ্রিউ উত্তর দিল—"তাকে না দেখ্‌তে পেলে আমার জীবনে কোনও আনন্দ থাকবে না।"

'বিশালনেত্রা' বা 'সুলোচনা'। এখানে প্রাচীনতম আইরিশ রূপ হিসাবে Derdriu রূপটিই ব্যবহৃত হইল ; "দেরদ্রিউ" শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ "*দর্দরা" হইতে পারে।

৪ অন্য রূপ—Naisi, Naoise, Naois, Naoisne, Naosnach, Naoisneach, Nathos ইত্যাদি। প্রাচীনতম রূপ—Noise.

৫ অন্য রূপ—Uisneg, Uisneach, Usna, Uisne, Uisneachan, Usnoth, Snitheachan, Sniothachan.

ঠিক এই সময়ে নোইশি রাজপ্রাসাদের এক প্রাচীরের উপরে পরিখার ধারে বজ্র-গম্ভীর স্বরে গান গাহিতেছিল। উস্‌নেখ্‌-পুত্র নোইশি অতি সুমধুর কণ্ঠে গান করিতে পারিত। তাহার গান শুনিয়া দোহনের কালে গাভী খুব বেশী করিয়া দুধ দিত, সকল লোকই তাহার গানে অপূর্ব আনন্দ পাইত। উস্‌নেখ্‌-এর তিন পুত্র বিশিষ্ট শূর-বীর ছিল; তিন ভাই যখন পিঠাপিঠি অস্ত্রধারণ করিয়া দাঁড়াইত,সমগ্র অল্‌স্‌টর-এর যোদ্ধারা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িয়া কিছু করিতে পারিত না। তিন ভাইয়ে ভালবাসা ছিল অসাধারণ। শিকারে তাহারা ছিল ডালকুত্তার মত ক্ষিপ্রগতি—দৌড়িয়া গিয়া হরিণ ধরিয়া বধ করিত!

নোইশি একা-একা গান করিতেছে, এনন সময়ে দেরদ্রিউ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পরস্পরকে দেখিয়া ইহারা মুগ্ধ হইল। দেরদ্রিউ যে কে, তাহা নোইশি জানিত। সে দেরদ্রিউকে বলিল—"বৎসতরীর ন্যায় সুন্দরী কুমারী, তুমি নর-বৃষ অল্‌স্‌টর-রাজের বাগ্‌দত্তা—তুমি এখানে কেন?" দেরদ্রিউ বলিল—"আমি রাজার রাণী হ'তে চাই না, তুমি-ই আমার স্বামী।" নোইশি কাথ্‌বাদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়া বলিল—"সে হ'তে পারে না।" দেরদ্রিউ বলিল, "তাহ'লে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ছ? নোইশি বলিল—"হাঁ।" দেরদ্রিউ তখন নোইশির কাছে গিয়া তাহার দুইটি কান দুই হাতে ধরিয়া বলিল—"তোমার দুই কানের দিব্য, যদি তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে না যাও, তাহ'লে চিরকালের জন্য যেন লজ্জা আর অপমান তোমার নামের সঙ্গে জড়িত থাকে।" নোইশি তখন আর দেরদ্রিউর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সে মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল।

৬ অন্য রূপ—Ainnle, Ainle. Aille, Aillein, Aluinn, Althos.

নোইশির দুই ভাই Andlė আন্দ্‌লেঁ ও Ardan আর্দান্‌ ভাইয়ের খোঁজে আসিয়া তাহাকে দের্‌দ্রিউর সঙ্গে দেখিল। নোইশি তাহাদের সব কথা বলিল—সে দের্‌দ্রিউকে বিবাহ করিবে। ভাইয়েরা বলিল, "ব্যাপার গুরুতর, অল্‌স্‌টর-এর লোকেদের হাতে তা হ'লে আমাদের বিপদ ঘ'ট্‌বে। কিন্তু তা ব'লে তুমি তো দের্‌দ্রিউকে ছেড়ে যেতে পারো না। তার চেয়ে চলো, আমরা চারজনে বরং অল্‌স্‌টর ছেড়ে অন্য দেশে পালাই।"

এইরূপে নোইশি দের্‌দ্রিউকে বিবাহ করিয়া দুই ভাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণ-আয়র্‌লাণ্ডে গেল, কিন্তু কোন্‌খোবার রাজা গুপ্ত ভাবে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপন্ন হইয়া অবশেষে নোইশি তাহার অনুচরবর্গকে Eriu এরিউ বা Erin এরিন্‌ অর্থাৎ আয়র্‌লাণ্ডে রাখিয়া, Albion আল্‌বিওন্‌ বা স্কটলাণ্ডে চলিয়া গেল—সঙ্গে দের্‌দ্রিউ ও দুই ভাই। স্কটলাণ্ডে একটি অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশে তাহারা বাস করিতে লাগিল। একটি হ্রদের তীরে তাহারা গিয়া উঠিল। পাহাড়ের গায়ে বনে-জঙ্গলে এবং হ্রদের ও আশ-পাশের দ্বীপে শিকারী কুকুর ও বাজপাখী লইয়া তাহারা শিকার করিত, শিকার-লব্ধ মাংসের দ্বারাই জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত। তাহাদের গায়ের অঙ্গ-বস্ত্র ছাড়া আশ্রয় ছিল না, ঢাল ছাড়া অন্য শয্যা ছিল না। কিছুকাল ধরিয়া গৃহ-হীন ও অগ্নিস্থান-হীন হইয়া তাহারা চারিজনে বনে, পাহাড়ে ও সাগর-তীরে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু তাহারা খুব আনন্দে দিন যাপন করিত; এবং সকলে একসঙ্গে থাকায় দুঃখ-কষ্টের কথা মোটেই তাহাদের মনে আসিত না। শেষে তাহারা বাসের জন্য একটি খুব সুন্দর ও নিরাপদ স্থান পাইল, সেখানে আহারের দ্রব্য মৎস্য ও হরিণ-মাংস সংরক্ষণের ও রন্ধনের জন্য এবং দিবাযাপন ও নিদ্রার জন্য গাছের ডালে তৈয়ারী এবং পাতা ও ঘাসে ছাওয়া তিনটি ছোট-ছোট কুটীর প্রস্তুত করিল। তাহাদের জীবন সুখের জীবন ছিল; দের্‌দ্রিউ ও

নোইশি পরস্পরকে খুব ভালোবাসিত; এবং নোইশি ও তাহার ভাইয়েরা সব কাজেই একমত ছিল।

কিন্তু তাহাদের এ সুখের জীবন বেশী দিন ধরিয়া চলিল না। নোইশিকে স্কটলাণ্ডে এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল—স্কটলাণ্ডের লোকেদের গোহরণ করায় তাহারা একযোগে তিন ভাইকে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করে। এই রাজার আশ্রয়ে কিছুকাল থাকিবার পরে, দের্‌দ্রিউকে দেখিয়া রাজা তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিল, এবং নোইশি ও তাহার ভাইদের বধ করিতে নানা প্রকার প্রয়াস করিতে লাগিল। এদিকে আবার রাজার প্রজাদের সঙ্গেও শত্রুতা। স্ত্রী ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত নোইশিকে গুপ্ত ভাবে পলাইয়া গিয়া সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপে আশ্রয় লইতে হইল। তাহাদের এই সব বিপদের সংবাদ স্কটলাণ্ড হইতে ক্রমে আয়র্‌লাণ্ডে গিয়া রাজা কোন্‌খোবারেরও কানে উঠিল।

রাজা কোন্‌খোবার কিন্তু দের্‌দ্রিউ ও নোইশির কথা ভুলেন নাই। দের্‌দ্রিউকে লইয়া নোইশি যে পলাইয়া গিয়াছে,—কিসে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারেন, সে বিষয়ে চেষ্টিত ছিলেন। একদিন অল্‌স্‌টর-এর রাজধানী Emain[৭] এমাইন্-এর গড়ে একটা খুব বড় ভোজ হইতেছিল। অনেক সামন্ত ও যোদ্ধা তাহাতে উপস্থিত ছিল। রাজা সকলকে বলিলেন—"দেখ, উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রেরা বিদেশে কি রকম বিপদে র'য়েছে—কেবল একটা স্ত্রীলোকের জন্য। ওরা দেশে ফিরে আসুক না কেন?" রাজার এই কথা, তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক রূপে ক্রমে নোইশি ও তাহার ভাইদের কানে উঠিল। তাহারা কিন্তু কোন্‌খোবারকে জানিত। নোইশি বলিয়া

---

৭ Emain বা Emain Macha এমাইন্-মাখা—উত্তর-পশ্চিম আয়র্‌লাণ্ডে Armagh আর্মা-নগরের দুই মাইল পশ্চিমে বিখ্যাত স্থান—ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন Nabhan বা Navan Fort নামে পরিচিত।

পাঠাইল—তাহারা ফিরিয়া গেলে তাহাদের কোনও হানি ঘটিবে না, এরূপ স্বীকৃতি চাই; এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়জন সামন্ত—Fergus ফের্‌গুস্, Conall কোনাল্, Cuchulainn কুখুলাইন্[৮], Dubthach ডুব্‌থাখ্ ও Cormac Condlongas কোর্‌মাক্ কোন্দ্‌লোঙ্গাস্—ইঁহারা যদি কথা দেন, তবেই তাহারা ফিরিতে পারে।

রাজা কোন্‌খোবার তাহাতেই রাজী হইলেন। তাঁহার আহ্বান-বাণী লইয়া বৃদ্ধ ফের্‌গুস্ তাঁহার দুই পুত্র Illand Find ইল্লান্দ্ ফিন্দ্ বা সাদা ইল্লান্দ্ ও Buinne Borb বুইন্নে বোর্‌ব্ বা লাল বুইন্নেকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার একখানি ক্ষিপ্রগতি নৌকায় করিয়া সাগর পার হইয়া আয়র্‌লাণ্ড হইতে স্কটলাণ্ডে পঁহুছিলেন। দ্বীপের যে পাহাড়ের গায়ে অরণ্যে উস্‌নেখ্-পুত্রেরা বাস করিতেছিল, সেই পাহাড়ের নীচেই খুব প্রশস্ত সিকতাময় সাগরবেলায় তাঁহার নৌকা ভিড়িল। কূলে অবতরণ করিয়া, ফের্‌গুস্ মৃগয়া-রত যোদ্ধার মতন খুব জোরে একটা হাঁক দিলেন। তাঁহার চীৎকারের শব্দ পাহাড়ের ওপারেও অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা গেল। সেই সময়ে তাহাদের কুটীরের সামনে একটি গাছের তলায় ঘাসের উপরে বসিয়া নোইশি ও দের্‌দ্রিউ পাশা খেলিতেছিল। নোইশি বলিল—"আমি

[৮] Cuchulaind বা Cuchulainn কুখুলাইন্—কোন্‌খোবারের ভাগিনেয়. প্রাচীন আয়র্‌লাণ্ডের সর্ববিখ্যাত বীর। আমাদের অর্জুন, গ্রীসের আখিল্লেউস্ বা আকিলীস, পারস্যের রুস্তম, টিউটনীয়দের Sigurd সিগুর্ড, ভোট বা তিব্বতীদের রাজা কেসর্ বা গেসর্, বা য়িহুদীদের রাজা David দাবীদ বা দাউদ-এর ন্যায় আয়র্‌লাণ্ডের National Hero অর্থাৎ জাতীয় শৌর্য্যের আদর্শ-স্বরূপ বীর-পুরুষ। কুখুলাইনের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ, শত্রুকন্যা Emer এমের-এর সহিত প্রণয় ও বিবাহ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে অজানিত ভাবে স্বীয় পুত্রকে বধ প্রভৃতি বিষয়ক গল্পগুলি, ঐ যুগের কথাবলীর মধ্যে অতি উচ্চ স্থান পাইয়াছে।

যেন একজন আয়র্‌লাণ্ডের লোকের হাঁক শুন্‌লুম।” কিন্তু দের্‌দ্রিউ যেন শুনিতে পায় নাই, এমন ভাবে খেলিতে লাগিল।

ফের্‌গুস্‌ আবার হাঁক দেওয়ায় নোইশি পুনরায় শুনিতে পাইয়া বলিল—“নিশ্চয়ই একজন আইরিশ বীর ডাক দিচ্ছে।” দের্‌দ্রিউ কেবল বলিল—“কোনও স্কট্‌-এর গলা নয় বটে।” ফের্‌গুস্‌ এইবার তৃতীয় বার ডাক দিলেন, তখন নোইশি তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল, সে আর্দান্‌কে গিয়া ফের্‌গুস্‌কে কুটীরে লইয়া আসিতে বলিল। দের্‌দ্রিউ তখন নোইশিকে বলিল—“হায়, প্রথম আওয়াজ শুনেই আমি ফের্‌গুসের কণ্ঠস্বর চিন্‌তে পেরেছিলুম।” সে নোইশিকে প্রথমেই এ কথা বলে নাই, কারণ মনে মনে তাহার এক আশঙ্কা জাগিতেছিল যে তাহাদিগকে শীঘ্রই আয়র্‌লাণ্ডে ফিরিতে হইবে, এবং সেখানে তাহার স্বামী ও দেবরদ্বয়ের নিদারুণ বিপদ ঘটিবে। সেই অজ্ঞাত ভাবী বিপদের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা তাহার হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া ফেলিল।

নোইশি ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় যত্নের সহিত ফের্‌গুস্‌-এর অভ্যর্থনা করিল, এবং দেশের খবর জিজ্ঞাসা করিল।

“কোন্‌খোবার তোমাদের নিঃশঙ্ক চিত্তে ফিরে আস্‌তে ব’ল্‌ছেন—আর তোমাদের নিরাপদে রাখ্‌বার জন্য দায়ী আমি, আর অমুক, আর অমুক।”

কিন্তু দের্‌দ্রিউ বলিল—“আমাদের যাবার দরকার কি? অল্‌স্টরে রাজা কোন্‌খোবারের চেয়েও কি এখানে আমরা বেশী সুখে নেই?” ফের্‌গুস্‌ উত্তর দিলেন—“মাতৃভূমি সব দেশের সেরা, মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে কেউ স্বস্তিতে প্রাণ-ধারণ ক’র্‌তে পারে না।” নোইশি-ও বলিল—“সত্য বটে, আর যদিও আমরা এই স্কটলাণ্ডে আয়র্‌লাণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী আনন্দে আছি, তা হলেও স্বীকার ক’রবো যে আয়র্‌লাণ্ডকেই ভালোবাসি। আমরা ফের্‌গুসের কথার উপর নির্ভর ক’রে যাবো।”



দের্‌দ্রিউ ও নোইশির নিকট ফের্‌গুস্‌-এর আগমন

তারপর নোইশি দের্‌দ্রিউকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। অবশেষে নোইশি ও দের্‌দ্রিউ এবং নোইশির ভাই দুইজন ফের্‌গুসের নৌকায় উঠিয়া আয়র্‌লাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

যখন নৌকা অনুকূল বাতাসে পাল-ভরে পশ্চিমে আয়র্‌লাণ্ডের দিকে যাইতেছিল, তখন দের্‌দ্রিউ সজল নয়নে পূর্বে স্কটল্যাণ্ডের দিকে তাকাইয়া গান গাহিতে লাগিল[৯]—

সূর্য্যদেবের উচ্চ প্রাসাদ-স্বরূপ, হে সুন্দর Alba আল্‌বা, বিদায়; হে পর্বত, অধিত্যকা, গিরিদুর্গ, বিদায়; বিদায়, Dun-Suibhne সুইনির পুরী; আমার প্রভু আর থাক্‌তে পারছেন না, যখন আমার হৃদয়ের স্বামী আমাকে সঙ্গে ক'রে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমিও আর দেরী ক'র্‌তে পারি না॥

Glen Masan গ্লেন্ মাসান্, গ্লেন্ মাসান্—যেখানে হরিণেরা স্বাধীন ভাবে ছুটাছুটি করে, যেখানে আমার স্বামী আমার সঙ্গে মৃগমাংস আহার ক'র্‌তেন, যেথায় ঝড়ের বাতাস বইলে তোমার জলের কোলে দোল খেয়ে আমার প্রভু ঘুমাতেন,—বিদায়, গ্লেন্ মাসান্॥

Glen da Ruadh গ্লেন্ দা-রুআ, গ্লেন্ দা-রুআ—যেখানে দুপুরে বুলবুলীর নিদ্রার সময়ে ভুর্জবৃক্ষ 'মধুশিশির'-এর অশ্রু বর্ষণ করে, যেখানে আমার প্রিয়তম উঁচু hazel হেজেল-গাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে কোকিলের কুহুধ্বনি শোনাতে আমায় নিয়ে যেতেন,—গ্লেন্ দা-রুআ, বিদায়॥

Glen Urchy গ্লেন্ উর্‌খি, গ্লেন্ উর্‌খি—যেখানে উচ্চৈঃস্বরে ও বহুক্ষণ ধ'রে আমার প্রিয়তম সংগীত-রবে বনকে যেন জাগিয়ে তুল্‌তেন; আর তখন প্রতিধ্বনি—পাহাড়ের ছেলে (mac an-t-alla)—তার গিরিকন্দরের গভীরতম প্রদেশ থেকে সুমধুর হাসির সঙ্গে উত্তর দিত,—গ্লেন্ উর্‌খি, বিদায়॥

Glen Eitche গ্লেন্ এইৎখে, গ্লেন্ এইৎখে! যেখানে ডোরা-কাটা হরিণেরা বেড়ায়, যেখানে যে কুঁড়েটিকে আমি প্রথম আমার নিজের ঘর

৯ এই কবিতাটি আখ্যায়িকার একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ হইতে গৃহীত।

ব'লতুম সেটিকে রেখে যাচ্ছি, যেখানে আমার ও আমার প্রিয়তমের সঙ্গে একত্রে বাস ক'র্তে পেরে আনন্দিত হ'য়ে, সূর্য্যদেব যেন আপনারও ঘর ক'রে নিয়েছিলেন,—বিদায়, গ্লেন্-এইৎখে॥

Droighin দ্রোইয়িন্-এর সাগর, বিদায়! বিদায়, নীল সিন্ধু-তরঙ্গ, যে তরঙ্গ বেলার উপর ঝলমলে' আলোয় ভেঙে প'ড়্ত; বিদায় Dun-Fiagh দুন্-ফিয়াঘ! কারণ আমার প্রিয়তম থাক্ছেন না, আর যখন আমার প্রেমাস্পদ আমায় দূরে ডাকছেন তখন আমিও দেরী ক'র্তে পারি না॥

হে পূর্বদিকের ভূমি, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; ব্যথিত হৃদয়ে আমি তোমার কূল ছেড়ে যাচ্ছি; তোমার মাঠ সুন্দর, ও ফুলে পরিপূর্ণ; তোমার পাহাড়গুলি সবুজ বনে ঢাকা হ'য়ে উঁচুতে উঠেছে; তার সমস্ত মনোরম জিনিসের সঙ্গে ঐ পূর্বদিকের দেশ স্কটলাণ্ড আমার প্রিয়॥

আমার নোইশির আদেশ না হ'লে আমি তোমায় ছেড়ে যেতুম না: সমুদ্র-বেলার কাছে আমাদের গৃহটি আমার প্রিয়, সমুদ্র-বেলার জল ও চকচকে' বালি আমার প্রিয়; আমার প্রিয়তমের আদেশ না হ'লে আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যেতুম না॥

ফের্গুস্ আয়র্লাণ্ডের Craobh Raudh অর্থাৎ Red Branch বা "রক্ত-শাখা" নামে বিখ্যাত যোদ্ধ-গোষ্ঠির অন্তর্গত ছিলেন। ঐ দলস্থ যোদ্ধাদের মধ্যে এরূপ নিয়ম ছিল যে, একজন অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে সে নিমন্ত্রণ কিছুতেই প্রত্যাখান করিতে পারা যাইত না। উস্নেখ্-এর পুত্রদিগকে লইয়া ফের্গুস্ আয়র্লাণ্ডে পঁহুছিবা-মাত্র, রাজা কোন্খোবারের ষড়যন্ত্র-মত Borrach বোর্রাখ্ নামে ঐ দলের একজন যোদ্ধা ফের্গুস্কে তিনদিন-ব্যাপী একটি বৃহৎ ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ফের্গুস্ উস্নেখ্-এর পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার দলের নিয়ম পালন করিতেই হইবে। তিনি নোইশিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী করা যায়; উদার-হৃদয় নোইশি তাঁহাকে বলিল যে, তাঁহার ঐ নিয়ম পালন করাই উচিত।

তখন নোইশি, দের্‌দ্রিউ ও নোইশির ভাইদিগকে নিজের পুত্রদ্বয়ের হাতে (ইল্লান্দ্‌ ও বুইন্নের হাতে) সমর্পণ করিয়া, ফের্‌গুস্‌ উৎকণ্ঠা-পূর্ণ চিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে, তিনি সঙ্গে না থাকিলে হয় তো নোইশি প্রভৃতির সমূহ বিপদ ঘটিবে।

দের্‌দ্রিউ স্বামীকে বলিল—"যখন ভোজের জন্য ফের্‌গুস্‌ আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, তখন ব্যাপার ভালো বোধ হ'চ্ছে না।" ফের্‌গুস্‌-এর ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত, এমাইন্‌-গড়ে রাজা কোন্‌খোবারের বাড়ির দিকে সোজাসুজি না যাইয়া, উপকূলের কাছে একটি দ্বীপে অবস্থান করিবার জন্য স্বামীর কাছে সে প্রার্থনা জানাইল। তাহার মনে একটি ভীষণ আশঙ্কার ভাব জাগিতেছিল, এবং আশু বিপৎপাতের অনেক অশুভ লক্ষণ সে দেখিতেছিল—তাহার বোধ হইতেছিল যেন তাহার সামনে একটা রক্তের মেঘ ভাসিতেছে, এবং সেটা এমাইন-এ রাজার বাড়ির উপরে ঘুরিতেছে।

ফের্‌গুস্‌-এর পুত্রেরা কিন্তু বলিল যে, একেবারে রাজার কাছে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার কথা আছে; তা' ছাড়া যখন তাহাদের পিতা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন ভয় কী? তবুও দের্‌দ্রিউ বলিল—"বেশ, তবে আমরা Dun-Dalgan ডুন্‌-দাল্‌গান-এ কুখুলাইনের কাছে প্রথমে যাই, তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে' এমাইন-গড়ে যাবো।" কিন্তু নির্ভয়-চেতা নোইশি বলিল—"অপরের সাহায্য ভিক্ষা ক'র্‌তে তার দ্বারে যাওয়ার আমাদের আবশ্যক নেই।"

এইরূপে ফের্‌গুস্‌-এর পুত্রদের সঙ্গে তাহারা এমাইন-এ গেল। দের্‌দ্রিউর চক্ষে দুর্নিমিত্তগুলি ক্রমশঃ যেন বাড়িতেছে বোধ হইতে লাগিল। এমাইন-এ পঁহুছিবার পরে থাকিবার জন্য তাহাদের মাঝের-কামরাযুক্ত একটি বড়ো বাড়ি দেওয়া হইল। কিন্তু রাজা

কোন্‌খোবারের আদেশ অনুসারে তাহাদিগকে রাজার আবাস-বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল না।

তাহাদের আগমন-বার্তা শুনিয়া কোন্‌খোবার নিজের ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে দেখে এসো তো, দের্‌দ্রিউ এখনও পূর্বের মতই সুন্দরী আছে কিনা।" তখন দের্‌দ্রিউর ধাত্রী লেবোর্‌খাম্‌ এই কাজের ভার লইয়া, নোইশি ও দের্‌দ্রিউরা যে বাড়িতে ছিল, সেখানে গেল। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই দের্‌দ্রিউ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল ও অশ্রুজলে তাহার বক্ষের বসন সিক্ত করিয়া দিল। লেবোর্‌খাম্‌ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল—"বাছা! কান্‌খোবারের হাতে পড়া তোমাদের পক্ষে বিপদের কথা, তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চ'ল্‌ছে। বেশ ভালো ক'রে জানালা দরজা বন্ধ ক'রে নিজেরা সচেত হ'য়ে থাকো। আমার মনে আশঙ্কা হ'চ্ছে, বুঝি বা আজকের এই রাত্রি এমাইন্‌-গড়ের পক্ষে শেষ সুখের ও গৌরবের রাত্রি।" তাহার পরে লেবোর্‌খাম্‌ রাজার নিকটে আসিয়া বলিল—"মহারাজ! একটা সুসংবাদ এনেছি—তোমার তিনজন সাহসী যোদ্ধা ভালো মনে তোমার কাছে আবার ফিরে' এসেছে। আর একটা খবর ভালো নয়—যে সৌন্দর্য্য নিয়ে' আয়র্‌লাণ্ড থেকে দের্‌দ্রিউ চ'লে গিয়েছিল, তার সেই রূপ আর তেমনি নেই।" রাজাকে ভুলাইবার জন্য লেবোর্‌খাম্‌ এ কথা বলিল, কারণ সত্য-সত্যই আয়র্‌লাণ্ড হইতে যাইবার কালে দের্‌দ্রিউ যেরূপ সুন্দরী ছিল, এখন সে তদপেক্ষা আরও বেশী সুন্দরী হইয়াছিল।

রাজার ক্রোধ ও ঔৎসুক্য কিছুকালের জন্য প্রশমিত রহিল। কিন্তু ধাত্রীর কথায় অবিশ্বাস হওয়ায়, তিনি আর একটি লোককে গোপনে নোইশি ও দের্‌দ্রিউর সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। এই লোকটা নোইশির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। সে নোইশির

বাসাবাটীর দেওয়ালের পাশ দিয়া গুঁড়ি মারিয়া একটা জানালার ধারে গেল; জানালাটা খোলা থাকায়, সে উঁকি দিয়া দেখিল যে, ঘরের ভিতরে নোইশি ও দেরদ্রিউ পাশা খেলিতেছে। দেরদ্রিউ-এর চোখ কিন্তু পাখীর চোখের মতন চট্ করিয়া তাহাকে দেখিয়া ফেলিল; তখন সে কিছু না বলিয়া আস্তে-আস্তে স্বামীর হস্ত স্পর্শ করিল; তখন নোইশিও স্ত্রীর দৃষ্টির অনুসরণে মুখ ফিরাইতেই তাহাকে দেখিতে পাইল। নোইশ ক্ষিপ্র হস্তে খেলার পাশা একখানি তুলিয়া লইয়া সেই চরের মুখ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। পাশাখানি তাহার দক্ষিণ চক্ষুতে লাগায় সে চোখটা একেবারে কাণা হইয়া গেল। আহত গুপ্তচর তখন দৌড়াইয়া রাজার কাছে গেল, এবং তাঁহাকে বলিল যে, একমাত্র স্ত্রী দেরদ্রিউ ছাড়া যদি নোইশির আর কিছু নাও থাকে, তথাপি সে জগতে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কোন্খোবার তখন উস্নেখ্-এর পুত্রদের বিনাশ করিয়া দেরদ্রিউকে বন্দিনী করিয়া আনিবার জন্য সসৈন্য যাত্রা করিলেন। নোইশির বাড়ি ঘেরাও করিলেন বটে, কিন্তু নোইশি, আন্দ্লে ও আর্দান এবং ফেরগুস্-এর পুত্রদ্বয় ইল্লান্দ্ ও বুইন্নের ভয়ে কেহ ভিতরে বা নিকটে আসিতে সাহস করিল না। তখন রাজার দলের লোকেরা বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য তাহার কাঠের ছাতের উপরে দূর হইতে জ্বলন্ত মশাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সমস্ত গোলমাল দেখিয়া দেরদ্রিউ বলিল—"ফেরগুস্ আমাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছে।" তাহাতে ফেরগুস্-এর দ্বিতীয় পুত্র বুইন্নে বলিল—"না, ভয় নেই, আমরা বিশ্বাস-ঘাতক নই।" এই বলিয়া, তলওয়ার হাতে সে গৃহদ্বারে গেল, এবং সেখানে কোন্খোবারের যে-সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহাদের আক্রমণ করিয়া কতকগুলাকে বধ করিল, এবং অবশিষ্টকে বিতাড়িত করিয়া দিল।[১০]

১০ ইলিয়াদ, মহাভারত ও শাহ্নামার মতন, প্রাচীন-আইরিশ বীর-

তখন কোন্‌খোবার বুইন্নেকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"কী পেলে তুমি নোইশিকে ছেড়ে আমার দলে আস্‌বে?" "তুমি কী দেবে, রাজা?" কোন্‌খোবার উত্তর দিলেন—"আমার অনুগ্রহ সমেত একটা খুব বড়ো জায়গীর।" "ভালো, তাই কবুল ক'রলুম" বলিয়া বুইন্নে, উসনেখ্‌-এর পুত্রদের শত্রুদের মধ্যে রাখিয়া, কোন্‌খোবারের গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু এ বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাহার কোনও লাভ হইল না; কারণ দেবতাদের কোপে রাজ-দত্ত তাহার বিশাল জায়গীর, বালি ও জলে পূর্ণ হইয়া মরু-ভূমিতে পরিণত হইল;—এখনও সেই জমি সেইরূপ পতিত অবস্থায় আছে। বুইন্নের বিশ্বাস-ঘাতকতায় দের্‌দ্রিউ বলিল,—"যেমন বাপ, তেমনি ছেলে।"

কিন্তু ইল্লান্দ্‌ একটি মশাল লইয়া তলওয়ার হাতে বাড়ির বাহিরে আসিল, এবং চাষার ছেলে যেমন শস্য হইতে পাখী তাড়াইয়া দেয়, সেইরূপ বার-বার রাজার সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিল। কোন্‌খোবার তাহাকেও লোভ দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইল্লান্দ্‌ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে না চাওয়ায়, রাজা তাহার বিরুদ্ধে নিজের এক পুত্র Fiachra ফিয়াখ্‌রাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইল্লান্দ্‌ তরবারির আঘাতে রাজপুত্রকে ভূপাতিত করিল। ফিয়াখ্‌রা তাহার পিতা রাজা কোন্‌খোবারের বর্ম পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। তাহার পিতার এক আশ্চর্য্য ঢাল ছিল, ঐ ঢালের নাম "সিন্ধু"; যাহার নিকটে ঐ ঢাল থাকিত, তাহার কোনও বিপদ হইলে ঢাল হইতে সাগর-গর্জনের মত ধ্বনি বাহির হইত। ফিয়াখ্‌রা আহত হইয়া পড়ায়, সেই ঢাল হইতে গুরু-গম্ভীর শব্দ বাহির হইতে লাগিল। তাহাতে রাজপুত্রের বিপদ হইয়াছে বুঝিয়া, চতুর্দিক হইতে যোদ্ধারা দৌড়াইয়া আসিল। এই সময়ে নোইশির

গাথায় একজন অভিজাত যোদ্ধা বা রথী একা সর্বত্রই সমগ্র সৈন্যদলকে পরাভূত করিতেছেন দেখা যায়।

পালক-পিতা Conall কোনাল্ এমাইন্-গড়ে আসিয়াছিলেন—তিনি উস্‌নেখ্-এর পুত্রদের আগমন ও রাজা কর্তৃক তাহাদের আক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। রাজপুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তিনিও অস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং অস্ফুট আলোকে গোলমালের মধ্যে দেখিলেন যে, রাজপুত্র ফিয়াখ্‌রা আহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে, ও তাহার পার্শ্বে একজন বীর তরবারির দ্বারা তাহাকে আবার আঘাত করিতে যাইতেছে। তখন কোনাল্ কিছু না বলিয়া, পিছন দিক্ হইতে তাঁহার চওড়া-ফলা বর্ষাখানা ইল্লান্দ্-এর গায়ে বিঁধাইয়া দিলেন। সাংঘাতিক আহত হইয়া ইল্লান্দ্ ফিরিয়া হন্তার দিকে চাহিয়া বলিল—"কে আমায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত ক'র্‌লে ?" তিনি উত্তর দিলেন—"আমি কোনাল্; তুমিই বা কে ?" ইল্লান্দ্ বলিল—"আমি ইল্লান্দ্, ফের্‌গুস্-এর পুত্র; তুমি আমাকে এভাবে আহত ক'রে অত্যন্ত অন্যায় ক'র্‌লে—আমি পিতার হ'য়ে উস্‌নেখ্-এর পুত্রদের রক্ষা ক'র্‌ছিলুম।" তখন কোনাল্ না বুঝিয়া এইরূপে ইল্লান্দ্‌কে আহত করায় অত্যন্ত অনুশোচনা করিতে লাগিলেন, এবং কোন্‌খোবারের ক্রূরতায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"তার দুষ্কৃতির এই প্রতিশোধ।" এই বলিয়া তিনি আহত ভূপতিত রাজপুত্রের শিরশ্ছেদ করিলেন, এবং দুঃখে ও ক্ষোভে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইল্লান্দ্ মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া অতিকষ্টে নোইশি ও তাহার ভাইয়েদের কাছে গেল, এবং তাহাদিগকে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিতে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তিন ভাই তখন তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারি ও ভল্ল এবং বড়ো-বড়ো ঢাল লইয়া লড়াই করিতে বাহির হইল। বিস্তর লোক তাহাদের হাতে মরিল—"সমুদ্রের বালি, মাঠের শিশির-বিন্দু, বনের পাতা, এবং আকাশের নক্ষত্র গণনা করা যায়, কিন্তু নোইশি ও তাহার দুই ভাইয়ের হাতে নিহত লোকের কাটা মাথা হাত পায়ের

সংখ্যা নাই।"[১১] কিন্তু অসম্ভব বীরত্ব দেখাইয়াও তাহারা রাজার সৈন্যকে বিদূরিত করিতে পারিল না। নোইশি পরিশ্রান্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া আসিল; বীরপত্নী দের্‌দ্রিউ পতিকে উৎসাহ দিয়া বলিল,—"ভয় কি? আমরা ঠিক রক্ষা পাবো; বীর তুমি, বীরের মতো যুদ্ধ করো।"

অনেক যুদ্ধের পরে অবশেষে তিন ভাই তাহাদের ঢালের দ্বারা একটি আবরণ প্রস্তুত করিল, এবং নিজেদের মধ্যে দের্‌দ্রিউকে রাখিয়া রাজসৈন্য ভেদ করিয়া একসঙ্গে তিন শ্যেন পক্ষীর মতো তাহারা যাইতে লাগিল—কোন্‌খোবারের যোদ্ধারা তাহাদের গতি রোধ করিতে পারিল না। তাহারা দের্‌দ্রিউকে লইয়া নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের সম্মুখে একটি নদী পড়ায়, তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজার পুরোহিত কাথ্‌-বাদ্ রাজার বিপদ আশঙ্কা করিয়া জাহু-বিদ্যার প্রভাবে নদীর জল বাড়াইয়া তুলিলেন, কিন্তু নোইশি ও তাহার দুই ভাই দের্‌দ্রিউকে কাঁধে করিয়া লইয়া পার হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কাথ্‌বাদের মন্ত্র-প্রভাবে জল যেন আঠার মতন তাহাদের চারিদিকে জড়াইয়া রহিল, তাহাদের হাত অবশ হইয়া গেল, তাহারা আর অস্ত্র চালাইতে বা অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন অনেক রাজসৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এবং বন্দী করিয়া রাজার নিকটে আনিল।[১২]

১১ প্রাচীন ও মধ্য-যুগের আইরিশ সাহিত্যে এইরূপ অত্যুক্তি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়।

১২ উপরে লিপিবদ্ধ ব্যাপারগুলি এই উপাখ্যানের অর্বাচীন রূপ হইতে গৃহীত; প্রাচীনতম রূপে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে একটু অন্য ধরণের কথা আছে। সপরিজন নোইশি রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন একটি বাটীতে অবস্থান করিতেছিল, এমন সময় তাহাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করা হয়—ফের্‌গুস্‌-এর এক পুত্র তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আহত বা নিহত হয়।

কোন্‌খোবার কাথ্‌বাদের নিকট প্রতিশ্রুত থাকার দরুন স্বহস্তে উস্‌নেখ্‌-এর পুত্রদিগকে হত্যা করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বলিলেন—"আমার হ'য়ে কে উস্‌নেখ্‌-এর ছেলেদের বধ ক'র্‌বে ?" অল্‌স্‌টরবাসী এমন কেহ-ই ছিল না যে, এ বিষয়ে কোন্‌খোবারের কথা শুনে। তখন Durthacht তুর্‌থাখ্‌ৎ-এর পুত্র Eogan এওগান্‌ (বা এওআন্‌) এই কার্য্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইল—এই লোকটা কোন্‌খোবারের এক সামন্ত-রাজা, নোইশির প্রতি সে বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।

ভাই তিন জনের মধ্যে তখন কে আগে প্রাণ দিবে তাহা লইয়া বিসংবাদ আরম্ভ হইল। আর্‌দান বলিল—"আমি সকলের ছোট, আগে আমি-ই মরি।" আন্দ্‌লে বলিল—"আমি আর্‌দানের আগে জ'ন্মেছি, আমারই আগে যাওয়া উচিত।" নোইশি শেষে বলিল—"এওগান্‌ আমার তরবারিখানা নিক্‌, এই তরবারি দেব-দত্ত অস্ত্র, এখানির মতো বড়ো আর তীক্ষ্ণ তরবারি আর কারো নেই ; এই তরবারির এক কোপে আমাদের তিন জনের মাথা একসঙ্গে কেটে ফেলুক্‌, তা হ'লে কেউ কাকেও ম'র্‌তে দেখ্‌বো না।" মোটা একটা গাছের গুঁড়ির উপরে তিন ভাই পাশাপাশি গলা রাখিল, এবং এওগান্‌ এক কোপে তিনজনের শিরশ্ছেদ করিল ; এই ব্যাপার দের্‌দ্রিউ-য়ের সমক্ষে ঘটিল।

দের্‌দ্রিউ পাংশুবর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল ; তাহার পরে জ্ঞানহারার মতো বিলাপ করিতে লাগিল। যখন তাহার স্বামী ও দেবরদিগকে

পরে নোইশির ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্য পরিজনগণকে সপরিবারে বধ করা হয়, এবং দেরদ্রিউকে রাজার নিকটে বন্দিনী করিয়া আনা হয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নোইশিকে হত্যা করে, তাহার নাম Eogan Mac Durthacht তুর্‌থাখ্‌ৎ-এর পুত্র এওগান্‌ (বা এওআন্‌)—কোন্‌খোবারের অনুগত একজন সামন্ত-রাজা। পরবর্ত্তী বর্ণনা আরও বিস্তৃত, কিন্তু মূল আখ্যানটুকু লইয়া প্রাচীনতম রূপের সহিত বিরোধ নাই।

কবর দেওয়া হইতেছিল, তখন সে এইরূপে শোক করিতে লাগিল—

"পর্বতের সিংহেরা চ'লে গিয়েছে, হায়, কেবল একা আমাকেই রেখে গিয়েছে। কবর খুব গভীর আর চওড়া ক'রে খোঁড়ো, আমি বাঁচ্‌তে পারি না, আমি ম'র্‌তে চাই ॥

"বনের বাজ-পাখীরা উড়ে গিয়েছে—কেবল আমি-ই একলা প'ড়ে আছি; কবর চওড়া আর গভীর ক'রে খোঁড়ো, আমাদের পাশাপাশি ঘুমাতে দাও ॥

"পাহাড়ের ড্রাগনেরা (মহানাগেরা) ঘুমাচ্ছে, আমার রোদন সত্ত্বেও তারা আর জাগ্‌বে না। কবর খুঁড়ে ঠিক ক'রে রাখো, আমাকে আমার প্রভুর দেহের উপরে রেখো ॥

"আমার বীরদের বল্লম আর উজ্জ্বল ঢালগুলি তাদের পাশে পাশে রেখে দাও; হায়, কতদিন এই ঢালের উপর তিন জনে আমায় বহন ক'রেছে!

"নীচু কবরের মধ্যে প্রত্যেকের মাথার নীচে নীল তলওয়ারগুলি রাখো; হায়, তিন উদার বীর আমার রক্ষার্থ কতবার না ঐ নীল তরবারি লাল রক্তে রঞ্জিত ক'রেছে!

"তাদের শিকারী কুকুরের গলা-বন্ধনী পায়ের কাছে রেখে দাও; ঐ কুকুরগুলি কতবার না আমার জন্য বড় লাল হরিণ শিকার ক'রেছে।

"আহা! আমার প্রভুর গান বাজন্ত ভেরীর মতো মধুর শোনাত'; তাঁর গম্ভীর স্বর আমাদের কুটীরের চারিদিকে বাজন্ত ভেরীর মতো ভেসে বেড়াত'।

"যখন তিন জনে একসঙ্গে গান ক'র্‌ত, তখন তাদের উচ্চ স্বর আমাদের মাথার উপরে স্তব্ধ চাতককে অতিক্রম ক'র্‌ত; আহা, তখন প্রতিধ্বনির শব্দ আমাদের সবুজ সুন্দর কুটীরের চারিদিকে কেমন শোনাত'!

"প্রতিধ্বনি, এখন থেকে সকালে সন্ধ্যায় ঘুমাও; চাতক, তুমি একলা-ই এখন আকাশকে মোহিত করো; আর্‌দান্‌-এর ওষ্ঠে আর শ্বাস নেই, মৃত্যুতে নোইশির জিভ শীতল হ'য়ে গিয়েছে ॥

"হরিণ, উপত্যকায় আর পাহাড়ে আনন্দে বেড়াও ; সামন্‌-মাছ, হ্রদ থেকে ঝরণায় লাফ দাও ; বক, খোলা বাতাসে রোদ পোহাও ; উস্‌নেখ্‌-এর পুত্রেরা আর তোমাদের কোনও হানি ক'র্‌বে না ॥

"রণস্তম্ভের শাসক, আর তোমরা এরিন্‌-এর আশ্রয়-স্থল নও ; যুদ্ধের দণ্ড সরল রাখা আর তোমাদের ভাগ্যে নেই ॥

"হায় হায়, মিথ্যা অন্যায়ের দ্বারা উন্‌সেখ্‌-এর বংশের নাশ হ'ল ! বোর্‌রাখ্‌-এর ভোজে আর কোন্‌খোবারের অর্থে ক্রীত ও বিক্রীত হ'ল !
"তার ছাত আর পাঁচীলের সঙ্গে এমাইন্‌-এর ঘর নিপাত যাক্‌ ! 'রক্ত-শাখা'র গৃহ ও অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস হোক্‌। বিশ্বাসঘাতক পাতকী কোন্‌খোবারের বংশে দশগুণ বিপদ ও কলঙ্ক-কালিমা পড়ুক্‌ !

"কবর প্রশস্ত ও গভীর ক'রে খোঁড়ো, আমি আর বাঁচি না, আনন্দের সঙ্গে আমি ম'র্‌বো ; কবর খুঁড়ে ঠিক ক'রে রেখে দাও, আমাকে আমার প্রভুর পাশে রেখো ॥" ১৩

কোন্‌খোবার প্রায় এক বৎসর কাল দের্‌দ্রিউকে বন্দিনী করিয়া রাখে ; কিন্তু দের্‌দ্রিউ এই সময়ে কখনও মাথা তুলিয়া চাহে নাই ; নীরব শোকার্ত হৃদয়ে সে ভূমির উপরে বসিয়া থাকিত—আহার করিত না, নিদ্রা যাইত না, এবং জানুদ্বয়ের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া চাহিত না। কোন্‌খোবার দের্‌দ্রিউর মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টিত ছিল, গায়ক বাদক প্রভৃতি পাঠাইয়া তাহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিত। দের্‌দ্রিউ এইভাবে শোক করিত—

"তোমাদের চোখে বীর যোদ্ধাসকল সুন্দর—
যারা লড়াই থেকে বিজেতার দর্পে এমাইন্‌-গড়ে ফিরে আসে ;
কিন্তু এদের চেয়েও বেশী শৌর্য্য আর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ফির্‌ত, উস্‌নেখ-এর তিন বীর পুত্র ॥

---

১৩ এই কবিতাটি একটি অর্বাচীন আইরিশ রূপ হইতে—ইংরেজী অনুবাদের বাঙ্গালা।

"মধুমান্ নোইশি কি সুন্দর ছিল !
আগুনে তপ্ত-করা জলে আমি তাকে স্নান করাতুম।
আর্‌দান্ সুন্দর একটি গোরু বা শূওর নিয়ে আস্‌ত—
আন্দ্‌লে তার বৃষ-স্কন্ধে আগুনের জন্য কাঠ আন্‌ত ॥

"যতই মূল্যবান্ মাধ্বীক সুরা হোক্ না কেন—
যা নেস্-রাজার মহান্ পুত্র কোন্‌খোবার পান করেন,—
যে কাল আর ফিরে আস্‌ছে না, সেই অতীত কালে
তার চেয়েও মিষ্টি আর প্রচুর পানীয় ও ভোজন আমি পেয়েছি ॥

"যখন আর্য্য নোইশি অরণ্যের মধ্যে
আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশে যোদ্ধাদের আনা কাঠের স্তূপ সাজাতেন--
তখন অন্য সব খাদ্যের চেয়ে আমার কাছে স্বাদুতর লাগ্‌ত
উস্‌নেখ্-এর পুত্রদের দ্বারা মৃগয়ায় লব্ধ পশুমাংস ॥

"প্রতি মাসে অতি সুমিষ্ট সব ধ্বনি বাহির হয়, সত্য,
তোমাদের মধ্যে যে-সব বাঁশী আর রণভেরী বাজানো হয়, সে-সব থেকে---
কিন্তু আমি সত্য জেনে ব'ল্‌ছি, আজ তোমাদের আমার বলা উচিত,
আমি যে এ-সবের চেয়েও মিষ্ট সংগীত শুনেছি ॥

"রাজা কোনখোবারের সভায়
বাদকেরা যে বাঁশী আর ভেরী বাজায়, তা মিষ্ট :
কিন্তু আমি আরও আনন্দ পেয়েছি—
উস্‌নেখ-এর পুত্রেরা যে বিশ্ব-বিশ্রুত লোক-মুগ্ধকারী গান গাইত, তা শুনে ॥

"সাগর-কল্লোলের সঙ্গে তুলনীয় ছিল নোইশির কণ্ঠস্বর ;
এমন সংগীত ছিল তার কণ্ঠে, কেউ শুনে কখনও শ্রান্ত হ'ত না।
আর কি মিষ্ট সু-উচ্চ ছিল আর্‌দানের কণ্ঠ !
আন্দ্‌লের মধ্যম সুন্দর কণ্ঠ আমাদের গৃহে আমি শুন্‌তুম ॥

"নোইশিকে সমাধির মধ্যে প্রোথিত করা হ'য়েছে :
কি দুঃখময় রক্ষার প্রতিশ্রুতি-ই না আমার নোইশি পেয়েছিল !

তাদের ধরণেই এই-সব লোকে তার সঙ্গে ব্যবহার ক'রেছে—
তারা তাকে দিয়েছে বিষ-মিশানো পানীয়, যা খেয়ে তার মৃত্যু হ'ল ॥

"হৃদয়ের ধন আমার! সুন্দর আমার! ওগো, তার রূপ যে সকলকে মোহিত ক'র্‌ত!
সুন্দর পুরুষ! ওগো সবাইয়ের মন-টানা ফুল আমার!
ওগো, এই যে আমার চরম দুঃখ—
যে উস্‌নেখ্‌-এর পুত্রদের আশায় আর আমায় ব'সে থাক্‌তে হবে না ॥

"প্রিয়তম! ওগো সত্যাত্মা, ওগো দৃঢ়চিত্ত!
প্রিয়তম! ওগো শূর আমার, ওগো ধীর আমার!
আয়র্‌লাণ্ডের বনে-বনে ঘুরে
তোমার সঙ্গে রাত্রের বিশ্রাম কি মধুর-ই না হ'ত।

"নীলনয়ন প্রিয়তম! একজন-মাত্র নারীর বল্লভ তুমি ছিলে,—
কিন্তু শত্রুর কাছে ছিলে অপরাজেয়।
সারা বন ঘুরে' আমরা আমাদের কি সুন্দর মিলন-স্থানে পৌঁছুতুম!
প্রিয়তম, তোমার মিষ্ট কণ্ঠ-স্বর সমস্ত কৃষ্ণ অরণ্যকে ভ'রে দিত ॥

"আর আমি ঘুমাই না গো,
আর আমার হাতের আঙুলের নখ লাল রঙে রঙাই না।
আমার প্রাণে আর আনন্দ নেই গো,
ওগো, উস্‌নেখ্‌-এর পুত্রেরা আর যে ফিরে আস্‌বে না ॥

"আমি ঘুমাই না—
আধেক রাত আমি বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করি।
লোকের ভীড়ের আশে-পাশে আমার প্রাণ কেঁদে'-কেঁদে' ফেরে।
আমি খাই না, হাসি না ॥

"আজ আমার এক মুহূর্তও আনন্দের নয়—
এমাইন্‌-গড়ের জন-সভার মাঝে।
আমার তরে শান্তি নেই,—আনন্দ নেই, বিশ্রাম নেই;
বড়ো বাড়িতে আরাম নেই, সুন্দর অলংকারও চাই না ॥

"তোমাদের চোখে বীর যোদ্ধাসকল সুন্দর,
যারা লড়াই ক'রে বিজেতাদের দর্পে এমাইন্-গড়ে ফিরে আসে।
কিন্তু এদের চেয়েও বেশী শৌর্য্য আর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ঘরে ফির্ত—
উস্নেখ্-এর তিন বীর পুত্র ॥"[১৪]

এইরূপে শোক ও বিলাপের মধ্যে দের্দ্রিউকে থাকিতে দেখিয়া কোন্খোবার বিরক্ত হইয়া দের্দ্রিউর আরও লাঞ্ছনা করিবার জন্য তাহার পতি-হন্তা এওগান্-এর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে চাহিল। কারণ দের্দ্রিউ বলিয়াছিল যে, কোন্খোবার ও এওগান্ এই দুইজন তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য। এওগান্ যখন দের্দ্রিউকে নিজের রথে চড়াইয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছে, তখন কোন্-খোবার নিকটে আসিয়া নিষ্ঠুর পরিহাস করিতে লাগিল—"কিগো দের্দ্রিউ, তুই মেষের মাঝে প'ড়ে নিরুপায় ভাবে মেষী যে চোখে চায়, সেই চোখে যে চাইছ!"[১৫] কাছেই একটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ছিল, ইহাদের এই প্রকার কথা শুনিয়া দের্দ্রিউ সেই প্রস্তরে মাথা কুটিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে বোর্রাখ্-এর ভোজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কোন্-খোবারের ও নিজের পুত্র বুইন্নের বিশ্বাসঘাতকতার কথা এবং ইল্লান্দ্, নোইশি প্রভৃতির কথা শুনিয়া, ফের্গুস্ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজন

১৪ এই শোক-গাথা কাহিনীটি Book of Leinster-এ প্রাপ্ত প্রাচীনতম রূপে আছে; ফরাসী অনুবাদ অনুসরণে বাঙ্গালা করা হইল।

১৫ প্রাচীন আইরিশের নমুনা-হিসাবে এই বাক্যটির মূল (Book of Leinster হইতে) এবং আইরিশ শব্দগুলির যথাক্রমে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া গেল—maith a Derdriu, ol Concobar, suil chairech eter da rethi gnii-siu etr-um-sa ocus Eogan = 'ভালো, হে দের্দ্রিউ', বলিল কোন্খোবার, 'চোখ মেষীর মধ্যে দুই মেষ করিতেছ-তুমি আমার-মধ্যে তথা এওগান্(-এর মধ্যে)।"

লইয়া এমাইন্‌-গড় আক্রমণ করিলেন। এমাইন্‌-গড় ধ্বংস করিয়া এবং রাজার পুত্র ও আত্মীয়-পরিজন এবং বহুশত সৈন্যকে বধ করিয়া, তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন গোরু-বাছুর লুঠিয়া লইয়া গেলেন। তারপর ফের্‌গুস্‌ নিজের দলবল লইয়া Connaught কনাখ্‌ট্‌ বা কনট্‌ রাজ্যে গেলেন, এবং সেখানকার রাজা Ailill আইলিল্‌ ও রাণী Medb মেদ্‌ব্‌-এর [১৬] অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া কনট্‌ হইতে লোক-লস্কর লইয়া অল্‌স্‌টরে কোন্‌-খোবারের বিরুদ্ধে ফের্‌গুস্‌ যুদ্ধ করিতে আসিতেন, এবং লুঠ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া কোন্‌খোবারের রাজ্য ছারখার করিয়া দিতেন।

দের্‌দ্রিউ-এর জন্মকালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, তাহা এই প্রকারে সত্যে পরিণত হইল। পুরোহিত কাথ্‌বাদ্‌ যখন শুনিলেন যে কোন্‌খোবার উস্‌নেখ্‌-পুত্রদের হত্যা করিয়াছে, তখন তিনি শাপ দিলেন, যেন এমাইন্‌-পুরী মরুর মতো পড়িয়া থাকে, এবং আর কোনও রাজা যেন সেই অভিশপ্ত পুরীতে বাস না করে। এমাইনে আর কখনও কোনও রাজার পুরী নির্মিত হয় নাই—এখনও সেই স্থান মরুর ন্যায় পড়িয়া আছে; এবং লোকে উহার জনশূন্য পতিত অবস্থা দেখিয়া, কোন্‌খোবারের নৃশংসতা, এবং নোইশি ও দের্‌দ্রিউর মৃত্যুজয়ী প্রেম ও তাহাদের শোচনীয় পরিণামের কথা মনে করে॥

১৬ রাজ্ঞী মেদ্‌ব্‌ (প্রাচীন আইরিশে Rigain Medb) বা রাণী মেয়্‌ভ্‌ (আধুনিক আইরিশে Ben-rian Meyv)—নামটির প্রাচীন ও আধুনিক নানা বানান আছে—Medb, Medhbh, Meyv, Maev, Maeve—আয়র্‌লাণ্ডের একজন প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গনা ছিলেন, তাঁহার গর্বদৃপ্ত চরিত্র কতকটা মহাভারতের দ্রৌপদীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কালগতিতে এখন তিনি Queen Mab রূপে পরিবর্তিত হইয়া ব্রিটিশ জাতির Fairy বা পরীদের রাজ্য শাসন করিতেছেন।

ব্রুনহিল্ড্

এই উপাখ্যানটি প্রাচীন Teutonic টিউটনীয় বা Germanic জরমানীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপাখ্যান। অতি প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর ও পশ্চিম জরমানি, হলাণ্ড, ডেনমার্ক ও স্কাণ্ডিনেভিয়াতে আদি আর্য্য-জাতির টিউটনীয় শাখার বাস। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, নীলনয়ন এই টিউটন-জাতীয় আর্য্যগণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে আদি আর্য্য-জাতির সভ্যতা ও মনোভাব বংশগত পাইয়া, বহু বিষয়ে তাহাকে বিশুদ্ধ ও আদিম অবস্থায় রাখিয়াছিল; অন্য সুসভ্য জাতির সংস্পর্শ হইতে বহুদূরে টিউটনগণ বাস করিত বলিয়া, অনেক দিন ধরিয়া তাহারা একটু আদিম অবস্থাতেই ছিল। টিউটনীয় জনগণ খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি সময় হইতে রোম সাম্রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে আসে, এবং পরে ইহারা সমস্ত ইউরোপ-ময় এবং উত্তর আফ্রিকায় প্রসৃত হয়। বিরাট্ রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংস ইহাদের হাতেই ঘটে। পরে ইহারা ক্রমে ক্রমে রোমের সভ্যতা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। আধুনিক ইউরোপের গঠন এই টিউটনীয় জাতির দ্বারাই অনেকটা হইয়াছিল। ইংরেজ, জর্মান্, ওলন্দাজ, দিনেমার ও স্কাণ্ডিনেভীয় জাতির লোকেরা এই টিউটনীয় জাতিরই বংশধর।

খ্রীষ্টান হইবার পূর্বে টিউটনীয়দের মধ্যে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহা আদি আর্য্যদের ধর্মেরই রূপভেদ মাত্র। খ্রীষ্টান হইবার পরে এই ধর্মের সমস্ত চিহ্ন ইহাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে—তবে সেই ধর্মের স্মৃতি দুই চারিটি ইংরেজী, জরমান, ওলন্দাজ ও স্কাণ্ডিনেভীয় শব্দের মধ্য দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। টিউটনীয় লোকেদের মধ্যে স্কাণ্ডিনেভীয়গণ (নরওয়ে, সুইডেন ও আইস্লাণ্ডের অধিবাসিগণ) সব শেষে খ্রীষ্টান হয় বলিয়া, প্রাচীন টিউটনীয় ধর্মের কিছু-কিছু বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রাচীন সাহিত্য ইহাদের মধ্যেই রক্ষিত ছিল ও আছে। প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষায় রচিত Edda এডডা নামক দুইখানি গ্রন্থে ইহাদের দেবতা এবং প্রাচীন

বীর ও বীরাঙ্গনাদের সম্বন্ধে অনেক কবিতা ও গাথা এবং কাহিনী রক্ষিত আছে।

টিউটনীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ইতিকথা ও বীরগাথা কিছু-কিছু রক্ষিত হইয়াছে। এই জাতির কথাসাহিত্যের মধ্যে Sigurd সিগুর্ড্‌ ও Brynhild (Brunhild) ব্রুন্‌হিল্ড্‌-এর কথা সর্বাপেক্ষা প্রধান, এবং খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে ইহা সমগ্র টিউটনীয় জগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় উপাখ্যান রূপে প্রচলিত ছিল। এখন ইহা টিউটনীয়দের বংশধরদের মধ্যে লোক-সাহিত্য রূপে আর প্রচলিত নাই—ইহার স্মৃতিও প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল এখানে ওখানে জর্‌মানিতে ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায় রূপকথায় ও কবিতায় ইহার ক্ষীণ ধারা মাত্র বিদ্যমান; তবে প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে আজকাল ইস্কুলে ছেলেদের এই উপাখ্যান শেখানো হয়, এবং এখন নূতন করিয়া এই আখ্যান লইয়া আলোচনা হইতেছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্য-নাটকাদি রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল নূতন কাব্য ও নাটকের মধ্যে জর্‌মানির বিখ্যাত সংগীতকার কবি Richard Wagner রিখার্ট্‌ ভাগ্‌নর্‌-রচিত গীতিনাট্য-চতুষ্ক Der Ringdev Nibelungen (১৮৬০ সালের দিকে সম্পূর্ণ) এবং ইংরেজ কবি William Morris উইলিয়াম্‌ মরিস্‌-রচিত মহাকাব্য বা কাব্যেতিহাস The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs (১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) সর্বপ্রধান। সিগুর্ড্‌-ব্রুন্‌হিল্ড্‌-এর আখ্যানকে প্রাচীন টিউটনীয় জাতির একাধারে রামায়ণ ও মহাভারত বলা যাইতে পারে।

Edda এড্‌ডা বা এদ্দা নামে প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষায় দুইখানি বই আছে; এ দুইখানির মধ্যে একখানি প্রাচীন ও পদ্যময়, ইহা "জ্ঞানী" Saemund সেমুণ্ড্‌ কর্তৃক সংকলিত হয়, অন্য খানি গদ্যময় ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, Snorri Sturluson স্নোর্‌রি স্তুর্লুসন্‌ কর্তৃক ইহা সংকলিত। Saemund-এর জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১০৫৬ হইতে ১১৩৩ এবং Snorri-র মৃত্যুর তারিখ ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দ। পদ্য-এড্‌ডা পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে আমাদের ঋগ্‌বেদের কথা মনে হয়—

ইহা অনেকটা ঋগ্‌বেদের শ্রেণীর পুস্তক। এই পদ্য-এড্‌ডা দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে দেবতাদের আখ্যান লইয়া গাথা ও কবিতা, অন্য ভাগে প্রাচীন রাজা, বীর ও বীরাঙ্গনাদের কথা লইয়া অনুরূপ গাথা ও কবিতা। স্কাণ্ডিনেভিয়ার লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারের পূর্বে যে-সকল টিউটনীয় দেবকথা ও ইতিকথা প্রচলিত ছিল, তাহার কতকটা অংশ এই এড্‌ডা গ্রন্থদ্বয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। পদ্য-এড্‌ডা খানি বিশেষ ভাবে অসম্পূর্ণ পুস্তক, অনেক কবিতা ইহাতে খণ্ডিত আকারেই মিলিতেছে। পদ্য-এড্‌ডায় সংগৃহীত কবিতাগুলির রচনা-কাল খ্রীষ্টীয় ৮৫০ হইতে ১০৫০-এর মধ্যে। গদ্য-এড্‌ডাতেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। নরওয়ে দেশে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে, পদ্য-এড্‌ডায় রক্ষিত প্রাচীন গাথার মতো নানা গাথার আধারের উপর Volsunga Saga নামে এই উপাখ্যানের একটি গদ্য-কাব্যময় রূপ রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন, প্রাচীন ইংরেজীর বিখ্যাত মহাকাব্য Beowulf-এ উদ্ধৃত একটি প্রাচীন গাথায় এই উপাখ্যানের একটি ঘটনার কথা আছে। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় ও প্রাচীন ইংলাণ্ডে এই কয়টি পুস্তকে উপাখ্যানের যে রূপটি আমরা পাইতেছি, সেইটিই হইতেছে ইহার আদিম বা প্রাচীনতর রূপ। মূল আখ্যানটির প্রাচীনতম রূপ সর্বত্র যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নাই। টিউটনীয় জাতির ধর্ম ও দেবতাদের ভাঙ্গনের যুগে এই আখ্যানটি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাই ইহাতে খুঁটিনাটী নানা বিষয়ে বহু অসংগতি দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর, কাহিনীটির মূল-কথা আমরা অনেকটাই পাইতেছি। স্কাণ্ডিনেভিয়াতে রক্ষিত এই আদিম রূপ ভিন্ন, জর্‌মানিতে আর একটি রূপ পাওয়া গিয়াছে, সেটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে, অধুনা-লুপ্ত প্রাচীন গাথার আধারের উপরে, মধ্য-যুগের জর্‌মান ভাষায় রচিত Nibelungen Lied নিবেলুঙ্গেন্ লীড্ নামক মহাকাব্যে, এই অর্বাচীন রূপটি সুসংগত অবস্থায় পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি কাব্যে ও গাথায় ইহা মিলে। Nibelungen Lied-এর পুনঃপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক জর্‌মান জাতি এই মহাকাব্যকে নিজেদের জাতীয়

মহাকাব্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। Nibelungen Lied-এ গল্পটি অনেকটা রূপান্তরিত অবস্থায় মিলিতেছে।

নিম্নে আখ্যানটির প্রাচীনতর অর্থাৎ স্কাণ্ডিনেভীয় রূপটিই অনুসৃত হইল।

এই উপাখ্যানে দেব-কাহিনী ও মানব-ইতিহাস উভয় অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। দৈব অংশটুকু স্কাণ্ডিনেভীয় রূপটিতেই বিশেষ পরিস্ফুট। গল্পের নায়ক-নায়িকা ও প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে ইতিহাস-বহির্ভূত ; আবার কতকগুলি পাত্র-পাত্রীর ঐতিহাসিক ভিত্তিও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক ভিত্তিটুকু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের কতকগুলি টিউটনীয় ও হূণজাতীয় রাজা ও অন্য পাত্রদের এবং তাহাদের অনুচরদের কথা লইয়া।

সিগুর্ড্-ব্রুন্‌হিল্ড্ উপাখ্যান পৃথিবীর প্রধান প্রধান গুটিকয়েক উপাখ্যানের মধ্যে অন্যতম—বিশ্বমানব-সভায় ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য জগতের নিকট হইতে আহৃত একটি শ্রেষ্ঠ অবদান-কথা।

এই উপাখ্যানের নায়ক সিগুর্ড্-এর পিতা Sigmund সিগ্‌মুণ্ড্-এর পূর্ব-ইতিহাস লইয়া অনেক কথা আছে। সে-সব কথা এই আখ্যায়িকার সূত্র-পাত রূপে গৃহীত হইলেও, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি না দিয়া, মূল আখ্যানটি-ই দিতেছি।

১। সিগুর্ডের জন্মকথা

Eylime এইলিমি নামে পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম Hjordis হিওর্ডিস্ ; হিওর্ডিস্ নারী-মধ্যে রূপসী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। এদিকে রাজা Sigmund সিগ্‌মুণ্ড্ বয়সে প্রবীণ হইলেও শৌর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন ; তাঁহার প্রথমা স্ত্রী নিজ দোষে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হওয়ায়, সেই স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করেন। হিওর্ডিস্-এর নানা সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, হিওর্ডিস্‌কেই তিনি বিবাহ করিবেন। হিওর্ডিস-এর পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি

বন্ধুভাবে তাঁহার বাড়িতে যাইতেছেন। রাজা এইলিমি সাদরে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, এবং সিগ্‌মুণ্ড্ এই আমন্ত্রণ পাইয়া উপস্থিত হইলে, এইলিমি নিজ প্রাসাদে তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন। Lyngvi লিঙ্গ্‌বি নামে আর এক রাজাও হিওর্ডিস্‌কে বিবাহ করিবার ইচ্ছা লইয়া সেই সময়ে রাজা এইলিমির বাড়িতে আসিয়া পহুঁছিলেন।

বৃদ্ধ রাজা এইলিমি ভাবিয়া দেখিলেন, এই দুই রাজা-ই তাঁহার কন্যার পাণীপ্রার্থী ; দুইজনের মধ্যে যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে না, সে শত্রুতা করিতে পারে, এবং এই ব্যাপার হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। তিনি কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে ; আমি তোমায় ব'ল্‌ছি, দু'জনের মধ্যে তোমার বর তুমি নিজে বেছে নাও, তোমার নির্বাচন-মতো আমি তোমার বিবাহ দেবো"।

রাজকন্যা বলিলেন, "কঠিন সমস্যা ; কিন্তু আমি রাজা সিগ্‌মুণ্ড্‌কেই বিবাহ ক'রবো, তাঁর বয়স যদিও বেশী, শৌর্য্যে আর খ্যাতিতে তাঁর চেয়ে কেউ বড়ো নয়।"

এইরূপে হিওর্ডিস্ সিগ্‌মুণ্ড্‌কেই পতিরূপে গ্রহণ করায় লিঙ্গ্‌বি চলিয়া গেলেন। বিবাহ-উৎসব যথানিয়ম পালিত হইলে পরে, সিগ্‌মুণ্ড্ স্ত্রীকে লইয়া নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুরও তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন।

এদিকে রাজা লিঙ্গ্‌বি সেনা সংগ্রহ করিয়া, হিওর্ডিস্-কর্তৃক নিজের প্রত্যাখ্যান-জনিত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সিগ্‌মুণ্ডের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা সিগ্‌মুণ্ড্ নিজের দলবল লইয়া লড়াইয়ের জন্য আসিলেন। শত্রু-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, তিনি পত্নীকে ধনরত্ন-সহ অরণ্য-প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। যুদ্ধ হইল, এবং সিগ্‌মুণ্ড্ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইলেন ; তিনি বার-বার তরবারির সাহায্যে শত্রুদল ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন, কাঁধ পর্য্যন্ত তাঁহার দুই হাত রক্তে লাল হইয়া গেল।

সঙ্কুল যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়ে দেবরাজ Woden উওডেন্‌ (বা Odin ওডিন্‌) দেখা দিলেন। তাঁহার পরিধানে নীল অঙ্গবস্ত্র, মাথায় কা'ত করিয়া পরা টুপী, হাতে খোলা তলওয়ার, একটি মাত্র চক্ষু। সিগ্‌মুণ্ড্‌ বহু পূর্বে দেবরাজ ওডিনের প্রদত্ত এক দৈব তরবারি পাইয়া তদ্দ্বারা অজেয় হইয়াছিলেন ; তিনি জানিতেন, ওডিনের প্রসাদ-স্বরূপ এই তরবারি যতদিন তাঁহার হাতে থাকিবে, ততদিন তিনি অপরাজেয় হইয়া থাকিবেন। অচেনা বেশে অসি-হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ওডিন্‌ আসিয়া দাঁড়াইলেন ; সিগ্‌মুণ্ড্‌ নিজের অস্ত্রের দ্বারা এই প্রতিরোধী অপরিচিত পুরুষকে আঘাত করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার দৈব তরবারি ওডিনের তরবারির গায়ে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া খান-খান হইয়া গেল। তখন সিগ্‌মুণ্ড বুঝিলেন, তাঁহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, জগতে তাঁহার আর কোনও কাজ নাই। তাঁহার দলের সৈন্যেরাও তখন হইতেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু রক্ষা হইল না ; তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ রাজা এইলিমি মরিলেন, সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া রাজা সিগ্‌মুণ্ড্‌-ও নিপতিত হইলেন, শত্রুদের জয় হইল।

সিগ্‌মুণ্ড্‌কে মৃত মনে করিয়া রাজা লিঙ্গ্‌বি রণক্ষেত্র হইতে সিগ্‌মুণ্ডের প্রাসাদে গেলেন ; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হিওর্ডিস্‌কে তিনি বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইবেন। সেখানে কাহাকেও না পাইয়া তিনি মনে ভাবিলেন যে সিগ্‌মুণ্ডের গোত্রে আর কেহ-ই নাই—সিগ্‌মুণ্ডের রাজ্য শাসন করিবার জন্য তিনি নিজের লোক রাখিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাত্রে রণক্ষেত্রে হতাহতগণের স্তূপের মধ্যে যেখানে মৃতকল্প সিগ্‌মুণ্ড শায়িত ছিলেন, অরণ্যের আশ্রয় হইতে সেখানে হিওর্ডিস্‌ আসিলেন এবং মুমূর্ষু স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তিনি স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা সিগ্‌মুণ্ড্‌ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। সিগ্‌মুণ্ড্‌ বলিলেন—

"আমার সৌভাগ্য অস্তমিত, কারণ ওডিনের আর অভিপ্রেত নয় যে আমি বেঁচে থাকি বা লড়াই করি,—তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তরওয়াল তাঁরই হাতে ভেঙ্গে গিয়েছে; যতদিন তাঁর ইচ্ছা ছিল, ততদিন ধ'রে লড়েছি।" রাণী বলিলেন—"যদি তুমি সেরে উঠে তোমার শত্রুদের নিপাত ক'র্‌তে পারো, তা-হ'লে মিছে নৈরাশ্য আন্‌ছ কেন?" রাজা বলিলেন—"আর একজন এসে এই বৈরিবিনাশ কার্য্য কর্‌বে। তুমি এখন অন্তঃসত্ত্বা; যথাকালে আমাদের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হবে। ছেলেটিকে ভালো ক'রে মানুষ ক'র্‌বে, বড়ো হ'লে সে আমাদের কুলে সব-চয়ে শ্রেষ্ঠ আর বিখ্যাত পুরুষ হবে। আমার ভাঙ্গা তরওয়ালের টুকরোগুলো রেখে দেবে, ছেলে বড়ো হ'লে এই টুকরোগুলো থেকে একখানা নোতুন তরওয়াল গ'ড়ে দেবে, সেই তরওয়ালের নাম হবে Gram 'গ্রাম'। আর সেই তরওয়ালের সাহায্যে অনেক বীরোচিত কার্য্য সে সাধন ক'র্‌বে। তার বীরত্বের গৌরব কাল-বশে কখনও লোপ পাবে না, যতদিন পৃথিবী থাক্‌বে ততদিন তারও নাম থাক্‌বে। যে অস্ত্রাঘাত আমার গায়ে হ'য়েছে, তার ফলে আমি মর্‌বো—আমার পিতৃ-পুরুষ যাঁরা আমার পূর্ব্বে প্রয়াণ ক'রেছেন, এখন তাঁদের কাছে আমি যাবো।"

রাজা মরণের সংকল্প লইয়া রহিলেন; রাণী হিওর্ডিস্ তাঁহার পাশে সারা রাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন।

যুদ্ধ সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে হইয়াছিল। ভোরের দিকে জাহাজে করিয়া কতকগুলি লোক রণক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া কূলে অবতরণ করিল। ইহারা ডেনমার্ক দেশের লোক। যুদ্ধাবসানে মৃত ও আহতের সংখ্যা দেখিয়া ইহারা বুঝিল, একটা-কিছু ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ইহাদের নেতা রাজকুমার Alf আল্‌ফ্ সঙ্গে ছিলেন। হিওর্ডিস্ ও তাঁহার এক দাসীকে রণক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া, আল্‌ফ্-এর মনে করুণা হইল। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া,

উহাদের দুইজনকে রাজা সিগ্‌মুণ্ডের ধনরত্ন-সমেত সাদরে নিজের জাহাজে করিয়া লইয়া আসিলেন। আল্‌ফের পিতা বৃদ্ধ রাজা Hjalprek হ্যাল্‌প্রেক সমাদরের সহিত হিওর্ডিস্‌কে গ্রহণ করিলেন। হিওর্ডিস্ হ্যালপ্রেকের গৃহে আশ্রয় পাইলেন।

যথাসময়ে হিওর্ডিস্-এর একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম দেওয়া হইল Sigurd সিগুর্ড্[১]।

বৃদ্ধ রাজা হ্যাল্‌প্রেক সিগুর্ড্‌কে দেখিয়া খুশী হইলেন। তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিমান্ চক্ষু দেখিয়া রাজা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কহিলেন যে, জগতে কেহ-ই এই নব-জাত শিশুর সমকক্ষ হইতে পারিবে না।

সিগুর্ড্ যত্নের সহিত লালিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, বিধবা রাণী হিওর্ডিস্ তাঁহার রক্ষাকর্তা রাজপুত্র আল্‌ফের সহিত পুনর্বিবাহিত হইলেন।

২। সিগুর্ডের শিক্ষা ও শৌর্য্য—ফাফ্‌নির্-বধ

রাজা হ্যাল্‌প্রেক, Regin রেগিন্ নামে এক বামনের নিকট সিগুর্ডের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই রেগিন্ নানা বিদ্যায় ও শিল্পে পারদর্শী ছিল, এবং জাদুবিদ্যা তন্ত্র-মন্ত্রও জানিত। সে সিগুর্ড্‌কে সব বিষয়ে ভালো শিক্ষাই দিল। সিগুর্ডের পিতার তরবারির

১ প্রাচীন নরউইজীয় ভাষায় Sigurdhr ; প্রাচীন ইংরেজী রূপ Sigoweard, আধুনিক ইংরেজী Siward ; আদি টিউটনীয় ভাষায় *Sigiwardaz ; অর্থ, "বিজয় বা সাহসের সহিত যিনি রক্ষা করেন" ;—নামটির প্রথম অংশ Sigi-শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ "সহঃ" = বল, সাহস ;—এই নামটির সংস্কৃত প্রতিরূপ-হিসাবে "সহোবর্ধঃ" শব্দ ধরিতে পারা যায়। জর্‌মান ভাষায় নামটি একটু অন্য রূপে মিলে—Siegfried সীগ্‌ফ্রীড্ (বা জীক্‌ফ্রীট্), আদি জর্‌মানিক ভাষায় *Sigifrithuz, অর্থাৎ "জয়-ও শান্তি-যুক্ত", সংস্কৃতে *"সহঃপ্রীতুঃ")।

ভগ্ন খণ্ডগুলি লইয়া, তাহার জন্য একটি নূতন তরবারি প্রস্তুত করিয়া দিল ; পূর্বনির্দেশ-মতো এই তরবারির Gram 'গ্রাম' এই নাম করিয়া দেওয়া হইল। এই তরবারি এমন সূক্ষ্মধার ছিল যে স্রোতের জলে প্রবাহিত মেষলোমের গুচ্ছ ইহাতে লাগিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত, এবং এমন বজ্রকঠিন ছিল যে গঠনকালে রেগিনের লোহার নেহাইয়ের উপর উহার দ্বারা আঘাত করায় নেহাই দুইখানা হইয়া গেল, তরবারির কোনও হানি হইল না।

সিগুর্ড্‌কে ভালো করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য রেগিনের যত্নের বিশেষ কারণ ছিল। রেগিনের পূর্ব ইতিহাস এই। ইহারা তিন ভাই— Otr ওৎর্ (অর্থাৎ 'উদ্র'), Fafnir ফাফ্‌নির, ও রেগিন্। ইহাদের পিতার নাম Hreidmar হ্রেইড্‌মার। ইহারা বামন-জাতীয়। (টিউটনীয় বিশ্ব-কল্পনায় দেবতা, মানব, দৈত্য, এবং বামন, এই চারি জাতির দ্বারা যথাক্রমে স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক, তুষারমণ্ডিত দৈত্যলোক এবং পাতাল বা ভূগর্ভলোক অধ্যুষিত ছিল)। ওৎর্ মায়াবলে উদ-বিড়াল-রূপ ধারণ করিয়া একটি জল-প্রপাতের ধারে বসিয়া মাছ ধরিয়া খাইতেছে, এমন সময়ে তিনজন দেবতা—Odin ওডিন, Hoenir হোনির্ ও Loki লোকি—সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। দূর হইতে উদ-বিড়াল দেখিয়া, শিকার মনে করিয়া, লোকি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ওৎর্‌কে বধ করিলেন। তিন জনে মিলিয়া ওৎর্-এর চর্ম গ্রহণ করিয়া চলিলেন, এবং রাত্রে ওৎর্-এর পিতার বাড়িতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। হ্রেইড্‌মার ও তাহার অপর দুই পুত্র ফাফ্‌নির ও রেগিন্ এই চর্ম দেখিয়া বুঝিল যে, তাহাদের অতিথিত্রয় ওৎর্‌কে বধ করিয়াছে। তখন তাহারা এই বধের বিনিময়ে প্রতিদান-স্বরূপ যথারীতি অর্থ চাহিল—ওৎর্-এর চর্ম সোনা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। স্বর্ণের সন্ধানে লোকি বাহির হইলেন। এখন Andvari আন্দ্‌ৱারি নামে আর একটি বামন বিপুল স্বর্ণ-সম্ভারের অধিকারী ছিল। আন্দ্‌ৱারিও মায়া-বলে মৎস্য-রূপে

গভীর জলে বিচরণ করিত। লোকি সমুদ্রের দেবী Ran রান্‌-এর নিকট হইতে জাল সংগ্রহ করিয়া আন্দ্‌ব্রারিকে ধরিলেন, এবং আন্দ্‌ব্রারিকে তাহার সমস্ত স্বর্ণ অর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। আন্দ্‌ব্রারির একটি সোনার আঙ্গটি ছিল, ঐ আঙ্গটি হইতে অনুরূপ আরও আঙ্গটি নির্গত হইত; লোকি সেটিও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া আন্দ্‌ব্রারি অভিশাপ দিল, ঐ স্বর্ণ হইতে কেহ-ই যেন সুখী না হয়, এবং ঐ স্বর্ণের জন্য যেন পৃথিবীতে কেবল হত্যা ও রক্তপাত-ই হয়। সোনা লইয়া লোকি প্রত্যাবর্তন করিলে, তিন দেবতা সোনা দিয়া ওৎর্‌-এর চামড়া ঢাকিয়া দিলেন। লোকি আন্দ্‌ব্রারির আঙ্গটি রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেটিও তাঁহাকে দিতে হইল। এইরূপে ওৎর্‌-হত্যার অপরাধ হইতে তাঁহারা মুক্ত হইলেন; কিন্তু লোকি-ও শাপ দিলেন যে এই স্বর্ণের জন্য হ্রেইড্‌মার ও তাহার পুত্রদের মৃত্যু ঘটিবে। দেবতা তিনজন চলিয়া গেলে, দুই পুত্র রেগিন্‌ ও ফাফ্‌নির এবং পিতা হ্রেইড্‌মার, ইহাদের মধ্যে স্বর্ণের ভাগ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ হ্রেইড্‌মার পুত্রদের ভাগ দিতে অস্বীকার করায়, ফাফ্‌নির নিদ্রিত পিতাকে হত্যা করিল, এবং সমস্ত স্বর্ণ লইয়া পলায়ন করিল, রেগিন্‌কে কিছু দিল না। ফাফ্‌নির এক সুদূর জনহীন প্রান্তরে মাটির ভিতরে গর্ত করিয়া সমস্ত স্বর্ণ লইয়া এক ড্রাগন বা মহানাগের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার মাথায় এক ভীষণ শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং কেহ তাহার দিকে চাহিতে পারিত না। রেগিন্‌ কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু সে প্রতিশোধ-চিন্তা ও স্বর্ণ-লোভ উভয়-ই হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে সিগুর্ড্‌কে দিয়া ফাফ্‌নিরকে বধ করিবে, ও নিজে সমস্ত ধনরত্নের মালিক হইয়া বসিবে।

সিগুর্ড্‌ Grani 'গ্রানি' বলিয়া একটি অসাধারণ অশ্ব সংগ্রহ করিল—এই অশ্বটি দেবরাজের অশ্ব Sleipnir স্লেইপ্‌নির-এর বংশ

হইতে উৎপন্ন। সিগুর্ড্‌কে রেগিন্ এখন ফাফ্‌নির্-বধের জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু সিগুর্ড্ আগে পিতৃবধের প্রতিশোধ লইতে চলিল। রাজা হ্যালপ্রেক্ জাহাজ ও সৈন্য দিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন। রাজা লিঙ্গ্‌বির রাজ্য আক্রমণ-কালে পথে খুব ঝড় হইল, কিন্তু দেবরাজ ওডিন্ আসিয়া সহায় হইলেন, তাঁহার আগমনে ঝড় থামিয়া গেল, তিনি সিগুর্ড্‌কে নানা উপদেশ দিলেন। রাজা লিঙ্গ্‌বিও সৈন্য লইয়া লড়িতে আসিলেন, কিন্তু সিগুর্ডের হাতে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিল, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সমস্ত-ই বিজেতা সিগুর্ড্ ও তাহার সৈনিকগণের হাতে বিনষ্ট হইল। এইরূপে পিতার মৃত্যুর সমুচিত প্রতিশোধ লইয়া সিগুর্ড্ ফিরিয়া আসিল।

রেগিন্ এইবার তাহাকে ফাফ্‌নির্-বধের জন্য উৎসাহিত করিল। ফাফ্‌নির বিরাট্ এক ড্রাগন অর্থাৎ কুম্ভীরাকৃতি সর্পের মূর্তিতে থাকিত। যে পথ দিয়া সে যাইত সে পথে একটি পরিখার সৃষ্টি হইত; তিরিশ বাম উঁচু পাহাড়ের উপরে চড়িয়া লম্বা গলা দিয়া নীচেকার জল-প্রপাতের জল খাইত; তাহার নিঃশ্বাসে বিষের আগুন ছুটিত, কেহ কাছে দাঁড়াইতে পারিত না। রেগিনের পরামর্শ-মতো, যে পথ দিয়া ফাফ্‌নির জল খাইতে যাইত, সিগুর্ড্ সেই পথের মধ্যে এক জায়গায় একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতরে লুকাইয়া রহিল, এবং ফাফ্‌নির সেই পথ দিয়া যাইতে গর্তের উপর আসিয়া পড়িতেই, সিগুর্ড্ নীচে হইতে নিজের তরবারি তাহার বাম বক্ষদেশে বসাইয়া দিল। ফাফ্‌নির মর্মান্তিক আহত হইয়া, সিগুর্ডের ভবিষ্যৎ যে সুখের নয়, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিল, ও রেগিন্-ও যে তাহার বিনাশ কামনা করে ইহা বলিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল।

ফাফ্‌নিরকে বধ করায় সিগুর্ডের উপনাম হইল Fafnis-bana অর্থাৎ ফাফ্‌নি-হা।

ফাফ্‌নিরের মৃত্যুর পরে রেগিন আসিয়া সিগুর্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল; পরে ফাফ্‌নিরের মৃতদেহের প্রতি বহুক্ষণ ধরিয়া

তাকাইয়া বলিল—"আমার নিজের ভাইকে তুমি বধ ক'র্‌লে ; এতে আমারও পাতক হ'ল।" সিগুর্ড্ বলিল—"তুমি তো আমাকে এই ভীষণ ড্রাগন-বধে লাগিয়ে' দিয়ে' নিজে পালিয়ে' রইলে—আমি একলা-ই তো শেষ ক'র্‌লুম।" রেগিন্ বলিল, "তলওয়ার তো আমারই হাতে গড়া।" সিগুর্ড্ বলিল—"শত্রুতে শত্রুতে সাক্ষাৎ হ'লে তীক্ষ্ণ তলওয়ারের চেয়ে সাহসী হৃদয়-ই বেশী কাজ দেয়।" রেগিন সিগুর্ড্‌কে ফাফ্‌নিরের হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে বলিল। সিগুর্ড্ হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া একটি কাঠিতে গুঁজিয়া আগুনে পোড়াইতে লাগিল। কতদূর পোড়ানো হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য সিগুর্ড্ হৃৎপিণ্ডে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দেখিল, অমনি তাহার আঙ্গুলে ছেঁকা লাগিল, সে জ্বালার চোটে আঙ্গুল মুখে পূরিয়া দিল। ড্রাগনের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তাহার মুখে লাগিতেই পাখীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হইল ; পাশেই গাছের ডালে কতকগুলি পাখী যাহা বলিতেছিল সিগুর্ড্ তাহা বুঝিতে পারিল। একটি পাখী বলিতেছিল—"ঐ সিগুর্ড্ ব'সে ব'সে ফাফ্‌নিরের হৃৎপিণ্ড পোড়াচ্ছে ; ও যদি নিজে ঐ হৃৎপিণ্ড খায়, তা হ'লে জগতে সকলের চেয়ে জ্ঞানবান্ হবে।" আর একটি পাখী বলিল—"ঐ রেগিন শুয়ে' ঘুমোচ্ছে—তাকে সিগুর্ড্ বিশ্বাস করে, কিন্তু সে সিগুর্ডের প্রতি বিশ্বসঘাতকতা ক'র্‌বে।" তৃতীয় পাখী বলিল—"রেগিনের মাথা কেটে ফেলুক, পাপ চুকে যাক্ ; তারপরে সিগুর্ড্ নিজে গিয়ে সমস্ত ধনরত্ন দখল করুক্।" পাখীদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা শুনিয়া সিগুর্ড্ বলিল—"রেগিন যে আমায় হত্যা ক'র্‌বে, সে সময় আর আস্‌ছে না ; তার চেয়ে বরং রেগিন্‌কেও তার ভাইয়ের পথেই পাঠাই।" এই বলিয়া সিগুর্ড্ গিয়া রেগিনের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

সিগুর্ড্ তারপরে ফাফ্‌নিরের হৃৎপিণ্ডের কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিল, এবং ঘোড়ার সওয়ার হইয়া ফাফ্‌নিরের বাস-ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। ফাফ্‌নিরের বাস-ভূমি ভূগর্ভে বহু নিম্নে গঠিত ছিল ;

তাহার ছাত দরজা প্রভৃতি সমস্ত লোহার তৈয়ারী। সিগুর্ড্ সেখানে প্রচুর স্বর্ণ পাইল; কতকগুলি প্রাচীন ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ছিল, সোনার কবচ প্রভৃতি নানা আশ্চর্য্য বস্তু ছিল। দুইটি সিন্দুক এই সব জিনিসে ভরিয়া, ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া ও নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া সিগুর্ড্ আবার শূরোচিত নূতন কার্য্যের সন্ধানে যাত্রা করিল।

৩। ব্রুন্‌হিল্ড্ ও সিগুর্ড্

টিউটনীয় দেবলোকে Walkyrie "ৱাল্‌কুরী" নামে দ্বাদশ-জন দেবী ছিলেন, ইহারা কবচ চর্ম প্রভৃতি রণসাজে সজ্জিত হইয়া দেবরাজ ওডিনের অনুচরী-রূপে অবস্থান করিতেন। গগন-চারী অশ্বে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপরে অদৃশ্যভাবে ঘুরিয়া, কোন্ কোন্ সাহসী যোদ্ধা সম্মুখ-সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইবে, এই ৱাল্‌কুরী দেবীগণ তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতেন—এই জন্য ইহাদের নাম, নামের অর্থ, "যুদ্ধে নিহতদের যাঁহারা বরণ করেন বা নির্বাচন করেন।" সম্মুখ-যুদ্ধে কোনও যোদ্ধা নিহত হইলে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া Walhalla "ৱাল্‌হাল্লা" নামে দেবসভায় আনয়ন করাও ছিল ইহাদের অন্যতম মুখ্য কার্য্য। ইহারা সুন্দরী ও চিরযৌবনা। Brynhild বা Brunhild ব্রুনহিল্ড্[২] ছিল এই ৱাল্‌কুরীদের মধ্যে অন্যতমা। কোনও কারণে একবার ব্রুন্‌হিল্ড্ দেবরাজ ওডিনের অবাধ্য হওয়ায়, ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে কন্যাবৎ স্নেহ করিলেও, ওডিন তাহাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হন। তিনি ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে নিদ্রাবিষ্ট করিয়া, এক সু-উচ্চ গিরিশিখরে চতুর্দিকে অগ্নিমালা প্রজ্জ্বালিত করিয়া, সেই অগ্নিময় প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক প্রাসাদের মধ্যে তাহাকে শায়িত করিয়া রাখিয়া দিলেন; আর এই বলিয়া দিলেন যে, দূর ভবিষ্যতে কোনও দিব্যশক্তি-সম্পন্ন বীর যুবক অগ্নিময় প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়া যখন ব্রুন্‌হিল্ডের চেতন করাইবে,

---

২ আদিম টিউটনীয় ভাষায় *Brunja-hildiz—নামটির অর্থ, "বভ্রু বা ধূসরবর্ণা রণ-কুমারী"।

তখন-ই ব্রুন্‌হিল্ডে্‌র নিদ্রা ভাঙ্গিবে, ব্রুন্‌হিল্ড্‌ মনোমত বর পাইবে, তাহার এই শাপের অবসান হইবে। পাহাড়ের উপর অগ্নিমালার মধ্যে এই নিদ্রিতা রাল্‌কুরীর কথা সিগুর্ড্‌ ইতিপূর্বে ফাফ্‌নির-বধের পরে পাখীদের কাছে শুনিয়াছিল। এ বিষয়ে সিগুর্ডের কৌতূহল হইল। ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে সিগুর্ড্‌ এই পাহাড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নিজের অমানুষিক শক্তির প্রভাবে অগ্নিময় প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে শয্যায় ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে শায়িত দেখিল। ব্রুন্‌হিল্ডের গায়ের সঙ্গে কবচ এত কঠিন ভাবে আঁটিয়া ছিল যে, দেখিয়া মনে হইল তাহা যেন সহ-জাত কবচ। নিদ্রিতা ব্রুন্‌হিল্ডের মুখের দিকে সিগুর্ড্‌ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল ; পরে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। অন্য উপায়ে কন্যার নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায়, সিগুর্ড্‌ তাহার বর্ম খুলিতে চেষ্টা করিল, এবং নিজের তরবারির দ্বারা কাপড়ের মতো বর্ম কাটিয়া ফেলিল। তখন কুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হইল ; বিস্মিত নেত্রে সিগুর্ডের মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার গায়ের বর্ম কাটিয়া ফেলিল কে সে বীর—কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল ?

"কে কাটিল গায়ের সানা*, কে টুটাইল নীঁদ ?
কে বা আসি' দূর করিল আমার মরণ-ঘুম ?"

"সত্যই কি সিগ্‌মুণ্ড-তনয় ফাফ্‌নি-হা সিগুর্ড্‌ আসিয়াছে—মাথায় তার ফাফ্‌নিরের শিরস্ত্রাণ, হাতে তার ফাফ্‌নি-ঘাতক অস্ত্র ?"

সিগুর্ড্‌ বলিল—"হাঁ, আমি Volsung ব়োল্‌সুঙ্গ্‌-বংশধর সিগ্‌মুণ্ড-পুত্র সিগুর্ড্‌-ই বটি—আমি এই আগুন আর ধোঁয়ার দেওয়াল ভেদ ক'রে এসেছি।"

ব্রুন্‌হিল্ড্‌ তখন বলিল—

---

* সানা, অর্থাৎ বর্ম (প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ—সংস্কৃত 'সন্নাহ' শব্দ-জাত)।

"বহুদিন আমি ঘুমিয়েছি, বহুদিন ধ'রে নিদ্রা গিয়েছি।
মানুষের দুঃখও অনেক—বহুদিনের।
ওডিনের প্রভাবে আমাকে শক্তিহীন হ'য়ে থাকৃতে হ'য়েছে—
নিদ্রার মোহ আমি কাটিয়ে' উঠতে পারি নি॥

"জয়, দিনের আলো! জয়, আলোকের পুত্রগণ!
জয়, কৃষ্ণা রজনী! জয়, রজনীর কন্যা (পৃথিবী)!
আমরা দু'জনে এখানে র'য়েছি,
তোমরা স্নেহের চোখে আমাদের প্রতি চাও;

আমরা যেন অবশেষে জয়যুক্ত হই॥
"জয় দেবগণ! জয় দেবীগণ!
বসুন্ধরা মুক্তহস্তা পৃথিবীদেবীর জয়!
মহান্ আমাদের দু'জনকে বাক্ দাও, মানবী বিদ্যা (জ্ঞান) দাও,
যতদিন আমরা জীবিত থাকি, রোগ-নিবারক হস্ত দাও॥"[৩]

এইরূপে দেবতাদের আবাহনের পর, ব্রুন্‌হিল্ড্ নিজের পরিচয় দিল। বহু যুগ পূর্বে, ওডিনের অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও, ব্রুন্‌হিল্ড্ কোনও যুদ্ধে একজন যোদ্ধাকে সাহায্য করিয়াছিল; তাই দেবরাজ শাস্তি স্বরূপ তাহার গায়ে ঘুমের কাঁটা ফুটাইয়া তাহাকে অচৈতন্য করিয়া রাখেন,—আর তাহাকে দেবলোকে চিরকুমারী দেবী হইয়া থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন,—তাহাকে মানুষের সঙ্গে মানুষী হইয়া ও বিবাহ করিয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ শাস্তি তাহাকে দেন। এই শাপের কথা শুনিয়াই সে এইরূপ প্রতিজ্ঞা

৩ প্রাচীন নরউইজীয় বা স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ এই শেষ প্রার্থনাত্মক শ্লোকটির মূল দিতেছি—

Hailir a(n) sir, hailar a(n)syniur,
hail sja in fjol-nyta fold!
mal ok man-vit gifith ukkr marum tvaim,
ok laknis-handr mithan lifum.

করিয়াছিল যে, নির্ভীক বীর-পুরুষ ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না।

ব্রুনহিল্ড্‌কে দেখিয়া দেবী বুঝিয়া সিগুর্ড্‌ বলিল—"তুমি আমাকে জ্ঞানের কথা শেখাও—ত্রিভুবনে কোথায় কী হ'চ্ছে, আর কী হ'য়ে থাকে, আমায় বলো।"

ব্রুন্‌হিল্ড্‌ বলিল—"তুমি হয় তো আমার চেয়ে বেশী জানো; তা হ'লেও আমি যা জানি তোমায় ব'ল্‌ছি। এসো, এখন আমরা দু'জনে এক-সঙ্গে পান করি; যেন দেবতারা আমাদের দু'জনকে আনন্দের দিন দেন, যেন তুমি আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান থেকে সাহায্য পেতে পারো, যশ পেতে পারো—এখন দু'জনে মিলে আমরা যে-সব কথা কইছি, তা যেন তুমি মনে রাখ্‌তে পারো।"

ব্রুন্‌হিল্ড্‌ পানপাত্র ভরিয়া মধু লইয়া সিগুর্ডের নিকট আনিল, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ তাহাকে পান-পাত্র দিল। তারপর প্রাচীনদের নিকট হইতে শ্রুত বহু উপদেশময় সূক্ত ব্রুন্‌হিল্ড্‌ সিগুর্ড্‌কে শুনাইল। শেষে ব্রুন্‌হিল্ড্‌ ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে জানাইল যে, সিগুর্ডের জীবন অল্পদিনের, সে ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবে কি না?—কিন্তু ইহার ফলে তাহাদের উভয়ের জীবন ঘোরতর দুঃখময় হইবে। ইহা জানিয়াও, সিগুর্ড্‌ তাহার-ই জন্য প্রতীক্ষমাণা এই দেবকন্যাকে নিজের পত্নী-রূপে পাইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—

"আমি কখনও পালিয়ে' প্রাণ বাঁচাবো না—
যদিও তুমি আমাকে নিয়তি-দ্বারা আকর্ষিত ব'লেই জেনে থাকো;
ভয় পেয়ে চোখ বোজ্‌বার জন্য আমি জন্মাই নি;
তোমার ভালোবাসার দান এই উপদেশাবলী
আমি চিরতরে মনে গেঁথে রাখ্‌লুম,—
যতদিন আমি বাঁচবো।"

সিগুর্ড্‌ আরও বলিল—"তোমাকে-ই আমি চাই, আমার মনের নিভৃততম স্থানে তুমি-ই রইলে।"

ব্রুন্‌হিল্ড্‌ তখন বলিল—"জগতের সমস্ত পুরুষের মধ্যে তোমাকে-ই আমি বরণ করি, তুমি-ই আমার প্রিয়তম।"

এইরূপে তাহারা পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইল। বামন আন্দ্‌ভারির আঙ্গটি, যেটি ফাফ্‌নিরের রত্ন-ভাণ্ডারে সিগুর্ড্‌ পাইয়াছিল, সেটি সে ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে অর্পণ করিল।

৪। নিয়তির গতি

কতকগুলি প্রাচীন গাথা অনুসারে, সিগুর্ড্‌ ও ব্রুন্‌হিল্ড্‌ একত্র কিছুকাল বাস করে এবং উহাদের একটি কন্যা-সন্তান হয়, তাহার নাম দেওয়া হয় Aslaug আস্‌লাউগ্‌। এই কন্যার কথা লইয়া একটি সুন্দর গাথা আছে—কিন্তু মূল উপাখ্যানের সঙ্গে এই কন্যার কোনও যোগ নাই বা ইহাতে তাহার কোনও স্থান নাই।

সিগুর্ড্‌ পুনরায় বিজয়-যাত্রায় বাহির হইল, এবং নানা স্থান ঘুরিয়া Rhine রাইন-নদের তীরে Giuki গিউকি[৪] নামে এক

৪ Giuki ও তৎপুত্র Gunnar ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন মনে হয়—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে Burgundian বুর্গণ্ডীয়-গোত্রের টিউটনগণের রাজাদের মধ্যে Gibica গিবিকা ও Gundaharius গুন্দাহারিউস্‌ বা Gundicarius গুন্দিকারিউস্‌ নামে দুইজনের নাম পাওয়া যায়—ইঁহারাই আখ্যায়িকার Giuki (অন্যরূপ Gibich) ও Gunnar (জর্‌মান-জাতির মধ্যে প্রচলিত রূপ Gunther, প্রাচীন ইংরেজদের মধ্যে Guthhere)। সিগুর্ড্‌-আখ্যায়িকায় আছে যে, Gunnar গুন্নার নিজের কুল ও অনুচরবর্গের সহিত হূণ-রাজ Atli আট্‌লির হাতে নিহত হন; ইতিহাসে আমরা পাই যে, ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা Gundicarius নিজের সমগ্র কুল বা জাতির সহিত হূণদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। Nibelungen Lied-এ Gudrun-এর নাম নাই, এই বইয়ে Gunther অর্থাৎ গুন্নারের ভগ্নীর নাম Kriemhild; স্কাণ্ডিনেভিয়ায় প্রচলিত আখ্যানে মাতার Grimhild নাম, জর্‌মানিতে প্রচলিত আখ্যানে Kriemhild-রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে ও কন্যার নাম রূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং মাতার অন্য নাম দেওয়া হইয়াছে।

রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রাজার গোত্র বা কুলের নাম হইতেছে Niflung নিফ্‌লুঙ্গ্‌, বা Niblung নিব্‌লুঙ্গ্‌, অথবা Nibelung নিবেলুঙ্গ্‌ কুল। গায়ে সোনার কবচ, বাঁ হাতে সোনা-মোড়া ঢাল, মাথায় সোনার টোপর বা শিরস্ত্রাণ, দেবরাজের ঘোড়ার মতো সুন্দর তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া বীর-বপু সুন্দর-কান্তি দেবোপম সিগুর্ড্‌ যখন গিউকির নগরে আসিয়া পহুঁছিল, সকলে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, বিশেষ সম্মানের সহিত তাহার স্বাগত করিল। সিগুর্ড্‌ সম্মানিত অতিথি-রূপে গিউকির বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিল।

রাজা গিউকির রাণীর নাম Grimhild গ্রিম্‌হিল্‌ড্‌। গিউকি ও গ্রিম্‌হিল্‌ডের তিন সন্তান, দুই পুত্র Gunnar গুন্নার্‌ ও Hjogni হ্যোগ্‌নি, এবং এক কন্যা Gudrun গুড্‌রুন্‌। গ্রিম্‌হিল্‌ডের পূর্ব স্বামীর এক পুত্র Guttorm গুট্টোর্‌ম্‌ গিউকির আশ্রয়েই পালিত হইত।

রানী গ্রিম্‌হিল্ড্‌ বিশেষ অভিসন্ধিময়ী রমণী ছিলেন। সিগুর্ডের মতো বীর যুবককে দেখিয়া তাহার বাসনা হইল যে, তাহার সহিত নিজের কন্যা গুড্‌রুনের বিবাহ দেন। পর্বতোপরি অগ্নিবেষ্টিত প্রাসাদে অবস্থিতা দেবকুমারী ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে সিগুর্ড্‌ কত গভীর ভাবে ভালো-বাসে, তাহা গ্রিম্‌হিল্ড্‌ বহুবার ব্রুন্‌হিল্ডের সম্বন্ধে সিগুর্ডের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সিগুর্ডের মনের পরিবর্তন করিয়া তাহাকে নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি জাদুবিদ্যা জানিতেন। ব্রুন্‌হিল্‌ডের কথা ভুলাইয়া দিবার জন্য তিনি মন্ত্র-পূত সুরা প্রস্তুত করিয়া সিগুর্ড্‌কে পান করিতে দিলেন, সিগুর্ড্‌ সরল বিশ্বাসে তাহা পান করিয়া ফেলিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ব্রুন্‌হিল্‌ডের সমস্ত কথা তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। মন্ত্র-চালিত হইয়া সে গ্রিম্‌হিল্‌ডের বশ্যতা স্বীকার করিল।

ইহার পরে যখন রাজকুমারী গুড্‌রুন্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মাতা ও পিতার নির্দেশ-মতো গুন্নার সিগুর্ডের নিকট প্রস্তাব করিল,

সিগুর্ড্ তখন সহজেই সম্মত হইল। গুন্নার ও হোগ্নি সিগুর্ডের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হইবার জন্য তাহার সহিত 'রক্ত-সম্বন্ধ' পাতাইল —তাহারা যেন এক মায়ের পেটের ভাই হইল—তিনজনে এক চাবড়া মাটি কাটিয়া একটি ঢালের উপরে রাখিল, এবং সেই ঢালের নীচে তিন জনে দাঁড়াইয়া, নিজ নিজ দক্ষিণ হস্ত হইতে একটু করিয়া রক্ত লইয়া মাটির মধ্যে কাটা গর্তে ফেলিল, পরে তিন জনে চির-মিত্রত্বে বদ্ধ হইবার শপথ করিল, এবং মাটির চাবড়াটি যথাস্থানে তিন জনের মিশ্রিত রক্তের উপর স্থাপিত করিল।—এইভাবে তাহারা রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন করিল।

গুড্রুনের সহিত সিগুর্ডের যথারীতি বিবাহ হইল—নিব্লুঙ্গ্-জাতির মধ্যে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। সিগুর্ড্ এখন যেন কতকটা কলের পুতুল—গ্রিম্হিল্ডের মন্ত্র-পূত সুরা তাহাকে বদলাইয়া দিয়াছে। সে তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্তা সুন্দরী রাজকুমারী গুড্রুন্কে পত্নী-রূপে পাইয়া খুশী-ই হইল—ব্রুন্হিল্ডের কথা তাহার কিছু-ই মনে রহিল না।

কিছুকাল পরে গ্রিম্হিল্ড্ নিজের পুত্র গুন্নারকে বলিলেন—"এখন তো সব-ই বেশ হ'ল, সিগুর্ড্কে পাওয়া গেল; কিন্তু তোমার বিয়ে করা চাই। পাহাড়ের উপরে দেবকুমারী ব্রুনহিল্ড্ র'য়েছে; তুমি গিয়ে তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা করো; সিগুর্ড্ সওয়ার হ'য়ে তোমার সঙ্গে যাবে, তোমায় সাহায্য ক'র্বে।"

গুন্নার বলিল—"শুনেছি তো ব্রুনহিল্ড্ অসামান্যা সুন্দরী, তেজস্বিনী; তাকে বিয়ে ক'র্তে পারা আমার পক্ষে সৌভাগ্য হবে।" সে ব্রুন্হিল্ড্কে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং সিগুর্ডের পরামর্শ চাহিল। আত্ম-বিস্মৃত সিগুর্ড্ তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

দলবল লইয়া Hindfell হিণ্ড্ফেল্-এর পর্বতে গুন্নার্ গেল, কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গুন্নার অগ্রসর হইতে পারিল না—তাহার

অশ্বের সাধ্য হইল না যে অগ্নির প্রাচীর ভেদ করিয়া ভিতরে যায়। গুন্নার তখন সিগুর্ডের ঘোড়া লইয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিজ প্রভু সিগুর্ড ভিন্ন অন্য লোক পিঠে চড়ায়, সিগুর্ডের ঘোড়া নড়িতে চাহিল না। শেষে গুন্নারের অনুরোধ-মতো সিগুর্ড্ গুন্নারের সহিত পোষাক বদলাইল, এবং গুন্নারের বেশ ধরিয়া গুন্নারের হইয়া ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে জয় করতে চাহিল। সিগুর্ডের জুতার সোনার কাঁটার ঘা খাইয়া তাহার ঘোড়া আগুনের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল; ভয়ংকর গর্জনের সহিত আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল, ভূমি কম্পিত হইল, অগ্নিশিখা আকাশে গিয়া ঠেকিল; কিন্তু সিগুর্ড্ না দমিয়া, সেই অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া, ব্রুন্‌হিল্ড্ যেখানে বসিয়াছিল সেখানে আসিয়া পহুঁছিল।

ব্রুন্‌হিল্ড্ জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?"

পূর্ব-কথা সিগুর্ডের মনে নাই—মিথ্যা পরিচয় দিয়া সে বলিল যে সে গিউকি-রাজার পুত্র গুন্নার, অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়াছে। ব্রুন্‌হিল্ড্ প্রচার করিয়া দিয়াছিল, যে অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাকে জয় করিবে, তাহাকে-ই সে বিবাহ করিবে; তদনুসারে সে ব্রুন্‌হিল্ডের পাণি-প্রার্থী।

ব্রুন্‌হিল্ড্ গুন্নারের বেশে সিগুর্ড্‌কে চিনিতে পারিল না, তাহারও যেন মতিভ্রম হইল। শুধু সে বলিল—"তোমার কথার কী উত্তর দেবো, ভেবে ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছি না।" তাহার মনে সংশয় জাগিতেছিল, সিগুর্ড্-ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এই প্রাচীর ভেদ করিয়া আসা তো সম্ভব নয়—তবে এ কে আসিল?

গুন্নার-বেশী সিগুর্ড্ বলিল—"তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌'বে না? নানা ধনরত্ন, স্বর্ণ ও অলংকারাদির বিরাট্ যৌতুক দিয়ে তোমায় বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবো।"

ব্রুন্‌হিল্ড্ মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে কবচ ও হাতে তরবারি লইয়া কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিল। সংশয়পূর্ণ হৃদয়ে উপবিষ্টা অবস্থায় সে উত্তর

দিল—তাহার ভঙ্গী হইল যেন জলের তরঙ্গের উপরে দোদুল্যমানা রাজহংসী—"গুন্নার, ধনরত্নের কথা ব'লো না। সোনা দিয়ে আমার মন ভুলিয়ে' আমায় নিতে পারবে না; যদি তুমি বীর-শ্রেষ্ঠ হও, তবেই তোমার সঙ্গে যাবো। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সবাইকে বধ ক'রে আমায় নিয়ে যেতে হবে—তুমি পারবে? আমি গ্রীকদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলুম, আমাদের অস্ত্র রক্তে লাল হ'য়ে গিয়েছিল—লড়াইয়ের জন্য আমি পাগল।"

সিগুর্ড্ তখন বলিল—"হাঁ, তুমি বীরাঙ্গনা বটে, বীরের উচিত কার্য্য দেখিয়েছ। কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে, তোমার কথা-মতো যে অগ্নি-প্রাচীর পেরিয়ে' এসে জন-সমাজে তোমাকে পত্নী ব'লে দাবী ক'রবে, তাকে-ই তো তোমার পতি ব'লে মানতে হবে।"

ব্রুন্হিল্ড্ অগত্যা উঠিয়া গুন্নার-বেশী সিগুর্ড্কে অভিবাদন করিল, এবং যথোচিত সংবর্ধনা করিল। সিগুর্ড্ অগ্নি-প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদে তিন রাত্রি অবস্থান করিল, কিন্তু সে গুন্নারের হইয়া ব্রুন্হিল্ড্কে জয় করিতে আসিয়াছে, সে কথা তাহার মনে ছিল; তিন রাত্রি ব্রুন্হিল্ডের সহিত সে এক শয্যায় শয়ন করিল, কিন্তু মাঝে ব্যবধান-স্বরূপ তরবারি রাখিল। ব্রুন্হিল্ড্ এই "অসিধার-ব্রত" পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সিগুর্ড্ বলিল, এই ভাবে তাহার স্ত্রীর সহিত প্রথম তিন রাত্রি যাপন না করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

তার পর ব্রুন্হিল্ড্ সিগুর্ডের প্রদত্ত আন্দ্বারির আঙ্গটি লইয়া গুন্নার-রূপী সিগুর্ড্কে অর্পণ করিল; সিগুর্ড্ও তাহাকে আর একটি আঙ্গটি দিল।

ব্রুন্হিল্ড্ প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে গুন্নারকে বিবাহ করিবার জন্য নয় দিনের মধ্যে আসিবে। সিগুর্ড্ পুনরায় আগুনের মধ্য দিয়া গিয়া গুন্নারের সহিত মিলিয়া গিউকির নগরে ফিরিয়া আসিল।

সিগুর্ড্ চলিয়া গেলে ব্রুন্হিল্ড্ তাহার বিশ্বস্ত এক বৃদ্ধের নিকটে গেল; এই বৃদ্ধের নাম Heimir হেইমির। ব্রুনহিল্ড তাহাকে বলিল



সিগুর্ড্ ও ব্রুন্‌হিল্ড্

—এক রাজা আমাকে বিবাহ করিবার জন্য আসিয়াছিল; আমার প্রাসাদের পরিবেষ্টন শিখাময় অগ্নিমালা ঘোড়ায় চড়িয়া পার হইয়া সে আমার নিকটে আসিল, আমায় বলিল যে আমাকে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে, এবং গুন্নার নামে নিজের পরিচয় দিল। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি যে একমাত্র সিগুর্ড্‌-ই এই বীর-কার্য্য করিতে সমর্থ, আর কেহ-ই নহে; এই সিগুর্ডের সঙ্গেই পূর্বে আমি বাগ্‌দত্তা হইয়াছি, আমি তাহার-ই ধর্ম-পত্নী, সে-ই আমার প্রিয়তম।

ব্রুন্‌হিল্ডের মনে-মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল, গুন্নার নামে যে আসিয়াছিল সে সিগুর্ড্‌-ই বটে। অথচ জটিল ঘটনাচক্র তাহার বোধ-বিচারের অগম্য। সে সিগুর্ডের কন্যা আস্‌লাউগ্‌কে লালন-পালনের জন্য হেইমিরের হাতে সমর্পণ করিয়া, যেন নিয়তির আকর্ষণে গিউকির নগরে গিয়া উপস্থিত হইল।

৫। সিগুর্ড্‌ ও ব্রুন্‌হিল্ডের মর্মান্তিক দুঃখ, এবং উভয়ের মৃত্যু

খুব ঘটা করিয়া গুন্নার ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে বিবাহ করিল—ব্রুন্‌হিল্ড্‌ও মন্ত্র-চালিতের-মতো সমস্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিল। বিবাহ-উৎসব চুকিয়া গেলে পরে, ব্রুন্‌হিল্ডের সহিত মিলনের পূর্ব-কথা সিগুর্ডের স্মরণে আসিল; কিন্তু এখন আর পথ নাই—সমস্ত কথা মনে-মনে চাপিয়া রাখিয়া, সিগুর্ড্‌ আর সকলের সহিত দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু ব্রুন্‌হিল্ড্‌ ও সিগুর্ড্‌ উভয়ে-ই মনের ভিতরে নিদারুণ অস্বস্তি ও অশান্তি। গুন্নারের বেশ ধরিয়া যখন আগুন ভেদ করিয়া সিগুর্ড্‌ ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে জয় করিয়া ফিরিয়া আসে, তখন সিগুর্ড্‌ সমস্ত কথা পত্নী গুড্‌রুনকে বলিয়াছিল। সুতরাং গুড্‌রুন সব রহস্য জানিত। এক দিন ব্রুন্‌হিল্ড্‌ ও গুড্‌রুন উভয়ে রাইন-নদে স্নান করিতে গেল। সেখানে দুইজনের মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে, কাহার স্বামী শ্রেষ্ঠতর, এই বিষয়

লইয়া বাদানুবাদ ও শেষে কলহ হইল। ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল যে গুন্নারের মতো বীর আর কেহ নাই, কারণ গুন্নার অগ্নি-প্রাচীর পার হইয়া তাহার মতো বীরাঙ্গনাকে জয় করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে স্বামি-গর্বে গর্বিতা গুড্‌রুন ক্রুদ্ধা হইয়া সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল; অধিকন্তু আন্দ্‌ব্রারির আঙ্গটি, যে আঙ্গটি সিগুর্ড্ প্রথম ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে দেয় ও পরে গুন্নার-বেশী সিগুর্ড্‌কে ব্রুন্‌হিল্ড্ প্রত্যর্পণ করে, তাহা গুড্‌রুনের কাছে সিগুর্ড্ রাখিয়াছিল, সেই অভিজ্ঞান-স্বরূপ আঙ্গটিও গুড্‌রুন ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে দেখাইল। আঙ্গটি দেখিয়া ব্রুন্‌হিল্ডে্‌র মুখ ক্রোধে মৃত্যুর ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর কোনও কথা বলিল না। তাহার মনে এই ধারণা হইল যে, সিগুর্ড্ সজ্ঞানে তাহাকে অপমানিত করিয়াছে—গুড্‌রুনের জন্য-ই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

ব্রুন্‌হিল্ডে্‌র নিদ্রা গেল, বিশ্রাম গেল। প্রাচীন গাথায় তাহার অবস্থা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"তার সারা জীবনে সে দুঃখ পায় নাই;
মানুষের মধ্যে যে অশান্তি, তার কিছু-ই সে জান্‌ত না।
তার অপযশ কখনও হয় নি,—অপযশ সহা তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল;
কিন্তু তাদের (উভয়ের) মধ্যে ভাগ্যদেবীরা কার্য্য ক'র্‌লেন,—তাঁরা নিষ্ঠুর॥
"দিনের শেষে সে একলা ব'সে থাক্‌ত,
আর এইরূপ বিলাপে সে হৃদয় উন্মুক্ত ক'র্‌ত;—
'তরুণ বীর সিগুর্ড্‌কে আমার চাই-ই—
আমার দুই বাহুপাশে যদি তার মৃত্যু হয়, তবুও তাকে চাই॥
আমার মনের কথা এই, আমি প্রকাশ ক'র্‌ছি;
এর জন্য আমাকে অনুতাপ ক'র্‌তে হবে;
ওর স্ত্রী হ'চ্ছে গুড্‌রুন, আর আমি হ'চ্ছি গুন্নারের অধীন;
হায় হায়! পাপ ভাগ্যদেবীত্রয় আমার মনে কি অপূর্ণ প্রেম-ই না দিয়েছে!
"বেদনাতুর হৃদয়ে সে বার-বর ঘরের বাইরে চ'লে যেত,
রাত্রিবেলায় সে পাহাড়ে বরফের নদীর ধারে ঘুর্‌ত—

সে সময়ে গুড্‌রুন্ গিয়ে তার শয্যায় শয়ন ক'র্‌ত,
আর সিগুর্ড্ তার স্ত্রীর গায়ের চারিদিকে শয্যা-বস্ত্র গুছিয়ে' দিত ॥

গিউকির কন্যা তার স্বামীর কাছে গিয়েছে—
বীর সিগুর্ড্ এখন তার স্ত্রীকে নিয়ে মনের আনন্দে র'য়েছে।
একা আমি নিরানন্দ, আমার ধর্ম-সাক্ষী পতি নেই—
দুঃখের ভারে পীড়িত আমার হৃদয়কে ফাটিয়ে' দিয়ে'
আর্তনাদ যেন বা'র হ'তে চাইছে।"

ব্রুন্‌হিল্ড্ শয্যা আশ্রয় করিল। ব্রুন্‌হিল্ডের অসুখের কথা শুনিয়া গুন্নার তাহাকে দেখিতে আসিল। তার কুশল-প্রশ্নের কোনও উত্তর ব্রুন্‌হিল্ড্ দিল না; শেষে ক্রোধ-স্ফুরিত কণ্ঠে বলিল—"যে আমাকে অগ্নি-মালার মধ্য থেকে জয় ক'রে নিয়ে যাবে, তাকেই আমি বিয়ে ক'র্‌বো, এই ছিল আমার ব্রত। বীর সিগুর্ড্ আমাকে এইভাবে এসে প্রথমে ধর্ম-পত্নীত্বে বরণ ক'রে যায়; সিগুর্ড্ ড্রাগন ফাফ্‌নিরকে বধ ক'রেছে, সে পাপী রেগিন্‌কে মেরেছে, সে বিখ্যাত যোদ্ধা, সে নরশ্রেষ্ঠ। আর তুমি গুন্নার নীচ প্রকৃতির, মিথ্যাচারী—তুমি কোনও শূরোচিত কাজ করো-নি, তুমি মৃত জনের মতো বিবর্ণ-মুখে পালাও। আমি জান্‌তুম যে সিগুর্ড্ ছাড়া আর কেউ অগ্নি ভেদ ক'রে আমার কাছে আস্‌তে পার্‌বে না, তাই আমি আমার ব্রত প্রচার করি যে, যে আমায় ঐভাবে জয় ক'র্‌বে তাকেই আমি বিয়ে ক'র্‌বো। আমি ধর্ম সাক্ষী ক'রে যে কথা ব'লেছি, তুমি তা' থেকে আমায় নিপাতিত ক'রেছ। আমার সিগুর্ড্‌কে তোমরা আমার হ'তে দাওনি—আমি এই জন্য তোমাকে হত্যা ক'র্‌বো। গ্রিম্‌হিল্ডের মতো হৃদয়হীনা পাপীয়সী স্ত্রীলোক আর কেউ নেই, আমি তার এই পাপাচরণের প্রতিশোধ নেবো।"

গুন্নার বলিল—"তুমি অতি কুপ্রকৃতির স্ত্রীলোক, তুমি মিছামিছি একজন সর্বজন-মাননীয়া নারীকে গা'ল দিচ্ছ।"

ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"আমি গোপনে কখনও কু-মতলব আঁটি নি—কোনও অনুচিত কাজ করি নি; কিন্তু তোমাকে আমি বধ ক'র্‌বো।'

ব্রুন্‌হিল্ড্ এই বলিয়া গুন্নারকে বধ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু গুন্নারের ভাই হ্যোগ্‌নি আসিয়া পড়িয়া, ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। গুন্নারের মনে ব্রুন্‌হিল্ডের প্রতি একটা সম্ভ্রম ও আকর্ষণ ছিল, সে বলিল, "ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে বেঁধে রাখা হয়, আমি তা চাই না।" মিষ্ট কথায় সে ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে তুষ্ট করিতে চাহিল। ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"আমায় বেঁধে রাখুক না রাখুক, তোমার সহানুভূতি চাই না। আর আমাতে কখনও আনন্দের ভাব দেখ্‌বে না, কখনও আর মিষ্ট কথা এ বাড়িতে কেউ শুন্‌বে না; কাপড়ে সোনার কাজ করা, কাজে পরামর্শ দেওয়া—আর আমা হ'তে হবে না। আমি সিগুর্ড্‌কে পেলুম না—আমার দুঃখ তোমরা কি বুঝ্‌বে!"

তারপরে ব্রুন্‌হিল্ড্ তাহার আরব্ধ যত শিল্প-কার্য্য টানিয়া ছিঁড়িয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল—ঘরের দরজা খুলিয়া দিল—বহু দূর পর্য্যন্ত তাহার বিলাপের ধ্বনি শোনা গেল। গুড্‌রুনের দাসীরা আসিয়া ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে সান্ত্বনা দিবার জন্য গুড্‌রুন্‌কে তাহার কাছে যাইতে বলিল। গুড্‌রুন বলিল—"না, না, আমি তো মোটেই তার কাছে যেতে পারি না, তাকে জাগাতে বা তার সঙ্গে কথা কইতে পারি না। কত দিন হ'ল সে মধু বা অন্য পানীয় পান করে নি—নিশ্চয়-ই দেবতাদের রোষ তার উপরে প'ড়েছে।" ভ্রাতা গুন্নারকে গুড্‌রুন বলিল—"তুমি যাও, আর তাকে বলো যে আমি তার দুঃখে বিশেষ দুঃখ অনুভব ক'র্‌ছি।" গুন্নার বলিল—"না, তার কাছে এখন আমার যাওয়া বারণ, তার সুখ-দুঃখে ভাগ নেওয়ার অধিকার আমার নেই।"

তথাপি গুন্নার ব্রুন্‌হিল্ডের নিকট গেল, কিন্তু অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে কথা কহাইতে পারিল না। বিফল-মনোরথ হইয়া গুন্নার হ্যোগ্‌নিকে পাঠাইল, ব্রুন্‌হিল্ড্ হ্যোগ্‌নির সঙ্গেও কথা কহিল না। তাহারা তখন সিগুর্ড্‌কে অনুরোধ করিল, সে গিয়া

যদি ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে শান্ত করিতে পারে। কিন্তু সিগুর্ড্ তাহাদের কথার কোনও উত্তর দিল না।

এই ভাবে দুই চারি দিন যাইতে সিগুর্ড্ গুড্‌রুনকে ডাকিয়া বলিল—"দেখে শুনে মনে হ'চ্ছে, এই ব্যাপার থেকে ভীষণ একটা কিছুর উদ্ভব হবে, আর ব্রুন্‌হিল্ড্ প্রাণ দেবে।" গুড্‌রুন বলিল, "প্রভু, তার চারি দিক্ ঘিরে' অপার্থিব ব্যাপারের লীলা চ'ল্‌ছে—সাত দিন ধ'রে সে যেন ঘুমোচ্ছে, কেউ তাকে জাগাতে বা কথা কওয়াতে পার্‌ছে না।" সিগুর্ড্ বলিল—"না, ঘুমোচ্ছে না; আমার মনে হয়, আমারই সম্বন্ধে একটা ভয়ানক কিছু সে ক'র্‌বে।" এই কথা শুনিয়া গুড্‌রুন কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—"তোমার বালাই দূরে যাক্! তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করো; কথা ক'য়ে দেখ', তার ক্রোধ শান্ত হবার মতন কি না। তাকে যত রত্নালংকার দাও—তার মনের দুঃখ দূর কর্‌বার চেষ্টা করো।"

ঘরের দরজা খোলা; সিগুর্ড্ ব্রুন্‌হিল্‌ডের ঘরে গেল। তাহার মনে হইল, যেন ব্রুন্‌হিল্ড্ নিদ্রিত। সে বলিল—"জাগো, ব্রুন্‌হিল্ড্, সারা বাড়ি রোদ্দুরে ভ'রে গিয়েছে, তুমি খুব ঘুমিয়েছ; দুঃখ ক'রো না—মনে আনন্দ আনো।" ব্রুন্‌হিল্‌ড্ বলিল—"কি সাহসে তুমি আমার কাছে এসেছ? এই বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ ব্যাপারে তোমার চেয়ে পাতকী কেউ নেই।" সিগুর্ড্ বলিল—"তুমি আর পাঁচ জনের সঙ্গে কথা কইবে না? এত দুঃখ তোমার কিসের?" ব্রুন্‌হিল্ড্ উত্তর দিল—"উঃ, তোমাকে আমার দুঃখের কারণ বুঝিয়ে' ব'ল্‌তে হবে!" সিগুর্ড্ বলিল—"তুমি এখন মন্ত্র-চালিতের মতো হ'য়ে আছ; তোমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব আমার কিছু নেই; তুমি অন্ততঃ একজন বীর স্বামীকে বরণ ক'রেছ তো।" ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"না না, গুন্নার কখনও আগুনের মধ্য দিয়ে যায় নি, আর লড়াইয়ে শত্রুনিপাত করে নি। আমার প্রাসাদের অগ্নিমালা উল্লঙ্ঘন ক'রে কে এল', আমি বিস্মিত হ'য়ে ভাব্‌ছিলুম; মনে হ'য়েছিল, অচেনা গুন্নারের বেশে এলেও

আমি যেন তোমারই চোখের চাউনি দেখ্‌ছি ; কিন্তু আমার অদৃষ্ট —আমার ভাগ্যের উপরে যে বিষম কুহেলিকা প'ড়েছিল, তাতে সব আমার চোখে অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, ভালো-মন্দ আমি কিছু-ই বুঝ্‌তে পারি নি।"

সিগুর্ড্ তবুও গুন্নারের পক্ষ লইয়া দুই-এক কথা বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্রুন্‌হিল্ড্ উত্তর দিল—"তার অন্যায় আর মিথ্যাচারের জন্য সাজা হওয়া উচিত। আমার দুঃখের কথা ভেবো না ; কিন্তু দেখ' সিগুর্ড্, তোমার কি মনে হ'ল না যে, তুমি আমার জন্যই ড্রাগন ফাফ্‌নির্‌কে মেরেছিলে, আমার জন্যই আগুনের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে' এসেছিলে ; তুমি গিউকির ছেলেদের সেবার জন্য তো এ-সব করো নি।"

সিগুর্ড্ বলিল—"সে কথা যাক্ ; এখন তো আমি তোমার স্বামী নই, তুমিও আমার স্ত্রী নও।" ব্রুন্‌হিল্ড্ উত্তর দিল—"আমি কখনও এমন চোখে গুন্নারের দিকে তাকাই নি যাতে আমাব মনে আনন্দ আস্‌তে পারে ; তার সম্বন্ধে আমি অন্তরে-অন্তরে ঘৃণা পোষণ করি।"

সিগুর্ড্ বলিল—"এমন উদার-হৃদয় রাজা—একে তুমি ভাল-বাস্‌তে পারো না ?"

সিগুর্ডের এই কথায় ব্রুন্‌হিল্ড্ শুধু বলিল—"তোমার রক্তে নিষ্ঠুর তরবারি যে কেন রঞ্জিত হ'চ্ছে না,—এখন এই হ'ল আমার কাছে বিশেষ আক্ষেপের বিষয়।"

সিগুর্ড্ বলিল—"তার জন্য তুমি চিন্তা ক'রো না ; আমার শেষ হ'লে তুমিও আর বাঁচতে পার্‌বে না ; বুঝ্‌ছি, আজ থেকে অল্পদিনের মধ্যেই তোমার আর আমার দু'জনেরই সব শেষ হ'য়ে যাবে।"

ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"তোমার কথাগুলো আমায় কতটা বিঁধ্‌ছে তুমি বুঝতে পার্‌ছ না ? তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছ, আমার সব সুখ-শান্তি তুমি দূর ক'রেছ—আমার আর জীবন-ই বা কি, মরণ-ই বা কি ? তুমি এখনও আমায় চিন্‌লে না, আমার

হৃদয়কেও বুঝ্‌লে না! তুমি তো হ'চ্ছ পুরুষদের মধ্যে প্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ—আর আমি হ'য়ে গেলুম নারীদের মধ্যে সব-চেয়ে ঘৃণ্যা।"

এইবার সিগুর্ড্ বলিল—"সত্য কথা শোনো; তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবেসেছি; কিন্তু তুমি আর আমি ভীষণ মায়াজালে জড়িয়ে' প'ড়েছিলুম, সে মায়াজাল থেকে আমাদের দুজনের এ জীবনে আর উদ্ধার নেই। যখন আমি সব ব্যাপার জান্‌তে পার্‌লুম্, তখন আমি বুঝলুম, জীবনে আমার কি দুঃখ—তোমাকে পেয়েও হারালুম। কিন্তু আমি যথাশক্তি মনকে দৃঢ় ক'রে দুঃখের বোঝা মনের মধ্যেই রাখ্‌লুম। এইটুকু শুধু মনে হ'চ্ছিল,—যাক্, তুমি তো আছ, আমার কাছে-কাছেই আছ। যা ভবিতব্য, তা হ'য়েছে; যা হবার, তা হবেই—তার জন্য আমার ভয় বা চিন্তা নেই।"

ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"এখন আর তোমার দুঃখের কথা ব'লে লাভ কি? তোমার জন্য আর আমার মায়া-মমতা নেই।"

সিগুর্ড্ বলিল—"তোমাকে আমি ভুল্‌তে পারি না। এখনও বলো, তুমি কি আমার স্ত্রী হবে?"

ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"ওরকম কথা আর মুখে এনো না। দ্বিচারিণী হ'য়ে থাক্‌তে পারি না। গুন্নারের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করার চেয়ে নিজেই ম'র্‌বো।"

তার পরে ব্রুন্‌হিল্ড্ পূর্ব কথা স্মরণ-পথে আনিল—প্রথম সাক্ষাতে পাহাড়ের উপরে তারা দুইজনে কি-ভাবে মিলিত হইয়াছিল, এবং কি-রূপে পরস্পরকে পতিপত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"এখন সে সব চুকে গিয়েছে। আমি আর বাঁচ্‌তে চাই না।"

সিগুর্ড্ বলিল—"আমার প্রাণের দুঃখ এই যে, তোমার বিয়ে' হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত তোমায় দেখেও আমি তোমাকে চিন্‌তেও পারি নি, আর তোমার নামও আমার মনে আসে নি।"

তখন ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"আমার ব্রত ছিল, আগুনের দেওয়াল পেরিয়ে' আমার কাছে যে আস্‌বে, আমি তারই স্ত্রী হ'য়ে থাক্‌বো। আমার সে ব্রত ভঙ্গ হ'য়েছে; আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না।"

সিগুর্ড্ বলিল—"তুমি ম'র্‌বে কেন? তার চেয়ে আমি গুড্‌রুন্‌কে ত্যাগ করি, আর তার পরে তোমায় আবার বিয়ে ক'র্‌বো।"

এই-সব কথায় সিগুর্ডের বক্ষোমধ্যে যে অসহ্য কষ্ট হইতেছিল, তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার মতো হইল—তাহার উচ্ছ্বসিত বক্ষঃস্থলের চাপে তাহার গায়ের সাঁজোয়ার লোহার আঙ্গটাগুলি ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"তোমায় চাই না! কাকেও আমি চাই না!"

তখন সিগুর্ড্ আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া গেল।

প্রাচীন গাথায় আছে—

তখন সিগুর্ড্ বাহিরে চলিয়া গেল—
সিগুর্ড্, মহান্ রাজার প্রিয় বন্ধু;
এই আলাপের ফলে, এবং তাহার মহৎ দুঃখের ফলে
কি নিষ্প্রভ, এবং কি কাতর হৃদয়ে চলিয়া গেল!

তাহার গায়ের সানা—
লোহার আঙ্গটায় তৈয়ারী তাহার সানা
দুই দিক্‌কার পাঁজরার চাপে ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল—
যুদ্ধে সাহসী বীর সিগুর্ডের॥

সিগুর্ড্ বাহিরে আসিতেই গুন্নার জিজ্ঞাসা করিল, ব্রুন্‌হিল্ড্ কথা কহিতেছে কিনা। সিগুর্ড্ বলিল যে, কথা সে খুব-ই কহিতেছে। তখন গুন্নার ভিতরে গিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং বলিল যে, যাহা করিলে সে একটুও খুশী হয়, গুন্নার সানন্দে তাহা করিবে।

ব্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"সিগুর্ডের মৃত্যু চাই।"

গুন্নারের মনে বিদ্বেষ-ভাব আনয়ন করিবার জন্য ব্রুন্‌হিল্ড্‌ সিগুর্ডের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিল যে, গুন্নারের বেশে সিগুর্ড্‌ তাহার সঙ্গে পতির মতো ব্যবহার করিয়াছে।

তারপরে ব্রুন্‌হিল্ড্‌ বাহিরে চলিয়া গেল, এবং প্রাসাদের প্রাচীরের তলে বসিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। সিগুর্ড্‌ আর তাহার হইবে না, এই কথা চিন্তা করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, পৃথিবীর সব জিনিস তাহার কাছে বিষবৎ বোধ হইতেছে।

গুন্নার পুনরায় তাহার কাছে আসিলে, সিগুর্ডের প্রাণ লইবার জন্য ব্রুন্‌হিল্ড্‌ তাহাকে প্ররোচিত করিল। সিগুর্ড্‌ বাঁচিয়া থাকিতে সে কিছুতেই গুন্নারের স্ত্রী-রূপে বাস করিবে না।

গুন্নার ভাবিল, সিগুর্ড্‌ আমার হিতৈষী বন্ধু, পাতানো ভাই—কিন্তু ব্রুন্‌হিল্ড্‌-ই জগতের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু, সমস্ত রমণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী—তার জন্য প্রাণও দেওয়া যায়, বন্ধু কোন্‌ ছার।

সে ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে খুশী করিবার জন্য সিগুর্ডকে হত্যা করা-ই স্থির করিল। এ বিষয়ে সে ভ্রাতা হ্যোগনির সহিত পরামর্শ করিল। হ্যোগ্‌নি তাহাকে ভগিনী-পতি ভ্রাতৃকল্প সিগুর্ডের বধ-রূপ মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, অনেক উপদেশ দিল। কিন্তু গুন্নার তখন ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে পাইবার ও তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য পাগল, সে কৃত-নিশ্চয়। রাগ করিয়া সে হ্যোগ্‌নিকে বলিল, "সিগুর্ড্‌ না ম'র্‌লে আমি-ই ম'র্‌বো।"

শেষে গুন্নার ও হ্যোগ্‌নি স্থির করিল যে, তাহাদের দুইজনের কেহ সিগুর্ড্‌কে প্রাণে বধ করিবে না, কারণ তাহারা সিগুর্ডের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক পাতাইয়াছে। তাহাদের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা গুট্টোর্‌ম্‌কে অর্থ-লোভ দেখাইয়া এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্যে তাহারা রাজী করাইল। যাহাতে এই ভীষণ কার্য্যে তাহার মতি স্থির থাকে, তজ্জন্য গুট্টোর্‌ম্‌কে তাহারা দুইজনে সাপের মাংস আর নেকড়ে-বাঘের মাংস খাওয়াইতে লাগিল। গুট্টোর্‌ম্‌ অবশেষে সিগুর্ড্‌কে বধ করিবে স্থির করিল।

সিগুর্ড্ এ-সব ব্যাপার কিছু জানিত না। রাত্রে সে গুড্রুনের সহিত নিজ ঘরে বিছানায় শুইয়া আছে। গুট্টোর্ম্ তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুই দুইবার তাহার সাহস হইল না—সিগুর্ড্ জাগিয়া ছিল, সিগুর্ডের উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইবার সাধ্য কাহারও ছিল না। তৃতীয় বার সে দেখিল, সিগুর্ড্ ঘুমাইতেছে; তখন সে ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত সিগুর্ডের বক্ষে নিজের তরবারি আমূল বিঁধাইয়া দিল—তাহার দেহ ভেদ করিয়া তরবারি বিছানার কাঠে গিয়া ঠেকিল। এই মরণ-আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে সিগুর্ড্ জাগিয়া উঠিল, এবং হাতের কাছে তাহার নিজের তরবারি পাইয়া তাহা পলায়মান গুট্টোর্মের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল; এই আঘাতের চোটে গুট্টোর্মের দেহ দুই খানা হইয়া গেল—তাহার ধড় ও মাথার দিক্ ঘুরিয়া ঘরের ভিতরে পড়িল, পায়ের দিক্ পড়িল ঘরের বাহিরে।

গুড্রুন্ সিগুর্ডের পাশেই নিদ্রিতা ছিল, এই ব্যাপারে জাগিয়া উঠিয়া সে যে দৃশ্য দেখিল তাহা বর্ণনার অতীত। স্বামীর রক্তে তাহার বস্ত্র ভিজিয়া গেল, পাগলের মতো সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল; এত জোরে সে হাত কচলাইতে লাগিল যে, অশ্বশালের ঘোড়াগুলি ভয়ে জাগিয়া উঠিল, বাহিরের হাঁস ও অন্য পাখীরাও কলরব করিয়া উঠিল। সিগুর্ড্ অতি কষ্টে উঠিয়া তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহাকে মারিয়া গিউকির পুত্রেরা যে নিজেদের সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিল—"আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হ'য়েছিল যে অল্প বয়সেই আমি ম'র্বো; তা ঘ'ট্ল; ভবিতব্য আমার চোখের আড়ালে গুপ্ত হ'য়ে ছিল,—কেউ-ই অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ল'ড়ে জিত্তে পারে না। যে ব্রুন্হিল্ড্ আমাকে সকলের চেয়ে ভালোবাসে, সেই ব্রুন্হিল্ডের জন্যই আমার প্রাণ গেল। আমি কিন্তু গুন্নারের কোনও ক্ষতি করি নি। আগে যদি টের পেতুম, আর অস্ত্র হাতে খাড়া থাক্তে পার্তুম, তা হ'লে এইভাবে শুয়ে-শুয়ে ম'র্তুম না,—তিন ভাইও আমার হাতে শেষ হ'ত,

আরও অনেকে শেষ হ'ত। সব চেয়ে বিশাল ষাঁড় বা বৃহৎ বরাহ বধের চেয়ে আমাকে বধ করা গুরুতর ব্যাপার হ'ত।"

এই প্রকারে কথা বলিতে-বলিতে সিগুর্ড্‌ প্রাণত্যাগ করিল।

ওদিকে গুড্‌রুনের আর্তনাদ শুনিয়া ব্রুন্‌হিল্ড্‌ অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিল। গুন্নার বলিল—"কি নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক! তোমারও দিন শেষ হ'য়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে।"

ব্রুন্‌হিল্ড্‌ বলিল—"এখনও রক্তপাতের শেষ হয় নি!"

গুড্‌রুন সিগুর্ডের মৃতদেহের পার্শ্বে পাষাণমূর্তির মতো বসিয়া রহিল। অন্য স্ত্রীলোকের মতো সে বিলাপ করিল না, কিন্তু তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নানা পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের শোক-তাপের কথা বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে লাগিল—সব চেয়ে বেশী দুঃখ যাহা পাইয়াছে তাহার কথা গুড্‌রুন্‌কে শুনাইল; কাহারও পতি, পুত্র বা ভ্রাতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে বা সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ বা বন্দিনী হইয়া কাল কাটাইয়াছে, কাহাকেও বা ক্রীতদাসী করা হইয়াছে। কিন্তু গুড্‌রুন কাঁদিতে পারিল না; মৃতদেহের পাশে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে একজন স্ত্রীলোক সিগুর্ডের মুখ-ঢাকা চাদরখানা খুলিয়া দিল। গুড্‌রুন চাহিয়া দেখিল—তাহার বীর স্বামীর সোনালী রঙের সুদীর্ঘ কেশ-পাশে রক্ত লাগিয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল চক্ষু ঘোলা হইয়া গিয়াছে, বুকে তরবারি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িল, তাহার মাথার খোঁপা আল্‌গা হইয়া গেল ও চুল আলুথালু হইয়া খুলিয়া পড়িল, তাহার মুখ ফুলিয়া উঠিল, এবং অশ্রুজলের ঝড় বহিয়া তাহার জানুদেশ পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিল।

ব্রুন্‌হিল্ড্‌ মরিবার সংকল্প করিয়াছিল। এখন সে গুন্নারকে ও গুন্নারের গোত্রকে শপথ-ভঙ্গকারী বলিয়া অভিশাপ দিল—সিগুর্ডের

গুণাবলী বর্ণন করিল—কিভাবে তাহার সঙ্গে ও সিগুর্ডের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করা হইয়াছিল তাহাও বলিল। গুন্নার উঠিয়া দুই বাহু দ্বারা ব্রুন্‌হিল্ডের গলা জড়াইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল,—আর সকলে আসিয়া ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্রুন্‌হিল্ড্‌ সকলকে সরাইয়া দিল। গুন্নার তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় প্রচুর স্বর্ণ-সম্ভার আনাইয়াছিল, সে-সমস্ত সে উপস্থিত জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া দিল। তার পরে সে গুন্নারকে শেষ অনুরোধ জানাইল, যেন তাহার প্রিয়তম সিগুর্ডের সঙ্গে পাশাপাশি এক চিতায় তাহাকে দাহ করা হয় (প্রাচীন টিউটনগণের মধ্যে মৃতের অগ্নি-সংস্কার হইত), এবং তাহাদের দুইজনের মধ্যে যেন সিগুর্ডের তরবারিখানি ব্যবধান-স্বরূপ রাখা হয়—তাহারা দুইজনে একসঙ্গে সগৌরবে Walhalla 'রাল্‌হাল্লা' বা দেবলোকে বীরপুরুষগণের স্বর্গে যাইবে।

এই প্রার্থনা জানাইয়া, ব্রুন্‌হিল্ড্‌ একখানি তরবারি লইয়া নিজের বক্ষে আমূল বসাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় নিয়ন্ত্রণের ফলে, জনসমাজে বীর সিগুর্ড্‌ ও দেবী ব্রুন্‌হিল্ডের অবিনশ্বর প্রেমের এইরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিল।

৬। গুড্‌রুনের কথা; গুড্‌রুনের ভ্রাতৃদ্বয় এবং নিব্‌লুঙ্গ্‌ কুলের বিনাশ

এই সকল ভীষণ ব্যাপারের অবসানে নিব্‌লুঙ্গ্‌ রাজকুল হইতে সমস্ত আনন্দ তিরোহিত হইল। গুড্‌রুন্‌ পতি-শোকে মুহ্যমান হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে হূণদিগের রাজা Atli আট্‌লি[৫] নিব্‌লুঙ্গ্‌-রাজের বিধবা কন্যা বলিয়া গুড্‌রুনের পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া প্রস্তাব করিয়া

৫ আট্‌লি ঐতিহাসিক ব্যক্তি; বিখ্যাত হূণরাজ Attila আট্টিলা-র নাম ও কার্য্যকলাপ টিউটনদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম

পাঠাইল। গুড্‌রুন্ এই বিবাহে আপত্তি করিল। শীঘ্রই আবার একটি ভীষণ রক্তারক্তি হইবে, ইহা সে অনুভব করিতেছিল। গুড্‌রুনের মাতা গ্রিম্‌হিল্ড্ আবার তাঁহার জাদুবিদ্যার প্রয়োগ করিলেন, তিনি মন্ত্রযুক্ত পানীয় গুড্‌রুন্‌কে পান করাইয়া পূর্ব-কথা তাহার মানস-পট হইতে দূর করিয়া দিলেন, বিশেষতঃ সিগুর্ডের স্মৃতির প্রতি তাহার আকর্ষণ ভুলাইয়া দিলেন। আট্‌লির সহিত গুড্‌রুনের বিবাহ হইয়া গেল।

আট্‌লির উদ্দেশ্য ছিল, সিগুর্ড্ ফাফ্‌নির্-কে মারিয়া যে স্বর্ণ-ভাণ্ডার পাইয়াছিল, গুড্‌রুন্‌কে বিবাহ করিয়া আট্‌লি তাহারও অধিকারী হইতে পারিবে। কিন্তু এই স্বর্ণভাণ্ডার গুড্‌রুনের ভ্রাতৃদ্বয়, গুন্নার ও হ্যোগ্‌নি দখল করিয়া বসিয়াছিল। বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া গুন্নার ও হ্যোগ্‌নিকে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে, আট্‌লি পরিজন-সহ তাহাদিগকে নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিল। গুন্নার

শতকে ইউরোপ-আক্রমণকারী হূণদের সঙ্গে রোমানদের ও টিউটনদের যে মরণ-পণ সমর হইরাছিল, তাহার স্মৃতি টিউটন-জাতি ভুলিতে পারে নাই, তাহাদের জাতীয় ইতিকথার মধ্যে হূণেরা ও বিশেষতঃ রাজা আট্টিলা একটা স্থান করিয়া লয় (স্কাণ্ডিনেভিয়ায় Atli রূপে ও জর্‌মান-ভাষায় Etzel রূপে এই নাম পরিবর্তিত হয়)। আট্টিলা ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Hildico হিল্‌ডিকো নামে একজন টিউটন-জাতীয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করে, এবং বিবাহের পরের দিন তাহাকে রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয় যে, জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করায়, অনিচ্ছুক কন্যা আট্টিলাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লয়। হূণ-রাজ কর্তৃক জর্‌মান রাজকুমারী-বিবাহ ও হূণদের হাতে একটি টিউটনীয় গোত্রের সম্পূর্ণ বিনাশ—এই দুই ব্যাপার ঐতিহাসিক, এবং এই ঐতিহাসিক কথা এই উপাখ্যানের উপাদান হিসাবে আসিয়াছে। Atli-কে আবার ক্রন্‌হিল্ডের ভাই বলিয়া বর্ণনা করিয়া উপাখ্যানে আরও গোলমালের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ও হোগ্‌নি বুঝিতে পারিল যে এই আহ্বান মৃত্যুর আহ্বান, কিন্তু তাহারা ইহা উপেক্ষা করিল না, নানা অনিমিত্ত দর্শন করিয়া ভীতও হইল না—তাহারা বীরের ন্যায় সদর্পে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। যাইবার পূর্বে তাহারা সিগুর্ডের ধনরত্ন রাইন-নদের জলে ডুবাইয়া দিয়া গেল—জলের ধনরত্ন পৃথিবীতে অনেক অনিষ্ট, রক্তপাত ও হত্যা সাধন করিয়া আবার জলে ফিরিয়া গেল। তাহারা নদীপথে হূণ-রাজার রাজধানীতে পহুঁছিয়াই তাহাদের নৌকা ভাসাইয়া দিল—তাহারা যে আর ফিরিবে না একথা যেন তাহারা জানিত।

একটি প্রাসাদে তাহাদের থাকিতে দেওয়া হইল। সেখানে আট্‌লির লোকেরা তাহাদের আক্রমণ করিল। গুড্‌রুন্‌-ও ভাইয়েদের অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আসিল, বর্ম পরিয়া তাহাদের দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিল। কিন্তু নিব্‌লুঙ্গের সকলেই একে একে হত ও আহত হইয়া পড়িল, এবং আট্‌লির লোকেরা গুন্নার ও হোগ্‌নিকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিল।

আট্‌লি গুন্নারকে জিজ্ঞাসা করিল, সিগুর্ডের ধনরত্ন কোথায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। গুন্নার বলিল—"আগে হোগ্‌নির হৃৎপিণ্ড এনে দাও, তবে ব'ল্‌বো।" তাহারা একজন ক্রীতদাসকে মারিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড আনিয়া দিল—তাহা দেখিয়া গুন্নার বলিল—"এ তো ক্রীতদাসের হৃৎপিণ্ড—এখনও ভয়ে কাঁপ্‌ছে।" তখন তাহারা জীবন্ত অবস্থায় হোগ্‌নির বুক হইতে হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির করিল; এই ভীষণ মৃত্যু বীর হোগ্‌নি হাসিতে হাসিতে সহ্য করিল। তখন গুন্নার বলিয়া উঠিল—

এই আমার সাম্‌নে র'য়েছে কষ্ট-সহিষ্ণু হোগ্‌নির হৃৎপিণ্ড;
ভয়-কম্পিত ক্রীতদাসের হৃৎপিণ্ডের মতন এ একেবারেই নয়;

থালার উপরে রক্ষিত এই হৃৎপিণ্ড কত অল্প-ই বা কাঁপ্‌ছে !
যখন এই হৃৎপিণ্ড বীরের বুকের মধ্যে ছিল, তখন আরও কম কাঁপ্‌ত ॥

রাজা আট্‌লি, তুমিও লোক-চক্ষু থেকে তত দূরে স'রে যাও—
তোমার বাঞ্ছিত স্বর্ণ-ভাণ্ডার থেকে তুমি যতটা দূরে থাক্‌বে ॥

দেখ', এখন হোগ্‌নি যখন ম'রেছে—
আমার হৃদয়ের ভিতরে চিরতরে গুপ্ত রইল
নিব্‌লুঙ্গদের স্বর্ণ-ভাণ্ডারের খবর।
আমার মনে সন্দেহ দ্বিধা-ভাব আন্‌ছিল,
যতক্ষণ আমরা দুইজনেই বেঁচে ছিলুম ;
এখন আমার মনে আর সন্দেহ বা আশঙ্কা নেই,
কারণ আমি একা বেঁচে আছি ॥

মহান্‌ রাইন-নদ এখন থেকে
হিংসা-উদ্রেককারী স্বর্ণ-ভাণ্ডারকে রক্ষা কর্‌'বে—
নিব্‌লুঙ্গ্‌দের সোনা, যাহা দেবতাদের দান ছিল।
জলের আবর্তের মধ্যে স্বর্ণ-সম্ভার চিরতরে জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'র্‌তে থাক্‌বে ;
হূণবংশের ছেলেদের হাতে এই সোনা কখনও জ্ব'ল্‌বে না ॥

তখন আট্‌লি গুন্নারের হাত বাঁধিয়া তাহাকে সাপের গর্তে ফেলিতে আদেশ দিল ; কিন্তু গুন্নারের কাছে তারের বীণা ছিল, পায়ের আঙ্গুল দিয়া গর্তের মধ্যে সেই বীণায় সে ঝংকার দিতে লাগিল, বহুক্ষণ সাপেরা স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু শেষে সাপের কামড়ে গুন্নার মরিল।

গুড্‌রুন্‌ এখন পাগলের প্রায় হইয়া পড়িল। আট্‌লির ও তাহার উভয়ের দুইটি পুত্র হইয়াছিল, সে এই পুত্রদের হত্যা করিল ; নিহত পুত্রদের মাথার খুলি হইতে পাত্র তৈয়ারী করিয়া, সে তাহাতে করিয়া পুত্রদের রক্ত সুরার সঙ্গে মিশাইয়া আট্‌লিকে পান করাইল ; রাত্রে

আট্‌লির বক্ষে তীক্ষ্ণধার বর্ষা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিল, এবং পরে প্রাসাদে আগুন ধরাইয়া দিল। কাঠের প্রাসাদের বড়ো-বড়ো গুঁড়িকাঠগুলি আগুন লাগিয়া ফাটিয়া পুড়িয়া গেল, এবং প্রাসাদের মধ্যে যাহারা ছিল আগুনে তাহারা সকলে ভস্মীভূত হইল।

এইরূপে বিরাট্ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এই ভীষণ বিয়োগান্ত নাটকের উপসংহার হইল॥

ইগোরের দলের কথা

রুষ জাতি এখন পৃথিবীর একটা বড়ো জাতি। য়ুনাইটেড-স্টেট্‌স্‌, আর রুষদেশ, এই দুইটি-ই এখন পৃথিবীর সব-চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। অন্য রাষ্ট্র-সমূহের তুলনায়, রুষদেশের এখন একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা আছে। রুষেরা এখন যে বিরাট্‌ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতে ছোট-বড়ো অনেকগুলি দেশ মিলিত হইয়া বিদ্যমান। এই-সব দেশে নানা জাতির লোক বাস করে,—রুষ জাতি ও তাহার কয়েকটি শাখা, নানা ফিন্নো-উগ্রীয় উপজাতি, ফিন, এস্ত, লাট্‌-ভিয়ান্‌, লিথুআনীয়, আরমানী, গ্‌রুসেনী বা জর্জিয়ান, ও তাহাদের সম্পৃক্ত নানা উপজাতি, তুর্কী জাতির মানুষ, মোঙ্গোল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাদের বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধর্ম। কিন্তু রুষ জাতির নেতৃত্বে ও পরিচালনায় এই-সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ও জাতির মানুষ একটি বিরাট্‌ গণরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শান্তির সহিত বাস করিতেছে। রুষদের পরিচালিত এই বিরাট্‌ রাষ্ট্র অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের তুলনায় একটি নূতন আদর্শকে মানুষের জীবনে কার্য্যকর করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সেই আদর্শের প্রধান কথা হইতেছে এই যে, অপরকে খাটাইয়া এবং ঠকাইয়া ও নিজে পরিশ্রম না করিয়া কেহ বড়ো-মানুষী করিতে পারিবে না; সকলকেই পরিশ্রম করিয়া জীবন-ধারণ করিতে হইবে; নিজের জ্ঞান, বিদ্যা ও শক্তি মতো সকলের জন্যপরিশ্রম করিলে, সকলকে সুখে ও আনন্দের সঙ্গে জীবন-ধারণের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হইবে। আর তা-ছাড়া একটি জাতির মানুষকে অন্য জাতির মানুষের উপরে আধিপত্য করিতে দেওয়া হইবে না। এই আদর্শ ইহারা জীবনে কার্য্যকর করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, সে কথার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; রুষেরা নূতন ভাবে নূতন করিয়া এই আদর্শটিকে আধুনিক কালে সমগ্র মানবজাতির সামনে ধরিয়াছে, ইহা-ই হইতেছে এ যুগে রুষদের মস্ত বড়ো কৃতিত্ব, মস্ত বড়ো গৌরব।

রুষেরা এই আদর্শ গ্রহণের পূর্বে একটি বিরাট্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতির মানুষ, যাহারা রুষ সম্রাট্‌দের আজ্ঞাপালক প্রজা ছিল, তাহারাই এখন গণ-রাষ্ট্রের অধীন নাগরিক। এখন হইতে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে, রুষদের রাজারা তাঁহাদের রাজ্য রুষদেশের সীমার বাহিরে বিস্তৃত করিবার নীতি অবলম্বন করেন। রুষদেশের পূর্বে Siberia সিবেরিয়া ও মধ্য-এশিয়ায় ধীরে ধীরে রুষেরা বিভিন্ন জাতির মানুষকে জয় করিয়া, পশ্চিমে Baltic বাল্‌তিক সাগর হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপিত করে। এই সাম্রাজ্য-ই এখন সোভিয়েৎ গণ-রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীতে একটি নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছে।

একসময়ে কিন্তু রুষ জাতি এত বড়ো—সংখ্যায় এত বেশী, শক্তিতে এত প্রবল—ছিল না। এখন নাকি রুষ ভাষা বলে প্রায় ১৬ কোটি লোকে (পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে রুষ-ভাষার স্থান হইতেছে চতুর্থ—প্রথম আসে উত্তর-চীনা, তার পরে ইংরেজী, তারপরে হিন্দী-হিন্দুস্থানী, তার পরে রুষ ভাষা; তার পরে, পর-পর নাম করিতে হয় জর্‌মান, জাপানী, স্পানিশ আর বাঙ্গালার)। এই রুষ ভাষা আজকাল তিনটি বিশেষ বিভাগে পড়ে—Velikorusski ভেলি-কোরুস্কি বা Great Russian বড়ো-রুষ, Malorusski মালোরুস্কি বা Little Russian ছোট-রুষ অথবা Ruthenian রুথেনীয় বা লাল-রুষ, আর Bielorusski ব্যেলোরুস্কি বা White Russian ধলা-রুষ। আট-শ', হাজার বছর আগে এত পার্থক্য ছিল না। তখন ছিল একটিমাত্র রুষ ভাষা, যাহার নাম দেওয়া যায় Starorusski স্তারোরুস্কি অথবা Old Russian পুরানো-রুষ। তখন রুষেরা সংখ্যাতেও এত ছিল না। হিসাব করিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক কবিয়াছেন যে, এখন হইতে তিন-শ' বছর আগে রুষভাষী বা রুষ জাতির মানুষ, সংখ্যায় ৩০ লাখের বেশী ছিল

না। কোথায় তখনকার ৩০ লাখ, আর কোথায় এখনকার ১৬ কোটি! হাজার বছর আগে ইহাদের সংখ্যা আরও কম ছিল। তখন ইহাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল এমন অনেক জাতি, এ যুগে আজকালকার দিনে প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছে—অন্য পাঁচটি বড়ো জাতির সামনে সেই-সব জাতি সংখ্যায় এখন নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যেমন উত্তর মধ্য-এশিয়ার Mongol মোঙ্গোল জাতি—ইহারা এক সময়ে রুষদেশ জয় করিয়াছিল, পরে ইহারাই রুষদের প্রজা হয়, এখন সোভিয়েট্ গণ-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বা মিত্র হইয়া বাস করিতেছে। হাজার বছর পূর্বে সারা রুষদেশ আর Ukraine উক্রাইন্ দেশ জুড়িয়া এবং সিবেরিয়ার মধ্যে ছড়াইয়া, রুষ জাতির প্রসার হয় নাই; তখন রুষেরা কেবল ইউরোপের মধ্যে, পশ্চিম-রুষ এবং দক্ষিণ-রুষ অঞ্চলে, দেশের একটা কোণ মাত্র অধিকার করিয়া বাস করিত।

আমাদের ভারতে প্রাচীন কালে যে আর্য্যভাষী জাতির আগমন হইয়াছিল, রুষ-জাতি হইতেছে তাহাদের জ্ঞাতি। আর্য্যেরা এ-দেশে বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা আনে; সাড়ে-তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভাষার ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফল হইতেছে আমাদের ভারতবর্ষের আধুনিক আর্য্য-ভাষা-সমূহ—বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী, নেপালী, মৈথিলী, ভোজপুরী কোশলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, সিন্ধী, মারাঠী প্রভৃতি। মূল আর্য্য-ভাষার নানা শাখা ছিল। এই-সব শাখার ভাষা,ইউরোপের ও এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে, আর্য্য-ভাষী জাতির মানুষ কর্তৃক স্থাপিত হয়; এবং তাহার ফলে, আজকালকার পৃথিবীর বিভিন্ন আর্য্য-ভাষার উদ্ভব হয়। ইংরেজি, জর্মান, ওলন্দাজ, স্কান্দিনেভিয়ার ভাষাগুলি—এগুলি হইতেছে মূল আর্য্য-ভাষার Teutonic টিউটনিক বা Germanic জর্মানিক শাখার ভাষা। তেমনি প্রাচীন লাতীন, আধুনিক ফরাসী, ইতালীয়, স্পানীয়, রুমানীয় প্রভৃতি—এগুলি Italic ইতালিক-শাখার অন্তর্গত। রুষ-ভাষা যে আর্য্য-শাখার অধীনে আসে, সেটির নাম হইতেছে, Slav

শ্লাব-শাখা। এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, দক্ষিণ- আর পশ্চিম-রুষ দেশে, আর পোল-দেশে, আদি শ্লাব-জাতির মানুষ বাস করিত। এই শ্লাব-জাতির লোকেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—ইহাদের থেকেই রুষ (বড়ো-রুষ-, ছোট-রুষ-, এবং ধলা-রুষ-ভাষী) জাতির উদ্ভব হয়, আর হয় Pole পোলীয়, Czechoslovak (বা Cekhoslovak) চেখোশ্লোবাক, Slovene শ্লোবেন আর Yugoslav য়ুগোশ্লাব-জাতির লোকদের ; এবং তুর্কী-বংশীয় Bulgar বুলগার-জাতির লোকেরা, ইহাদের ভাষা লইয়া, আধুনিক শ্লাব-ভাষী বুলগারীয় জাতিতে পরিণত হয়।

প্রাচীন শ্লাব-জাতির নিজস্ব ধর্ম ও সমাজ-নীতি ছিল, নিজেদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু ইহারা বড়ো দরের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। ইহাদের আর্য্য-ভাষা একটি উচ্চ ভাবের ভাষা ছিল ; সেই ভাষা, উত্তর-কালে, আধুনিক সভ্যতার বিশেষ প্রকাশ-ক্ষেত্র রুষ প্রভৃতি ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুষ-ভাষা বা প্রাচীন শ্লাব-ভাষা আমাদের সংস্কৃতের সঙ্গে খুব মিলে। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক খুঁটিনাটি জিনিস, রুষ-ভাষার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়। আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা শ্লাব-ভাষার আলোচনায় সহায়ক হয়। অনেক সংস্কৃত ও শ্লাব শব্দ ও ধাতু এবং প্রত্যয় প্রায় এক।

রুষেরা নিজেদের প্রাচীন, আদিম ধরণের জীবন-যাত্রা লইয়া পশ্চিম- ও দক্ষিণ-রুষে বাস করিত। ইহারা বিভিন্ন দেবতার পূজা করিত। দেবতাদের মধ্যে বজ্রের দেবতা Perun পেরুন্ ছিলেন সর্ব-প্রধান। পেরুনের বিরাট্ এক কাঠের মূর্তি বানাইয়া ইহারা পূজা করিত, দেবতার সামনে মাঝে-মাঝে নরবলিও দিত। পেরুন্ ছাড়া, আকাশ বা স্বর্গের দেবতা Dazh-bogu দাঝ-বোগু (এই সমস্ত-পদের প্রথম অংশ dazh, সংস্কৃত 'দাহ' বা 'দাঘ' শব্দের শ্লাব প্রতিরূপ—'দাহ' অর্থে সূর্য্যের দ্বারা তপ্ত দিন, তুলনীয় সংস্কৃত 'নিদাঘ'

—এবং দ্বিতীয় অংশ bogu অর্থে 'দেব', সংস্কৃত দেবতা-বাচক 'ভগ' শব্দের শ্লাব প্রতিরূপ), সূর্য্যের দেবতা Khorsu খোর্‌সু, বাতাসের দেবতা Stri-bogu স্ত্রি-বোগু, প্রেম ও বসন্ত-কালের দেবী Lada লাদা, পশু ও গোধনের দেবতা পশুপতি Velesu ৱেলেস্থ বা Volosu ৱোলোস্থ, আগুনের দেবতা Ogonu ওগোনু, এবং অন্যান্য দেবতার ও অপ্সরা প্রভৃতির পূজা করিত। ইহাদের মধ্যে মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার করিবার রীতি ছিল।

রুষ ও অন্য শ্লাব-জাতির মানুষদের সম্বন্ধে খুব প্রাচীন কাল হইতে খবর পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না—ইহাদের পুরোহিতেরা আর বৃদ্ধ চারণ বা ভাটেরা পুরাতন দেবকাহিনী, রাজকাহিনী, বীরগাথা, এই-সমস্ত রক্ষা করিত, রচনা করিত, মুখস্থ করিত। ক্রমে-ক্রমে শ্লাব-জাতির বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে সুসভ্য এবং খ্রীষ্টান গ্রীক-জাতির সংস্পর্শে আসে। তখন গ্রীকদের রাজ্যের ও তাহাদের খ্রীষ্ট-ধর্মাশ্রয়ী সভ্যতার কেন্দ্র ছিল Constantinople কন্‌স্তান্তিনোপল বা Byzantion বিজান্তিওন নগরী। এই বিজান্তিওন নগরীর ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন শ্লাব-জাতির অর্ধ-বর্বর লোকেরা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া এই নগরী জয় করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারা বার-বার সুসভ্য গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়। শেষে গ্রীক সংস্পর্শের ফলে, ধীরে-ধীরে তাহারা গ্রীকদের অনুষ্ঠিত খ্রীষ্টান ধর্মও গ্রহণ করে। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্লাব বুলগার-ভাষীরা খ্রীষ্টান হয়; দুইজন গ্রীক ধর্ম-প্রচারক Cyril বা Kyrillos ও Methodios কিরিল্লোস্‌ ও মেথোদিয়স্‌, ইহারা ছিলেন দুই ভাই, শ্লাব-ভাষায় খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ করেন (৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এইরূপে শ্লাব-ভাষাতে প্রথম লিখিত সাহিত্যের পত্তন হইল। খ্রীষ্টীয় ৯৮৮ সালে রুষদের রাজা Vladimir ৱ্লাদিমীর খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন, ও তাঁহার প্রজারা রাজার দেখাদেখি তাহাদের পুরাতন সহজাত শ্লাব-ধর্ম বর্জন করে। Kiev কিয়েভ-

নগর ছিল তাঁহার রাজধানী—কিয়েভ এই নূতন খ্রীষ্টান ভাবে অনুপ্রাণিত রুষ-জাতির প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক-খ্রীষ্টান ধর্ম লইয়া রুষ-জাতি তাহার ইতিহাসের নবীন অধ্যায়ের পত্তন করিল।

খ্রীষ্টান রুষদের সমক্ষে এক অতি প্রবল শত্রু দেখা দিল পূর্ব হইতে—সিবেরিয়ার ও মধ্য-এশিয়ার যাযাবর মোঙ্গোল বা তাতার-জাতির লোক। ইহারা সংখ্যায় তখন ছিল বিপুল; পূর্ব-রুষ অঞ্চল ইহারা পুরাপুরি দখল করে। পশ্চিম- ও দক্ষিণ-রুষে ইহারা আসিয়া লুঠপাট করিত, অকথ্য অত্যাচার করিত, লোকজনকে দাস করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত। রুষদের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া একতা বা সংহতি-শক্তির অভাব ছিল—তাহারা বর্বর তাতারদের প্রতিরোধ করিতে পারিত না। তাহাদের দুর্দশার একশেষ হইত। রুষ-জাতির মধ্যে তখন শক্তিশালী সংঘ-বদ্ধ রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। রুষ Boyar বোইয়ার বা সামন্ত-রাজারা স্ব স্ব মতে চলিতেন, কিয়েভ-এর রুষ রাজার আদেশ-মতো সকলে দেশ-রক্ষায় বা অন্য কাজে সহযোগিতা করিতেন না। বার-বার পরাস্ত হইয়াও রুষদের চৈতন্য হয় নাই। অনেক সময়ে নিজ নিজ এলাকা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত-ভাবে বোইয়ারদের লড়িতে হইত। তাহাতে তাহাদের পরাজয় ঘটিয়া রুষ-জাতিরও শক্তি-ক্ষয় হইত। রুষদেশে এই অবস্থা ষোলোর শতক পর্য্যন্ত থাকে; তাহার পরে তাহারা তাতার যাযাবর শত্রুর নিয়মিত আক্রমণ হইতে এবং তাহাদের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

খ্রীষ্টীয় ১১০০ সালের কিছু পর হইতেই, Polovitsy পোলোভিৎসী নামে একটি তাতার-উপজাতি রুষ-দেশ আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত দেশকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে। কখনও-কখনও রুষ-সামন্ত-রাজাদের কেহ-কেহ স্বদেশের ও স্বজাতির শত্রু এই বর্বরদের সঙ্গে যোগ দিত। ১১৭২ সালে Koncak কোঞ্চাক

নামে একজন বর্বর পোলোভিৎসী-নেতার আগমনে ইহারা জোর পাইয়া আরও প্রবলভাবে আক্রমণ চালায়। ১১৮৫ সালে উত্তর-পশ্চিম রুষদেশের একজন বোইয়ার, ইঁহার নাম ছিল Igor ইগোর, ইনি স্বীয় ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রের সঙ্গে নিজ দল-বল লইয়া কোঞ্চাকের অধীনস্থ পোলোভিৎসীদিগকে আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে রুষদের জয় হয়, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে পোলোভিৎসীরা রুষদের হারাইয়া দেয়, এবং ইগোর ও তাঁহার এক পুত্র উহাদের হাতে বন্দী হন। ইতিমধ্যে কিয়েভ-এর রুষ-মহারাজা Svyatoslav স্বিয়াতোশ্লাব, ইনি ছিলেন ইগোরের জেঠুতা-ভাই, পোলোভিৎসীদের পরাজিত করেন। তখন ইগোর কোনও ক্রমে ঘোড়ায় চড়িয়া পোলোভিৎসীদের নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ইগোরের বন্দী পুত্র তখন শত্রুর হাতেই রহিয়া যায়। পরে তাহার মুক্তিলাভ ঘটে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় ১১৮৮ সালে একজন অজ্ঞাতনামা রুষ-কবি, রুষ-ভাষায় একটি ক্ষুদ্র আকারের বীরগাথা-মূলক কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির নাম হইতেছে Slovo O Polku Igorevye অর্থাৎ "ইগোরের দলের (বা সেনার, অথবা অভিযানের) বিষয়ে কথা"। অল্প আকারের মাত্র ৭৭০ ছত্রের বই এখানি। কিন্তু নানা কারণে এই ক্ষুদ্র বইখানিকে, বিরাট্ রুষ-জাতি তাহার জাতীয় মহাকাব্য-রূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। আমাদের রামায়ণ মহাভারত, ঈরানের Shah-namah শাহ্‌নামা, প্রাচীন গ্রীসের Iliad ইলিয়াদ্ ও Odusseia ওছুস্‌সেইআ বা অডিসি, ফিনদেশের Kalevala কালেভালা প্রভৃতি বিরাট্ বিশাল মহাকাব্য-গুলির পাশে, আকারে এই বই নগণ্য। কিন্তু অনুরূপ আর কিছু না পাওয়ায়, এবং নানা বিষয়ে এই বইখানি লক্ষণীয় হওয়ায়, Narodnyi Epos বা National Epic অর্থাৎ জাতীয় মহাকাব্যের মর্য্যাদা এই বই লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন কালে রুষ-সাহিত্য ছিল দুই প্রকারের—এক, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অলিখিত মৌখিক গান, গাথা ও রূপকথার সাহিত্য; আর দুই, পণ্ডিতের লেখা গ্রীক ও খ্রীষ্টানী বিদ্যার শাস্ত্র—ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা প্রভৃতি। প্রথম শ্রেণীর মৌখিক সাহিত্য প্রধানতঃ পাওয়া যায় Bylina ব্যলিনা বা বীর-গাথা রূপে, এবং Skazki স্কাজ্ কি বা রূপকথা রূপে; বিগত খ্রীষ্টীয় উনিশের শতকের প্রারম্ভ হইতে এগুলির সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। "ইগোরের দলের বিষয়ে কথা" বইখানি একাধারে জনগণের হৃদয় হইতে উত্থিত লৌকিক ব্যলিনা, এবং পণ্ডিতী রচনা। প্রাচীন খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের শ্লাব-জাতির বীরগাথা-রচনার ধারার অনেক-কিছু ইহার মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া আছে; আবার সঙ্গে-সঙ্গে খ্রীষ্টানী ভাবের কথাও অনেক-কিছু আছে।

বইখানির ইতিহাস একটু কৌতুককর। এই বইয়ের আধার, ঐতিহাসিক ঘটনাটি, প্রাচীন রুষ-ইতিহাসে খুঁটিনাটির সহিত লিপিবদ্ধ আছে। লোকে ইতিহাস পড়িত, কিন্তু কাব্যটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কাব্যটি কি করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়া পড়ে। ইহার একটি-মাত্র হাতে-লেখা পুঁথি বহুকাল ধরিয়া এক রুষ-খ্রীষ্টান-ধর্ম-বিহারের পুঁথিশালার এক কোণে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে Count Musin Pushkin মুসিন-পুশ্ কিন নামে একজন রুষ-প্রত্নবিৎ ও ঐতিহাসিক বইখানিকে বিহার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনেন; আর দুইজন পণ্ডিতের সহায়তায় তিনি ইহার সম্পাদন করিয়া ১৮০০ সালে বইখানি প্রকাশিত করেন। ১৮১২ সালে মস্কো শহরে মুসিন-পুশ্ কিনের বাড়িতে আগুন লাগিয়া মূল পুঁথিখানি ও ছাপা বইয়ের প্রায় সব প্রতিগুলি পুড়িয়া যায়। খান-কয়েক মুদ্রিত পুস্তক বাহিরে আসিয়া গিয়াছিল, তাহার জন্যই বইখানি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। পরে রুষদেশের বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী Katherine কাথেরীনের জন্য অনুলিখিত এই পুঁথির একখানি নকল আবিষ্কৃত হয়। সেই নকলের সঙ্গে মুদ্রিত পুস্তকের কিছু-কিছু

পাঠান্তর আছে দেখা যায়। মুদ্রিত পুস্তক, আর এই নকল, এই দুইটিকে অবলম্বন করিয়া এই বইয়ের আলোচনা চলিতেছে।

এই বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রুষ-জাতির পণ্ডিতেরা ভারী খুশী হন। তাঁহাদের সাহিত্যের আদি-যুগের এক সত্যকার কাব্য মিলিল বলিয়া,পণ্ডিতদের মধ্যে ইহার খুব-ই চর্চা হয়। একদল পণ্ডিত এই বইখানিকে সত্যকার প্রাচীন যুগের কাব্য বলিয়া মানিয়া লন, আবার বিরোধী মতের আর একদল পণ্ডিত এই বইকে আধুনিক কালের বা জাল বই বলিয়া ইহার কোনও মূল্য দিতে চাহেন না। কিন্তু সংপ্রতি রুষদেশে জাতীয় ভাবের পুনরুদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে, নূতন করিয়া এই বইয়ের সম্বন্ধে রুষ-জাতির পণ্ডিত ও সাধারণ লোকেরাও সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এবং এখন ইহার সম্বন্ধে গর্ব-ভাব প্রদর্শন করিতেছে।

"ইগোরের দলের কথা"র বিষয়-বস্তু ও কাব্য-শক্তি লইয়া এইবার আলোচনা করা যাক্। ইংলণ্ডে ১৯১৫ সালে এই বইয়ের একটি সুন্দর সংস্করণ Leonard A. Magnus লেওনার্ড মাগ্‌নস্ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল—এই সংস্করণের একদিকে আছে মূল রুষ, ও অন্যদিকে ইংরেজী অনুবাদ। এই সুন্দর সংস্করণের সাহায্যে ইংরেজী-পাঠক এই কাব্যের সঙ্গে পরিচয় করিতে সমর্থ হইবেন।

* * *

কবি কাব্যের প্রারম্ভে বলিতেছেন, তিনি ইগোরের সেনার শ্রমের কথা বলিবেন—আধুনিক কালের গাথার ধরণে বলিবেন, না পশুপতি Velesu বেলেস্থ-দেবের পৌত্র, দিব্যভাব-যুক্ত প্রাচীন কালের কবি Boyan বোইয়ান যে-ভাবে গাথা রচনা করিতেন,সেই-ভাবে বলিবেন? "জ্ঞানী বোইয়ান যখন মনুষ্যের জন্য গান রচনা করিতেন, তাঁহার চিন্তায় তিনি গাছের মধ্যে বিচরণ করিতেন, মাটিতে নেক্‌ড়ের মতো ছুটিতেন, মেঘের কোলে ধূসর ঈগলের মতো তিনি উড়িতেন। তিনি প্রাচীন কালের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা স্মরণে আনিতেন।" ইহা ভিন্ন,

"তাঁহার জাতুকরের অঙ্গুলি চালনা করিতেন বীণার জীয়ন্ত তারের মধ্যে, এবং বীণার তার তখন রাজাদের প্রশংসায় ঝংকৃত হইয়া উঠিত।"

এইভাবে প্রাচীন কবির উদ্দেশে সপ্রণাম মঙ্গলাচরণে কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে।

ইগোর নিজের Druzhia দ্রুঝিনা বা দেহরক্ষী সৈন্য ও দলবল লইয়া তাতার-শক্রর বিপক্ষে লড়াইয়ে চলিয়াছেন। যাইবার সময়ে সূর্য্য-গ্রহণ হইল। এই অলক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া ইগোর নিজের সেনাদলকে উৎসাহিত করিলেন—শক্রর হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে মরা ভালো। পোলোভিৎসীদের দেশের সুদূর প্রত্যন্তে গিয়া তিনি মাটিতে তাঁহার বর্ষা পুতিবেন—Don ডন-নদী, যাহার তীরে পোলোভিৎসীদের বাস, সেই নদী হইতে তিনি নিজের মাথার লোহার টোপর বা শিরস্ত্রাণে করিয়া জল লইয়া পান করিবেন। রুষ-দেশ রক্ষার জন্য তিনি বিজয়-যাত্রা করিতেছেন।

ইগোরের বড়ো ভাই Vsevolod ব্‌সেবোলোদ্ তাঁহার নিজের দল লইয়া আসিয়া দেখা দিলেন—"তাঁহার যোদ্ধারা রণভেরীর ধ্বনির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। ধূসর নেক্‌ড়ের মতন তাহারা দৌড়াইতে-দৌড়াইতে যুদ্ধোন্মুখ হইয়া আসে।" কিন্তু ইগোরের যাত্রার সময়ে নানা দুর্দৈব দেখা দিল—"সূর্য্য আঁধারে ঢাকা পড়িল, রজনী যেন যন্ত্রণায় গোঙ্গাইতে লাগিল, পাখীদের ভীত করিয়া জাগাইয়া দিল।" অপদেবতারা চারিদিক হইতে উৎপাতের সূচনা করিতে লাগিল। কিন্তু ইগোর এ-সমস্ত না মানিয়া শক্রর দেশে আরও আগাইয়া চলিলেন।

"যুদ্ধের দিন ভোরে সব আলো হইল, কোয়াসা মাঠ হইতে সরিয়া গেল; রাত্রের পাখী বুলবুলের গান থামিয়া গেল, কাকের ডাক আরম্ভ হইল। রুষ-সেনা তাহাদের লাল রঙ্গে রাঙ্গানো ঢাল লইয়া যুদ্ধে নামিল। পোলোভিৎসীদের পরাজয় ঘটিল, মাঠে বাণের মতো তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের সুন্দরী কন্যারা, তাহাদের সোনা, কাপড়-চোপড়, দামী চামড়ার পোষাক, রুষদের হস্তগত হইল। মাঠের

কাদার উপরে সেই-সব কাপড় ও চামড়া পাতিয়া রুষ-সেনা বসিয়া বিশ্রাম করিল। ইগোর একটি লাল রঙ্গের ঝাণ্ডা, সাদা রঙ্গের নিশান, টুপীর লাল পালখ, এবং বল্লম পাইলেন।”

কিন্তু তার পরের দিন পোলোভিৎসীদের আর-একজন নেতা Gzak গ্‌জাক, ধূসর নেকড়ের মতো ছুটিয়া আসিতে লাগিল, কোঞ্চাক তাহার পিছনে-পিছনে ঘোড়া ছুটাইয়া বিশাল ডন্‌-নদীর দিকে চলিল। “এই দ্বিতীয় দিনে, খুব ভোরে রক্তমাখা উষার আলোয় দিনের প্রকাশ হইল; সাগর হইতে কালো কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল, এই মেঘ এমন কি চারিটি সূর্য্যের আলোক ঢাকিয়া দিতে চায়; ইহাদের মধ্যে নীল বিদ্যুতের শিখা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ইহা হইতে ভীষণ বজ্র-পাত হইবে, বিশাল ডন্‌-নদী হইতে বাণের বর্ষা-পাত হইবে। সমস্ত বল্লম ভাঙ্গিয়া চূর হইয়া যাইবে, পোলোভিৎসীদের মাথার লোহার টুপীতে লাগিয়া তলওয়ার সব ভোঁতা হইয়া যাইবে—মহতী ডন্‌-নদীর কাছে, Kayala কায়ালা নদীর তীরে।”

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে, “পবনদেব Stribogu স্ত্রিবোগু-র বংশের নানা বায়ু, সমুদ্র হইতে তীরের মতন আসিয়া ইগোরের দলের সাহসী বীরদের গায়ে উড়িয়া পড়িতে লাগিল; পৃথিবী যেন বিলাপ করিতে লাগিল; নদীর জল ঘোলা হইল; ধূলায় মাঠ ভরিয়া গেল; নিশান-গুলিতে ফর-ফর শব্দ হইতে লাগিল।” দক্ষিণের সাগর এবং ডন্‌-নদীর তীর হইতে পোলোভিৎসীরা আসিয়া আক্রমণ করিল—রুষ-সেনা পিছু হঠিতে লাগিল।

কবি তার পরে ইগোরের ভ্রাতার বীরত্বের এবং পরাভবের কথা বলিয়াছেন: “ভীষণ বৃষ Vsevolod ব্‌সেভোলোদ্‌, তুমি লড়াইয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, সেনাদলের মধ্যে তোমার বাণের সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছ, তাহাদের মাথার টোপর বা শিরস্ত্রাণের উপর তোমার ইস্পাতের তলওয়ার খন্‌-খন্‌ করিয়া মারিতেছ। সোনার-টোপর পরিয়া ঝকমক্‌ করিতে-করিতে, হে বৃষ! যেখানে তুমি

ঝাঁপ দিয়া পড়িলে, সেখানে বিধর্মী পোলোভিৎসীর মাথা গড়াগড়ি গেল, শাণিত অসির দ্বারা তাহাদের Avar আরার-দেশীয় শিরস্ত্রাণ বিদীর্ণ হইল—তোমার হাতেই, হে বৃষ র্‌সেরোলোদ্‌! শত্রুদের গায়ের অস্ত্র-লেখায় কিন্তু তুমি বিহ্বল হইয়া পড়িলে, তোমার সম্মান ও জীবনের কথা ভুলিলে, Cernigov চের্‌নিগভ্‌ শহর ও তোমার পিতার সোনার সিংহাসনের কথা, তোমার প্রিয়া পত্নী সুন্দরী Glebovna গ্লেব-কন্যা Olga ওল্‌গার ধরণ-ধারণ চলন-বলন সব ভুলিলে!"

পুরাকালে রুষ-বীরেরা তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, কবি এইখানে তাঁহার কবির ভাষায় তাহার কিছু-কিছুর পুনরুল্লেখ করিয়াছেন; এবং Dazh-bogu বা জ্যোতির্ময় নিদাঘ-দেবের পুত্র রুষেরা যে গৃহযুদ্ধে নিজেদের সর্বনাশ করিতেছে, তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

পোলোভিৎসীদের সঙ্গে এইবার ইগোরের দলের তিন-দিন-ব্যাপী যুদ্ধ হইল। "ভোর সকাল থেকে সাঁঝ পর্য্যন্ত, সাঁঝ থেকে দিনের আলো পর্য্যন্ত, শাণ-দেওয়া লোহার বাণ ছুটিতে লাগিল, লোহার টুপীর উপরে বাজ-পড়ার মতন তলওয়ার পড়িতে লাগিল, বিদেশে পোলোভিৎসীদের রাজ্যে (রুষদের) বল্লম ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।"

"কালো মাটিতে ঘোড়ার খুরের তলায় যেন হাড়ের ফসল বোনা হইল, জলের বদলে রক্ত ঢালা হইল—রুষ মাটির দুঃখ-রূপে এই-সব প্রকাশিত হইল।"

"ওটা কিসের আওয়াজ, ঠিক যেন বাজ-পড়ার মতন, এই মাত্র উষার আবির্ভাবের পূর্বেই শোনা গেল? ইগোর নিজের দল লইয়া পিছু হঠিতেছে, ভাইকে রক্ষা করিবার জন্য—ভাইয়ের প্রতি টানে।"

কায়ালা নদীর তীরে দুই ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। "সেখানে সাহসী রুষেরা, বিবাহের ভোজে নিমন্ত্রিতদের যেমন সুরাপান করানো হয়, তেমনি নিজেদের রক্ত দিয়া শত্রুর অভ্যর্থনা করিল; কিন্তু ভোজ শেষ হইল, আর রক্ত নাই—বীরেরা রুষ-ভূমির রক্ষায় ভূপাতিত হইলেন। মাটির ঘাস দুঃখে যেন নুইয়া পড়িল, বেদনাভরে গাছ যেন ঝুঁকিয়া পড়িল।"

কবি আবার রুষদের মধ্যে আত্মকলহের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। "ভাই ভাইকে বলিল—'এটা আমার, ওটাও আমার'। ইহারা অকিঞ্চিৎকর জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখিতে লাগিয়াছে। নিজেরা কেবল ঝগড়া করিতেছে; ফলে, বিধর্মী বর্বর, বিজয়ের সঙ্গে চারিদিক্ হইতে রুষ-দেশকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বাজ-পাখী ছোট পাখীদের তাড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে; ইগোরের সাহসী সেনারা আর জাগিয়া উঠিবে না!"

"রুষ দেশের মেয়েরা কাঁদিতেছে—'আর আমরা আমাদের প্রিয়জনের বিষয় চিন্তা করিতে পারিব না, আর আমরা পরামর্শ দিয়া তাহাদের বুঝাইতে পারিব না! আর আমরা নিজেদের চোখে তাহাদের আনীত সোনা-রূপা দেখিতে ও সংগ্রহ করিতে পারিব না!' "

ইগোরের এই পরাজয়ে কবি বলিতেছেন, রুষদের সমূহ ক্ষতি হইল, "বিদেশী বণিক্ যাহারা রাজধানী কিয়েভ্-এ ব্যবসায় করিতে আসিয়াছে, জর্মান ও Wend রেন্দ্-জাতির মানুষ, গ্রীক আর মোরাভীয় বা চেখ্-জাতির মানুষ, তাহারা সুবুদ্ধির জন্য রাজা স্বিয়াতোশ্লারেরই জয়গান করিতেছে—ইগোরের নিন্দা করিতেছে; কারণ ইগোর তাঁহার প্রচুর সেনাকে কায়ালা নদীর গর্ভে ও Polovsk পোলোভ্স্ক্ নদীর গর্ভে ধ্বংস করাইলেন, নদী-গর্ভ রুষ সৈনিকে ভরিয়া দিলেন।"

"ঐ নদীর তীরে ইগোর তাঁহার সোনার জিন হইতে অবতরণ করিয়া গোলামের জিনে আরোহণ করিলেন।"

এদিকে রাজা স্বিয়াতোশ্লাব দুঃস্বপ্ন দেখিলেন—যেন তাঁহার পালঙ্কের বিছানা-ঢাকা চাদর কালো রঙ্গের হইয়াছে, ধূলা-বালির সঙ্গে মিশাইয়া নীল সুরা তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে—বর্বর যাযাবরদের শূন্য তূণ হইতে বহুমূল্য মুক্তার দানা যেন তাঁহার কোলে ছড়াইয়া দিয়া কেহ তাঁহাকে খুশী করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজার সভাসদেরা এই-সমস্ত দুঃস্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, ইগোর শত্রু-হস্তে বন্দী হইয়াছেন। "ইগোরকে আর তাঁহার পুত্রকে দুইটি ডানা-কাটা বাজ-পাখীর মতো হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, ইগোরকে লোহার শিকল পরানো হইয়াছে।"

পোলোভিৎসীরা এইবার আবার পূরা দমে রুষদের দেশ আক্রমণ করিল। "এক পাল চীতাবাঘের মতো পোলোভিৎসীরা রুষ-দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।" "নীল সাগরের তীরে, (পোলোভিৎসীদের দেশে বর্বর) গথেদের সুন্দরী কুমারীরা, রুষদের কাছ হইতে পাওয়া সোনার টুংটাং শব্দের সঙ্গে গান করিল।"

রাজা স্বিয়াতোশ্লাব তাঁহার zlato slove অর্থাৎ "সোনার কথা" কহিয়া, তাঁহার খুড়ুতা ভাই ইগোর ও তদ্‌ভ্রাতার জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। রুষ-বীরেরা যে সাহসের সঙ্গে এই কথা বলিয়া তাতারদের বিরুদ্ধে দেশ-রক্ষার জন্য লড়িতে যাইতেছিল, তাহার উল্লেখ করিলেন —"এস, আমরা পুরুষের মতো আমাদের কর্তব্য পালন করি; প্রাচীনের গৌরব লুঠ করিয়া লই—যে গৌরব ভবিষ্যতে আসিবে, তাহাও ভাগ করিয়া লই।"

এইখানে কবি বিভিন্ন পরাক্রান্ত রুষ বোইয়ার বা সামন্ত-রাজাদের নাম ধরিয়া আহ্বান করিয়া দেশ-রক্ষার জন্য, একতার জন্য আবেদন করিতেছেন। হঠকারিতা করিয়া পূর্বাপর না ভাবিয়া যখন রুষ-

সামন্তেরা শত্রুদের আক্রমণ করেন, তখনই তাঁহাদের বিপদ্ ঘটে,—পুরাতন ইতিহাসের নজীর তুলিয়া তিনি দেখাইতেছেন। কাব্যটির এই অংশ (৪৫৩—৬২০ ছত্র) নানা ঐতিহাসিক-কথার কাব্যময় আলোচনায় উপভোগ্য। বিভিন্ন রাজা ও সামন্ত যে-সমস্ত বীরত্ব বা মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, যে-সমস্ত দৌর্বল্যও প্রকাশ করিয়াছেন, কবি তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই অংশের অনেক ছত্র কাব্য-রসে ভরপূর। কিন্তু কাব্যের মূল আখ্যানের বাহিরের বস্তু বলিয়া, সেই-সবের অনুবাদ এখানে দেওয়া হইল না। প্রাচীন শ্লাব জ্ঞানী বা ঋষি বোইয়ানের একটা pripyevku বা "ভাবময় ধুয়া" কবি উদ্ধার করিরা দিয়াছেন—"চতুর অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, গাছের পাখী, বা গাথার কবি—ইহারা কেহ-ই ঈশ্বরের ন্যায়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না।"

ইহার পরে এই কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাব্যময় ও প্রীতিকর অংশ আছে—ইগোরের পত্নী Yevfrosina Yaroslavna য়েব্‌রফ্রোসিনা য়ারোশ্লাব্‌না, অর্থাৎ য়ারোশ্লাব-কন্যা য়েব্‌রফ্রোসিনা (নামটি মূলে গ্রীক-ভাষার, Euphrosyna নামের বিকার), তাঁহার বন্দী স্বামী ইগোরের কথা ভাবিতেছেন, এবং বায়ু, নদী বা জল, আর সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া, স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

"অজানা দেশের কোকিলের মতো, য়ারোশ্লাব্‌না প্রত্যূষে মনের বেদনা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—আমি দানুব-নদীর তীর দিয়া কোকিলের মতো উড়িয়া যাইব; কায়ালা নদীতে বভ্রু বা উদ্‌বিড়ালের চামড়ায় তৈয়ারী আমার জামার আস্তিন ভিজাইব, রাজার আঘাত-প্রাপ্ত দেহের রক্তাক্ত ক্ষতগুলি মুছিয়া দিব।"

"য়ারোশ্লাব্‌না প্রত্যূষে Putivl পুতিভ্‌লের প্রাসাদ-প্রাচীরে বসিয়া এই বলিয়া রোদন করিতেছেন—বায়ু, প্রিয় বায়ুটি আমার, হে গোষ্পতি (গোসাঁই বা প্রভু), কেন তুমি এত নিষ্ঠুর শক্তির সঙ্গে

বহিতেছ? তোমার অশ্রান্ত পক্ষ দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক বাণ কেন তুমি আমার প্রিয়ের সেনাদলের উপরে নিক্ষেপ করিতেছ? তুমি নীল সাগরে জাহাজগুলিকে দোল খাওয়াও, মেঘের তলায় দুঃখ-বিস্তার তোমার কাছে কিছু-ই নয়; প্রভু, কেন তুমি (রণ-ক্ষেত্রের) কাশ-ফুলের উপর দিয়া আমার আনন্দকে এইভাবে ভাসাইয়া দিতেছ?"

"য়ারোশ্লাব্‌না প্রত্যূষে পুতিভ্‌লের প্রাসাদ-প্রাচীরে বসিয়া রোদন করিতেছেন—হে Slovutic Dnyepr শ্লোবুতিচ্‌ দ্‌নেপর নদী, পোলোভিৎসীদের দেশে তুমি পাথরের পাহাড় ভেদ করিয়াছ, (তাতার সেনাপতি) Kobyak কোব্যাক্‌-এর সেনা পর্য্যন্ত তুমি স্বিয়াতোশ্লাবের নৌকাকে দুলাইয়া পহুঁছাইয়া দিয়াছ; আমার প্রিয়কেও তুমি দোল দিয়া আমার কাছে পহুঁছাইয়া দাও। হায়, দূরে সাগরের ওপারে তাঁহার উদ্দেশে আমার চোখের জল যদি ফেলিতে না হইত!"

"য়ারোশ্লাব্‌না প্রত্যূষে জলের ধারে পুতিভ্‌লের প্রাসাদ-প্রাচীরে বসিয়া এই বলিয়া রোদন করিতেছেন—শ্বেত (উজ্জ্বল বা পবিত্র), ত্রি-শ্বেত সূর্য্য! বিশ্বের কাছে তুমি তাপল (অর্থাৎ সুখময় তাপযুক্ত) ও সুন্দর হও; হে গোস্পতি (গোসাঁই বা প্রভু), কেন তুমি আমার প্রিয়ের যোদ্ধাদের উপর স্বীয় দহনশীল রুচি (বা কিরণ) প্রস্তার (অর্থাৎ বিস্তার) করিতেছ?*

* প্রাচীন রুষ ভাষার একটু নমুনা দিবার জন্য, এবং সংস্কৃত-ভাষার সহিত সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য, এই শ্লাব সূর্য্যোপস্থান বা সূর্য্যের আবাহনের প্রথম চারিটি ছত্র রোমান অক্ষরে দিতেছি (c = চ)—

Svyetloe i tre-svyoloe solntse !
Vsyemu teplo i krasno esi !
Cemu, gospodine, prostre
goryacyuyu svoyu lucu na ladye voi ? ! (ছত্র ৬৫৬-৬৫৯)

[প্রথম দুই ছত্রের সংস্কৃত প্রতিরূপ—
"শ্বেতলঃ আৎ ত্রি-শ্বেতলঃ সূর্য্যক!
বিশ্বেভ্যঃ তাপলঃ আৎ শ্লক্ষ্ণঃ অসি।"]



ইগোর-পত্নী য়ারোস্লাভ্‌নার প্রার্থনা

"তৃষ্ণা দিয়া জলহীন প্রান্তরে তুমি তাহাদের ধনুক সোজা করিয়া দিয়াছ (অর্থাৎ ছিলা দিয়া ধনুক জুড়িয়া বাঁকা করিয়া রাখিবার শক্তি তাহাদের আর নাই), তাহাদের বাণের তূণ বিপদের দ্বারা ভরাট করিয়া দিয়াছ।"

এই তিনটি প্রার্থনাতে আর্য্য শ্লাব-বংশীয় রুষ-জাতির মধ্যে প্রচলিত, প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ধর্মের অনুরূপ ধর্মের মন্ত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে—এগুলিতে যেন বৈদিক ঋক্‌মন্ত্রের রুষ প্রতিধ্বনি মিলিতেছে। দূর দেশে আহত ও বন্দী স্বামীর জন্য স্ত্রীর আকুল আশঙ্কাও ইহাতে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। যেন এই কাতর প্রার্থনার উত্তরেই প্রকৃতির মধ্যে নিহিত দেবশক্তি ইগোরের উদ্ধারের ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন।

ইগোরকে সামন্ত-রাজ জানিয়া তাতার-পোলোভিৎসীরা নিজেদের দেশে ধরিয়া আনিয়া, বিশেষ সম্মানের সঙ্গেই রাখিয়াছিল। তাঁহাকে ইচ্ছামতো চলিতে ফিরিতে, এমন কি ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতেও দিত, তাঁহার জন্য অনুচর রাখিয়াছিল। Ovlur ওভ্‌লুর বা Vlur ভ্‌লুর নামে এই অনুচরদের একজনের সাহায্যে ইগোর পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। লুকাইয়া আসিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না—কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রাজা স্বিয়াতোশ্লাবের হাতে পোলোভিৎসীদের পরাজয় ঘটিয়াছে, তখন, তাহারা হয়-তো এই পরাজয়ের কলঙ্ক মুছিয়া দিবার জন্য তাহাদের নিরুপায় বন্দীদের প্রাণে মারিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি ওভ্‌লুরের আনীত ঘোড়ায় চড়িয়া, ওভ্‌লুরকে সঙ্গে লইয়া, স্বদেশের উদ্দেশে পলায়ন করিলেন। কতক পথ তাঁহাকে ঘোড়া-সমেত নদীতে সাঁতরাইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই পলায়ন-কথাও সুন্দর সরল আদিম-গন্ধী কবিতার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যাত্রাপথে, নদী ও অন্য প্রাকৃতিক

আবেষ্টনীর কাছে ইগোর সহায়তা চাহিতেছেন—Donets দোনেৎস্-নদী তাঁহার সহায় হইলেন।

ওদিকে ইগোরের পলায়নের সংবাদ পাইয়া পোলোভিৎসী-নেতা Gzak গ্‌জাক ও Koncak কোঞ্চাক দলবল লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু ইগোরকে ধরা গেল না। দুই তাতার-সর্দার তখন আপসে বলিতে লাগিল—"বাজ পালাইয়াছে, বাজের বাচ্ছা (ইগোরের পুত্র) রহিয়াছে—তাহাকে সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়া আমরা চিরতরে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিব।" কোঞ্চাকের কথায় গ্‌জাক কিন্তু বলিল—"তাহা হইলে বাজের বাচ্ছা শৃঙ্খলের সহিতই উড়িয়া যাইবে; অন্য বাজও পোলোভ্‌স্ক্‌-এর রণক্ষেত্রে আমাদের আক্রমণ করিবে।"

ইগোর নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

"আকাশে সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে। রাজা ইগোর রুষ-ভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। (ইগোরের শ্বশুরালয় গালিসিয়া দেশে দুনা বা) দানূবের তীরে কন্যারা গান করিতেছে; তাহাদের কণ্ঠস্বর মিলিয়া জলের উপর দিয়া কিয়েভ-নগরে আসিতেছে। ইগোর Boricev বোরিচেভ্‌-গিরিতে Pirogosc পিরোগোশ্চ্‌-এর গির্জাতে পবিত্র দেবমাতার (যীশুর মাতা মারিয়ার) পূজার জন্য যাইতেছেন। দেশ-সমূহ সুখী, নগরে নগরে আনন্দ; প্রাচীন রাজাদের গুণগান করিতেছে; ইহার পরে যুবক-যুবতীরাও গান গাহিবে।"

"জয়, হে স্বিয়াতোশ্লাব-পুত্র ইগোর, সাহসী বৃষ (ইগোরের ভ্রাতা) র্‌সেরোলোদ্‌, এবং ইগোর-পুত্র ব্লাদিমীর! রাজারা শ্রীযুক্ত হইতেছেন, খ্রীষ্টান (রুষ)-দের পক্ষে Druzhina দ্রুঝিনা বা বীর যোদ্ধারা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন।"

Knyazemu Slava. a Druzhinyu Khv́ala! Amin!

"রাজাদের জয়, আর যোদ্ধাদের সুনাম হোক! তথাস্তু॥"

"ইগোরের দলের বিষয়ে কথা" এই ভাবে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই কাব্য বহুদিন ধরিয়া কেবল রুষ-দেশের গৌরব সম্বন্ধে রুষ-জাতীয়তা-বাদী ও শ্লাব-গৌরব-সম্বন্ধে সচেতন পণ্ডিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বিগত রুষ-বিপ্লবের ফলে, ১৯১৮ সালের পরে যখন রুষ জন-সাধারণ, দেশের অত্যাচারী জমীদারের ও সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল ও রুষ-সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করিয়া তাহার স্থানে সোভিয়েট্ গণতন্ত্র স্থাপন করিল, তখন রুষ বা শ্লাব-জাতীয়তার কথা লোকে ভুলিয়া গেল—রাজা ও সামন্ত-বর্গ ও তাহাদের সম্বন্ধে কথা ও কাহিনী, তাহাদের গৌরব গান করা বা তাহাদের কথা লইয়া মাতামাতি করা, তখন লোকের কাছে সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সামন্তরাজ বা বোইয়ারদের কথা লইয়া, প্রাচীন কালের রুষদের বিশেষ গৌরবের কথা লইয়া রচিত এই কাব্যের চর্চা কমিয়া গেল—রুষ লোকে এই বই যেন ভুলিয়াই গেল। কিন্তু রুষ-দেশে আবার জাতীয়-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন ভাব দেখা যাইতেছে—পূর্ব-পুরুষের গৌরবময় আবেদনের কথা আবার রুষ-ভাষী জাতির প্রাণের অনুভূতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিতেছে। ইহার ফলে, রুষ-ভাষী জনগণ এখন এই কাব্য লইয়া নূতন করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। রুষদের মধ্যে আজকাল চারিদিকে ছেলেদের "ইগোর" নাম দিবার একটা রেওয়াজ আসিয়া গিয়াছে। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য-রচনার ৭৫০-বর্ষীয় জয়ন্তী-উৎসব খুব ঘটার সঙ্গে ১৯৩৮ সালের মে মাসে, সোভিয়েট্ রুষদেশে করা হয়। তখন এই বইয়ের এক সুন্দর সংস্করণ, রুষ-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়; এই বইয়ের অক্ষর প্রাচীন ছাঁদের রুষ পুঁথির অক্ষরের মতো; এবং Ivan Golikov ইভান গোলিকভ্ নামে এক রুষ চিত্রকর, কাঠের উপরে প্রাচীন কালে Palekh "পালেখ"-পদ্ধতিতে যে ছবি আঁকা হইত, সেই পদ্ধতিতে এই সংস্করণের জন্য কতকগুলি রঙ্গীন ছবি আঁকিয়া দেন। এইরূপ বর্ণোজ্জ্বল "রাজ-সংস্করণ" হইতে এই

বইয়ের লোকপ্রিয়তার কথা অনুমান করা যায়। এই ৭৫০-বার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোভিয়েৎ সরকার একটি বিশেষ রঙ্গীন চিত্রময় ডাক-টিকিট বাহির করেন—তাহাতে আছে এক দীর্ঘশ্মশ্রু ঋষি-কল্প প্রাচীন রুষ কবি বা গায়কের আবক্ষ মূর্তি, "গুসলা" অর্থাৎ প্রাচীন শ্লাব বীণা বাজাইয়া তিনি গান বা পাঠ করিতেছেন, পশ্চাতে পটভূমিকায় অশ্বারোহী রুষ যোদ্ধার দল, এবং সামনে এক পতাকায় রুষ ভাষায় লিখা—"স্লোবো ও পোল্‌কু ইগোরেভে জাতীয় মহাকাব্য"। ইগোর এখন রুষ-জাতির জাতীয় বীরের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। ব্রিটিশ কেল্ট্-জাতীয় রাজা Arthur আর্থর, জর্‌মান-জাতির Sigurd সিগুর্ড্ বা Siegfried সীগ্‌ফ্রীড্, ফরাসীদের Hruotland রুওট্‌লাণ্ড বা Roland রোলাঁ, আয়রদেশের Cuchullain কুখুল্লাইন্, স্পানীয়দের Rodrigo Diaz el Cid রোদ্রিগ্রো দিয়াস্ এল্ সিদ্ (বা থিদ্), তুর্কীদের Oguz Qagan ওগুজ্ ক্কাগান্, তিব্বতীদের Kesar কেসর বা Gesar গেসর, প্রাচীন বাবিলনের Gilgamesh গিল্‌গামেশ, ঈরানীদের Rustam রুস্তম, প্রাচীন গ্রীসের Akhilleus আখিল্লেউস্ ও Odusseus ওদুস্‌সেউস্, এবং আমাদের রামচন্দ্র, অর্জুন ও পৃথ্বীরাজের মতো, ইগোর-ও একটি জাতীয় মহাকাব্যের নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্লাব-জাতির মধ্যে এত সুন্দর প্রাচীন কাব্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইগোরের গল্পটি ঐতিহাসিক, এবং ইহা খুব প্রাচীনও নহে; ইহা ছাড়া, ইহার কথা-বস্তু এমন কিছু বিরাট্ ব্যাপার লইয়াও নহে। কিন্তু ইহার পিছনে আছে রুষ (ও শ্লাব) জাতির প্রাচীন সংস্কৃতির, এবং প্রথম যুগের শ্লাব খ্রীষ্টান সংস্কৃতির পটভূমিকা; ইহা জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত, এবং একটি উচ্চ ধরণের রাষ্ট্রীয় একতার আদর্শ ইহাতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। রুষ-জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের পৌরুষের আদর্শ, মানুষের চরিত্রে যে-সব সদ্‌গুণ কামনার বস্তু, সে-সমস্তই যেন ইগোরের চরিত্রে মূর্ত

হইয়াছে, পরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য ইহা রুষদের অনুভূতিতে এতটা উচ্চ স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে; এবং বিশ্বসাহিত্যেও ইহার একটা লক্ষণীয় ও উচ্চ স্থান সহজেই হইয়াছে॥

রাজা কেসর্ (গেসর্)

১। ভোট বা তিব্বতী জাতি ও বোন্-ধর্ম

ভোট-দেশ বা তিব্বত এখন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী দেশ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। তিব্বতের সংস্কৃতির মধ্যে শোভন ও সুন্দর এবং মার্জিত যাহা কিছু আছে. তাহার বেশীর ভাগ-ই ভারতবর্ষের দান। তিব্বতের সভ্যতা প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও আংশিক-ভাবে চীন হইতে প্রাপ্ত। তিব্বতীরা, ভাষায় এবং রক্তে, চীনা, বর্মী, ও থাই বা শ্যামীদের জ্ঞাতি। এই কয় জাতির পূর্ব-পুরুষ Sino-Tibetan চীন-ভোট অথবা Tibeto-Chinese ভোট-চীন জাতি, খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে Yang-tsze Kiang য়াঙ্-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীর উৎপত্তি-স্থলে (অথবা উত্তর-চীনে Huang-ho হুআঙ্-হো নদীর উপত্যকায়) নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি-গত বিশিষ্টতা লাভ করে। পরে ইহাদের এক দল উত্তর-পূর্বে উত্তর-চীনদেশে গমন করিয়া সেখানে উপনিবিষ্ট হয় (অথবা উত্তর-চীনেই রহিয়া যায়), এবং উত্তর কালে এই দল চীনা জাতিতে পরিণত হয়, উত্তর-চীনে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বেই একটি বিরাট্ মৌলিক সভ্যতা ইহারা গড়িয়া তুলে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেকার প্রথম বর্ষ-সহস্রকের মধ্যেই, স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভূত এই চীনা সভ্যতা, নিজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ; এবং পরে, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে, ভারতবর্ষ হইতে আগত বৌদ্ধ চিন্তা ও ধর্মের সাহায্যে, এই সভ্যতা আরও সমৃদ্ধ হয়। এদিকে Dai 'দৈ' বা Thai 'থাই' নামে পরিচিত একটি, এবং Mran-ma 'ম্রন্-মা' বা Byamma 'ব্যম্মা' নামে পরিচিত একটি—এই দুইটি দল, উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসে, এবং যথা-ক্রমে উত্তর-শ্যামদেশ ও উত্তর-ব্রহ্মদেশে উহারা উপনিবিষ্ট হয়, ও পরে যথা-ক্রমে কম্বোজ ও দ্বারাবতী অর্থাৎ দক্ষিণ শ্যামদেশের, এবং

'রামঞ্‌ঞ্‌দেস' অর্থাৎ দক্ষিণ-ব্রহ্মের, হিন্দু সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত, সম্পূর্ণ বিভিন্ন Austric অস্‌ট্রিক-গোষ্ঠীর Khmer 'খ্‌মের্' এবং Rmen 'র্‌মেঞ্‌' (র্মেঞ্‌) বা Mon 'মোন্' জাতিদ্বয়ের সংস্পর্শে আসিয়া, উহাদের নিকট হইতে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রকের প্রারম্ভে আধুনিক শ্যামী ও বর্মী জাতিতে পরিণত হয়। তিব্বতের বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে, খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক প্রথম সহস্রকের মধ্য-ভাগে কোনও সময়ে ভোটদেশ বা তিব্বতে উহাদের আগমন হয় ও বসবাস আরম্ভ হয়। মধ্য-এশিয়াতে উহারা আর্য্য ও মোঙ্গোল উভয় শ্রেণীর যাযাবর জনগণের সংস্পর্শে আসে, ও তাহাদের নিকটে গো-পালন এবং দুগ্ধ-জাত দ্রব্যের ব্যবহার শিখে—ভোট-চীন জাতির কেবল এই শাখার মধ্যেই দুধ ও মাখনের ব্যবহার দেখা যায়। এই দলের নিজস্ব নাম ছিল Bod 'বোদ্'—এখন এই শব্দ ইহাদের মুখে Pö 'প্যো' বা Pho 'ফ্যো' রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে ; এবং ভারতীয় আর্য্য-ভাষী জাতি এই নামটিকে নিজেদের উচ্চারণ-অনুযায়ী করিয়া, Bhoṭa 'ভোট'-রূপে বদলাইয়া লইয়াছে। Bod 'বোদ্' = Bhoṭa 'ভোট' = Pö 'প্যো' বা Phö 'ফ্যো' জাতি, অর্থাৎ তিব্বতীয় জাতি, বহু-দিন ধরিয়া বর্বর বা অর্ধ-সভ্য অবস্থায় ছিল। ইহাদের কতকগুলি শাখা হিমালয় অতিক্রম করিয়া, দক্ষিণ-হিমালয় অঞ্চলে এবং ভারতের সমতল ভূভাগে আসিয়া উপনীত হয়। এই ভাবে, ভারতের সভ্য জগতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ ঘটে ; ফলে, ইহাদের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইহাদের মধ্যে এক পরাক্রান্ত রাজা উদ্ভূত হন—তাঁহার নাম ছিল Srong-Btsan-Sgam-Po 'স্রোঙ্‌-ব্‌ৎসন্-স্‌গম্-পো' (আনুমানিক ৫৬৯-৬৫০)। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন, এবং ইঁহার চেষ্টায় ভোটদেশের পণ্ডিত Thom-Mi-Sambhoṭa 'থোন্-মি-সম্ভোট' ভারতবর্ষে যান, ভারতীয় লিপি-বিদ্যার প্রচার স্বজাতির মধ্যে করেন, এবং তিব্বতী লিপি

গঠিত করেন। নেপালের বৌদ্ধ রাজার কন্যা এবং চীন-দেশের সম্রাটের কন্যা, এই দুই রাজকুমারীকে স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো বিবাহ করেন। তাঁহার আমলেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রয়ী ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হয়। তিনি আমাদের সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতি যে ধর্ম পালন করিত, তাহার নাম Bon 'বোন্' ধর্ম। উত্তর-ইউরোপ এবং উত্তর- ও মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী Lapp লাপ, Finn ও Esth ফিন্ ও এস্থ্, Vogul ভোগুল্ ও Ostyak ওস্ত্যাক, এবং Mongol মোঙ্গোল, Turk তুর্ক, Manchu মাঞ্চু, Yakut য়াকুৎ ইত্যাদি বিভিন্ন আদিম মোঙ্গোল শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে, এবং আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক কালে উপনিবিষ্ট উক্ত আদিম মোঙ্গোল জাতির শাখা আমেরিকার Red Men বা লাল মানুষদের মধ্যে, ভূত-প্রেতে বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্মের প্রচার এখনও দেখা যায়, যাহার ইউরোপীয় নামকরণ হইয়াছে Shamanism (মধ্য-এশিয়ার বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মের পুরোহিত Shaman বা 'শ্রমণ'-এর নাম হইতে এই নাম), ভোটদের বোন্-ধর্ম সেই Shamanism-এর পর্য্যায়ের ধর্ম ছিল। মন্ত্র-জপ ইত্যাদি দ্বারা অতি-প্রাকৃতিক দৈব বা ভৌতিক শক্তিকে মানুষের বশে আনা, এই ধর্মের অন্যতম মুখ্য সাধনা। নানা প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন, এবং বলি ও ভেট দ্বারা দৈব বা প্রেত শক্তির সন্তোষ-সম্পাদনও এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, এবং ইন্দ্রজাল বা জাদু ও ভোজ-বিদ্যায় আস্থা এই ধর্মে একটু বেশী করিয়াই লক্ষিত হয়। আমাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত বোন্-ধর্মচর্য্যার অনেক মিল আছে। আমাদের হিন্দুদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মতো, চীনাদের অনুরূপ Yang-Yin 'য়াঙ্-য়িন্' অর্থাৎ ধূপ-ছায়াত্মক পুরুষ-প্রকৃতির মতো, তিব্বতীদের মধ্যেও Yab-Yum 'য়ব্-য়ুম্' অর্থাৎ 'পিতা-মাতা' বা পুরুষ-প্রকৃতির কল্পনা বিদ্যমান আছে। অনুমান করা

যাইতে পারে যে, চীনাদের য়াঙ্-য়িন্ কল্পনার মতোই তিব্বতীদের য়ব্-য়ুম্, তাহাদের প্রাচীনতম জাতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা-প্রণালী হইতেই রূপ-গ্রহণ করিয়াছে। 'স্বর্গরাজ' ও 'স্বর্গরাজ্ঞী', এই দেবতাদ্বয় আমাদের শিব-উমার মতো, এই পুরুষ-প্রকৃতিময়ী কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য ভারতবর্ষে পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ, ব্রহ্ম-মায়া, সদসৎ, ব্যক্তাব্যক্ত, শিব-শক্তি প্রভৃতি যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, অনুরূপ গভীর দার্শনিক চিন্তা চীন-দেশের য়াঙ্-য়িন্ বা তিব্বতীয় বোন্-ধর্মের য়ব্-য়ুম্-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। তথাপি, এশিয়া-খণ্ডের তিনটি বিশিষ্ট জাতির মধ্যে এই কল্পনার স্বাধীন অস্তিত্ব লক্ষণীয়। প্রাচীন চীনা জাতির য়াঙ্-য়িন্ ও তিব্বতী য়ব্-য়ুম্, মূল ভোট-চীন ভাব-ধারার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাচীন চীনের Tao তাও-ধর্মের আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক রূপ (ইহার দার্শনিক বিচার ততটা নহে) মূলতঃ এই বোন্-ধর্মের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে।

বোধ হয় ভোট-জাতির মৌলিক প্রকৃতিতে, সুন্দর অপেক্ষা ভীষণের মধ্যেই অদ্ভুত ও আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন অনুকূল ছিল; এবং সেই জন্য বোন্-ধর্মে এবং (ভোটদের গৃহীত বৌদ্ধ ধর্মে), ভীষণাকার দেবতাদের কল্পনা খুব বেশী করিয়া ঘটিয়াছিল। তুষারময় পর্বতে ও মরুময় প্রান্তরে পরিপূর্ণ তিব্বতের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিকের শ্যামল-শস্প-শ্রী-বিহীন ভীষণতার প্রভাব, ভোট-জাতির চিত্তে এই ভাবেই কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

তিব্বতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মকে সুদৃঢ় করিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে, এবং সেই-সঙ্গে বোন্-ধর্মকেও বিদূরিত করিয়া দিবার কিছু-কিছু প্রয়াসও হইয়াছে— কিন্তু বোন্-ধর্ম একেবারে মরে নাই। সব দেশেই যাহা দেখা যায়, তিব্বতেও তাহা-ই ঘটিয়াছে। ভারত হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম ও ভোটদের স্বকীয় বোন্-ধর্ম—এই দুইটি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত

করে। তিব্বতের বৌদ্ধ-ধর্ম তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ—উহার অনেক ভাব-ধারা, অনেক ক্রিয়া-কলাপ, প্রচ্ছন্ন-রূপে অবস্থিত বোন্ ভাব-ধারা ও বোন্ ক্রিয়া-কলাপ ভিন্ন আর কিছু-ই নহে। বোন্-ধর্মের রঙ্গে রঙ্গানো হইয়াছে বলিয়া, তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম (যাহার আর একটি নাম হইতেছে Lamaism বা 'লামা-ধর্ম') তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। আবার বোন্-ধর্ম নিজেও আর অবিকৃত নাই; ইহার প্রায় সব দিকেই, ভারতের—পাল-যুগের বাঙ্গালা ও বিহারের, এবং নেপালের—বৌদ্ধ ভাব-ধারা, দেব-বাদ ও আচার-অনুষ্ঠান ইহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বোন্-ধর্ম তিব্বতের বৌদ্ধ শাসকবর্গ দ্বারা স্বীকৃত না হইলেও, ইহার অস্তিত্ব দেশের মধ্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান আছে। বোন্-ধর্মের শ্বেতবাস পুরোহিত, এবং বোন্-ধর্মের মন্দির ও মঠ এখনও আছে। কিন্তু কোথাও শুদ্ধ বোন্-ধর্মের নিদর্শন এখন আর পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধ-ধর্মের সহিত মিশ্রিত বোন্-ধর্মকে এখন Bsgyur Bon 'ব্‌স্‌গ্যুর্-বোন্' বা Gyur Bon 'জুর্-বোন্' বলে। ইহার কিছু-কিছু আলোচনা হইয়াছে।

এই 'জুর্-বোন্' ধর্মের মধ্যে বহু উচ্চ আদর্শ আছে। এই ধর্মের প্রধান কথা—বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তার (Gyung-drung 'গ্যুঙ্-দ্রুঙ্' বা 'জুঙ্-ডুঙ্' অর্থাৎ 'সনাতন'-এর) সহিত লীন বা একাত্ম হইয়া যাওয়া-ই হইতেছে মানব-জীবনের কাম্য, এবং সমস্ত জীবের হিতসাধন করা-ই হইতেছে মানুষের কর্তব্য। এই সনাতনের সাধনায় ও বিশ্বমৈত্রীর পথে দুই প্রকারের বাধা দেখা যায়—এক, পাপময় অপদেবতাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাধা; ও দুই, মানব-মনের নৈতিক 'বিষ' বা অবনতি-জনিত বাধা। মন্ত্র-জপ ও নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা অপদেবতার বিতাড়ন, এবং সচ্চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা মনের উন্নয়ন,—সাধন-পথে কৃতকারিতার উপায় এই দুইটি। প্রসন্ন ও ভীষণ দুই প্রকারের দেবতার কল্পনা বোন-ধর্মে

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রসন্ন-প্রকৃতির দেবতারা মানুষের বন্ধু ও সহায়ক, এবং ভীষণ-প্রকৃতির দেবতা বা অপদেবতারা সাধারণতঃ মানুষের শত্রু। প্রাচীন শুদ্ধ বোন্-ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এখনও নির্ণীত হয় নাই—তবে বিকৃত বোন্-ধর্মের মধ্যে ইহার মূল কথা একেবারে চাপা পড়ে নাই, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যথায় বৌদ্ধ-ধর্ম ইহাকে দেশ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইত।

পশ্চিম তিব্বত ও লদখ্-এ প্রচালিত রাজা কেসর্-সম্বন্ধীয় সুপ্রাচীন উপাখ্যান ও গাথা এবং গান হইতে-শুদ্ধ বোন্-ধর্মের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে; তবে সে নির্ধারণের মূল্য বা উপযোগিতা এখনও বুঝা যাইতেছে না।

২। গ্লিঙ্-রাজ কে-সর্ (বা গে-সর্), ও কেসর্-কথা

আমাদের দেশের রামচন্দ্র বা অর্জুনাদি পাণ্ডবদের উপাখ্যানের মতো সমগ্র তিব্বতে এক জনপ্রিয় উপাখ্যান বা কথা বিদ্যমান—সেটি হইতেছে রাজা কেসর্ অথবা গেসর্-এর কথা। অধ্যাপক Sylvain Lévi সিল্ভ্যাঁ লেভি ইহাকে 'মধ্য-এশিয়ার ইলিয়াদ' বলিয়াছেন। রাজা কেসর তিব্বতের কোথায় এবং কোন্ সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেসর সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, আংশিক-ভাবে ইনি ঐতিহাসিক, আংশিক-ভাবে পৌরাণিক বা বা কাল্পনিক।* প্রায় সকল দেশের প্রাচীন যুগের পুরাণ-কথার নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়। রাজা

*কে-সর্ বা গেসর্-কথা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—A Lower Ladakhi Version of the Kesar Saga: Tibetan Text, English Abstract of Contens, Notes and Vocabularies, and Appendices: by A.H. Francke Ph. D.; Introduction by Suniti Kummar Chatterji: Catcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 1905-1941; এবং Nicolaus Roerich-কৃত অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ The Epic of King Kesar of Ling, JRASB., VIII (Letters), 1942, পৃঃ ২৭৭-৩১১।

কেসর্‌-সম্বন্ধে [১] গান, [২] পদ্যগদ্য-মিশ্র ছোট গাথা, [৩] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বিশাল আকারের—প্রায় আমাদের মহাভারতের মতো বড়ো—পুরাণ-গ্রন্থ, কিছু মুখে-মুখে প্রচলিত, কিছু লিখিত ও মুদ্রিত—এই-সমস্ত তিব্বতে পাওয়া গিয়াছে। [১] গান এবং [২] ছোট গাথা—মুখ্যতঃ পশ্চিম-তিব্বতে, কাশ্মীরের অধীন Ladakh লদখ্‌ রাজ্যের তিব্বতীদের মধ্যে, পাওয়া গিয়াছে। অল্প-স্বল্প পৃথক্‌ দুইটি রূপে এগুলির সংগ্রহ করিয়াছিলেন পরলোকগত A. H. Francke ফ্রাঙ্কে নামে এক জর্‌মান মিশনারি, প্রায় ১৯-এর শতকের শেষ ভাগে ; [৩] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বড়ো গাথা বা পালা-গান, কয়েক দিন ধরিয়া যেগুলি গাওয়া বা পাঠ করা হয়, পূর্ব-তিব্বতে Khams বা Kham খম্‌-অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে ; এবং, এতদ্ভিন্ন, [৪] 'কেসরায়ণ' আখ্যা যাহাকে দিতে পারা যায় এমন গ্রন্থ, মধ্য-তিব্বতে মিলিয়াছে। এই-সমস্ত উপাদানের ভালো করিয়া খুঁটিনাটির সহিত আলোচনা বা অনুবাদ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় এখন কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে।

কেসর্‌-এর উপাখ্যান মধ্য-এশিয়ার Mongol মোঙ্গোল্‌দের মধ্যেও মিলে। মোঙ্গোল-জাতি ধর্মে বৌদ্ধ, এবং তিব্বতী গুরুদের শিষ্য—তিব্বত হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম যখন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয়, খ্রীষ্টীয় বারোর ও তেরোর শতকে, তখন কেসর্‌-এর কাহিনীও তাহাদের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার পর, মোঙ্গোলদের জ্ঞাতি মাঞ্চুদের মধ্যে এই কাহিনী প্রসার লাভ করে ; এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য-ভাগে, মাঞ্চুগণ কর্তৃক চীন-বিজয়ের পরে, মাঞ্চুদের নিকট হইতে তাহাদের প্রজা চীনা-জাতিও কেসর্‌-কাহিনীর সহিত আংশিক-ভাবে পরিচিত হয় ; চীনাদের যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সংগ্রাম-দেব Kuan-ti 'কুআন্‌-তী' ও ভোটদের কেসর্‌, এখন চীনা ও ভোটদের কাছে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হন। অতএব বলা যায় যে, তিব্বতী কেসর্‌-কথা হইয়াছে এখন সমগ্র মধ্য- ও পূর্ব-এশিয়ার মোঙ্গোল-গোষ্ঠীর

জাতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি। কাশ্মীরের উত্তরে Hunza-Nagar হুনজ়া-নগর্ প্রদেশের Burushaski বুরুশাস্কি-জাতীয় লোকেদের মধ্যেও কেসর্-কথা পাওয়া গিয়াছে।

মনোহারিতার জন্য ও নিজ বিশিষ্ট রসের জন্য, কেসর্-কথা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একটি আদরণীয় সাহিত্য-সম্পত্তি বা কথা-সম্পত্তি হইবার যোগ্য।

কেসর্-এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিছুই ঠিক-মতো জানা যায় নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কোনও মতে ইনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মানুষ—তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধ রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র সময়ের; এবং সম্ভবতঃ এই ঐতিহাসিক রাজার অনেক কীর্তি ও গুণ ইহাতে আরোপিত হইয়াছে। অন্য মতে, এই সময়ের পরের লোক ইনি; আবার অন্য মতে, ইহার বহু পূর্বেকার, খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ইনি ভোটদের National Hero অর্থাৎ 'জাতীয় বীর'—আদর্শ মানব, আদর্শ যোদ্ধা ও আদর্শ রাজা সম্বন্ধে ভোটদের যে ধারণা, তাহা যেন ইহাতেই মূর্ত হইয়াছে। ভারতের যেমন রামচন্দ্র বা অর্জুন, পারস্যের যেমন Rustam রুস্তম, প্রাচীন গ্রীসের যেমন Herakles হেরাক্লেস্ ও Akhilleus আখিল্লেউস্, প্রাচীন জর্মানিক জাতির যেমন *Sigiwardaz সিগিৱর্দস্ (Sigurd সিগুর্ড্ বা Siegfried সীগ্‌ফ্রীড্), প্রাচীন ব্রিটেনের ব্রিটন জাতির যেমন রাজা Arthur আর্থর, প্রাচীন আইরিশ-জাতির যেমন Cuchulainn কুখুল্লাইন্ ও Finn ফিন্, য়িহুদীদের মধ্যে যেমন রাজা David দাৱীদ্, তুর্কীদের যেমন Oguz Qagan ওগুজ্ ক্বাগান,—ভোট-দেশের কে-সর্ বা গে-সর্ তেমনি একটি সমগ্র জাতির নরত্ব-বিষয়ে আদর্শের আশ্রয়-স্থল হইয়া, তিব্বতী, মোঙ্গোল্ ও মাঞ্চুদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিব্বতী ও মোঙ্গোলেরা বিশ্বাস করে যে রাজা কেসর্ (গেসর্) এখন স্বর্গবাস

করিতেছেন, আবার তিনি মধ্য-এশিয়ার জাতিগণের উদ্ধার-কল্পে অদূর ভবিষ্যতে জগতে পুনরবতীর্ণ হইবেন বা পুনরাগমন করিবেন।

কেসর্ যে ভোটদের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার বা প্রতিষ্ঠার পূর্বের কালের রাজা বা বীর ছিলেন, একটি বিষয়ে তাহার ইঙ্গিত পাই। তিব্বতী চিত্রে কেসর্ সর্বত্র শ্বেত-বাস (সাদা চোগা-জাতীয় ভোট আঙ্গরাখা) ও মস্তকে চতুষ্কোণ ভাঁজ-করা চারিটি পক্ষ-যুক্ত শ্বেতবর্ণ শিরস্ত্রাণ বা টুপী পরিহিত-রূপে অঙ্কিত হন, টুপীর মাঝখানে শিখরের উপরে একটি পালখ। শ্বেতবর্ণ হইতেছে বোন্-ধর্মের বিশেষ বর্ণ, যেমন কাষায় বা পীতবর্ণ বৌদ্ধ ধর্মের বর্ণ ; এখনও বোন্-ধর্মাবলম্বী কেসর্-কথা-গায়ক- বা পাঠকেরা বিশেষ-ভাবে সাদা রঙের পোশাক পরিয়া থাকে।

কেসর্-কথা এখন যে-সকল বিভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে, পূর্বোক্ত ফ্রাঙ্কে-সাহেবের সংগৃহীত গান ও ছোট গাথায়, ইহার তুইটি সরল ও সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ, অনেকটা অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান। ইহার অতিরিক্ত, বড়ো গাথা এবং বৃহৎ গ্রন্থগুলিতে মূল উপাখ্যানকে বিশেষ-ভাবে পল্লবিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বড়ো গাথায় ও বৃহৎ গ্রন্থে কেসর্-এর উপাখ্যানকে তিব্বতী বৌদ্ধ মত-বাদ ও দেবতা-বাদের সঙ্গে (অর্থাৎ 'ব্ল-ম' বা লামাদের অনুষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে) ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এই আকারে যে বিভিন্ন রূপের কেসর্-কথা মিলে, সেগুলি দেখিয়া মনে হয়, কেসর্-কথা বুঝি তিব্বতের কোনও বৌদ্ধ পুরাণ-ই হইবে। কিন্তু গান ও ছোট গাথায় বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে নাই বলিলেই হয় ; অল্প পরিমাণে কিছুটা অবশ্য আছে—কিন্তু গান ও ছোট গাথায় যে ধর্মের, যে দেব-লোকের পট-ভূমিকা মিলিতেছে, তাহা বৌদ্ধপূর্ব যুগের বোন্ আধ্যাত্মিক জগতের এবং দেব-লোকের বলিয়াই মনে হয় ; এক কথায়, কেসর্-কথার যে সরলতম ও সুন্দরতম রূপ, লদখ্-এ ফ্রাঙ্কে-সাহেব বাহির করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া স্পষ্ট-ই উপলব্ধি করা যায় যে, ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতির মধ্যে প্রচলিত বোন্-

ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যেই মূল কেসর্-কথার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু লামাদের বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে, পরাক্রম-শালী বৌদ্ধ সংঘ ও রাজশক্তি কেসর্-কথাকে আর বর্জন করিতে পারে নাই, জাতির ঐতিহ্যে ও কথা-সাহিত্যে ইহার সংরক্ষণ সহজ হইয়াছে।

ফ্রাঙ্কে-সাহেবের সংগৃহীত গানগুলি Indian Antiquary পত্রিকায় ১৯০১ ও ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। ফিন্‌লাণ্ডের হেলসিঙ্কি (হেল্‌সিংফর্স্) নগরের ফিন্-উগ্রীয় সাহিত্য-পরিষদের নিবন্ধমালায় ইনি প্রথম পশ্চিম-ভোট-প্রান্তে লদখ-এর Sheh শে-গ্রামে সংগৃহীত ছোট গাথাটি প্রকাশিত করেন, জর্‌মান অনুবাদের সহিত, দুই খণ্ডে, ১৯০০ ও ১৯০২ সালে। ইহার মাত্র প্রথম খণ্ড, ১৯০১ ও ১৯০২ সালে, Indian Antiquary-তে ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সমতে বাহির হয়। তৎপরে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় তিনি লদখ্-এর Khalatse খলৎসে-গ্রামে সংগৃহীত কেসর্-বিষয়ক আর একটি গদ্যপদ্যময় কাব্য-গাথা, মূল তিব্বতী ও ইংরেজী সংক্ষিপ্ত-সার এবং টিপ্পনী সমেত, প্রকাশনের জন্য মুদ্রিত করেন (১৯০৫-১৯০৮)। স্বীয় গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় রাখিয়া ফ্রাঙ্কে-সাহেবের দেহত্যাগের প্রায় ১৩।১৪ বৎসর পরে, ১৯৪১ সালে, ফ্রাঙ্কের কেসর্-সংক্রান্ত ও লদখ্-এর প্রাচীন লোক-গাথা ও গীত সম্পৃক্ত রচনাবলী, শে-গ্রামে প্রাপ্ত কেসর্-কথার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় খণ্ডের অনুবাদ সমেত, এবং খলৎসে-গ্রামে প্রাপ্ত পূর্ণ কেসর-কথার সহিত, কলিকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (পূর্বের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কালম্যুক্ মোঙ্গোল ভাষা হইতে কেসর্-কথার একটি জর্‌মান অনুবাদ প্রকাশিত করেন রিগা নগর হইতে Benjamin Bergmann ব্যর্গ্‌মান (Nomadische Streifereien, III, Riga, 1804)। পরে, ১৮৩৯ সালে, জর্‌মান পণ্ডিত I. J. Schmidt শ্‌মিট কেসর্-কথার মোঙ্গোল ভাষায় লিখিত এক কাব্য জর্‌মানে

অনুবাদ করিয়া, রুষ-দেশের সেণ্ট-পিটর্স্বর্গ্-নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। এই জর্মান অনুবাদের একটি সুন্দর সচিত্র ইংরেজী সংস্করণ আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (Gessar Khan : told by Ida Zeitlin : Illustrated by Theodore Nadejen : New York, George H. Doran Co., 1927)। কেসর্-কথার একটি সরল রূপ এই মোঙ্গোল অনুবাদে রক্ষিত হইয়াছে। তিব্বত-ভ্রমণকারিণী শ্রীযুক্তা Alexandra David-Neel আলেক্‌সান্দ্রা দাবীদ্-নীল নামক জনৈক ফরাসী মহিলা, Khams খম্ বা পূর্ব-তিব্বতে কেসর্ বা গেসর্ সংক্রান্ত একটি বড়ো গাথা শুনিয়া তাহা লিখিয়া লন এবং Lama Yongden-এর সাহায্যে তাহার ফরাসী ও ইংরেজী অনুবাদ ১৯৩১ ও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। পরে ফরাসী দেশে তিব্বতী ভাষাবিৎ পণ্ডিত Rolf A. Stein ষ্টাইন্, কেসর্-কথা অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে লামা বা তিব্বতী বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত কতকগুলি মূল তিব্বতী রচনা ফরাসী অনুবাদের সহিত প্রকাশিতকরেন, এবং প্যারিসের Musee Guimet গিমে সংগ্রহালয়ে রক্ষিত কেসর্-কথা বিষয়ক পুরাতন তিব্বতী চিত্রেরও অনুশীলন করেন (L Épopée Tibétaine de Gesar, dans sa Version Lamaique de Ling, Paris, Pressos Universitaires de France, 1956 ; Peiutures tibétaines de la Vie de Gesar, "Arts Asiatiques", V. No, 4, Paris, 1959)। এইগুলি-ই হইতেছে কেসর্-কথা অনুশীলন করিবার জন্য পশ্চিম-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাপ্তব্য মুখ্য সামগ্রী। মূল তিব্বতী বিরাট্ কাব্যগ্রন্থগুলি হস্ত-লিখিত তথা মুদ্রিত অবস্থাতে নানা স্থানে আছে। সেগুলি প্রকাশিত, অনূদিত ও আলোচিত হইলে, এই কাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। কেশর্-কাব্যগুলি তিব্বতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতো কাঠের-ফলায় খুদিয়া ছাপানো হইয়াছিল ; কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যেই এই কথা বা কাব্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ

আছে বলিয়া, সহজ-লভ্য নহে। ইতালীয় পণ্ডিত Giuseppe Tucci জুসেপ্পে তুচ্চি এইরূপ ছাপা কেসর্-কথা Spiti স্পিতি-তে একটি তিব্বতী মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। কলিকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূত-পূর্ব সম্পাদক পরলোকগত Johann van Manen য়োহান্ ফান্-মানেন্ এইরূপ বিরাট্ কাব্যের একটি হস্তলিপির আংশিক নকল করাইয়া লইয়াছিলেন।

৩। সংক্ষেপে কেসর্-কথা

নীচে সংক্ষেপে ফ্রাঙ্কে-সাহেব কর্তৃক আহরিত গদ্যপদ্যময় গাথাদ্বয় অবলম্বনে কেসর্-এর উপাখ্যানের কথা-বস্তু প্রদত্ত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে Gling গ্লিঙ্ বা Ling লিঙ্ রাজ্যে রাজত্ব করিবার জন্য, স্বর্গরাজ Dbang-po-rgya-bzhin দ্‌বঙ্-পো-র্গ্য-ব্‌ঝিন্ (অর্থাৎ 'সর্বন্ধর-রূপ বিশিষ্ট মহারাজ')-এর তৃতীয় পুত্র Don-grub দোন্-গ্রুব্ (অর্থাৎ 'অমোঘসিদ্ধি') অবতীর্ণ হইলেন। কী অবস্থার মধ্য দিয়া দোন্-গ্রুব-এর অবতার-গ্রহণের আবশ্যকতা হইল, এবং কী উপায়ে তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক কথা আছে। দোন্-গ্রুব পৃথিবীতে 'কে-সর্' এই নামে পরিচিত হইলেন। Ke-sar কে-সর্ নামটি মধ্য-তিব্বতে Ge-sar 'গে-সর্' রূপে মিলে, এবং মোঙ্গোলদের মধ্যেও এই 'গে-সর্' বা Ge-ser 'গে-সের্' রূপ প্রচলিত; লদখ্-এ Kye-sar 'ক্যে-সর্' রূপও পাওয়া যায়—'ক্যে-সর্',='প্রাচীন তিব্বতী Skye-gsar 'স্ক্যে-গ্‌সর্', অর্থ 'নব-জাত' বা 'পুনর্জাত'। তিব্বতীতে 'কে-সর, বা 'গে-সর্' শব্দের অর্থ 'ফুলের কেসর', অথবা 'কেসর' বা 'জাফরান'—শব্দটি সংস্কৃত হইতে তিব্বতীতে আসিয়াছে, অথবা জাফরান-অর্থে সংস্কৃত 'কেসর' শব্দ মূলে তিব্বতীয় 'গে-সর্' বা 'কে-সর্', তাহা বলা যায় না। আবার কেহ-কেহ অনুমান করেন, 'কেসর' মূলতঃ একটি রাজপদবী,

এবং সম্রাট্-বাচক লাতীন Caesar (গ্রীকে Kaisar) 'কায়্সার' শব্দের বিকৃত রূপ ; ভারতবর্ষ ও মধ্য-এশিয়ায় গ্রীক-রোমান জগতের প্রভাবের ফলে এই নাম গৃহীত হয়।

কেসর তরুণ বয়সেই সর্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নানা সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

সেই সময়ে ঐ দেশে একজন সংগতিশালী ব্যক্তির 'Bru-gu-ma 'Bru-gu-ma (বা Hbru-gu-ma) 'ঃব্রু-গু-ম' নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল।·'ঃব্রু-গু-ম' শব্দের অর্থ 'শস্য-কণা' ; মধ্য-তিব্বতে প্রচলিত কেসর্ বা গেসর্-কথায় নামটি, 'Brug-mo(Hbrug-mo)'ঃব্রুগ্-মো' (আধুনিক উচ্চারণে 'ডুগ্মো') রূপে পাওয়া যায় ; লদখ্-এ প্রাপ্ত অন্য একটি রূপ—'Bri-gu-ma (Hbri-gu-ma) 'ঃব্রি-গু-ম'—ইহার অর্থ, 'তরুণী চমরী-গাবী'। মোঙ্গোল ভাষায় এই নাম Rogmo 'রোগ্মো' রূপ ধারণ করিয়াছে। কেসর্ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কেসর্ পরাস্ত করেন। কন্যার নিকট ও কন্যার আত্মীয়গণের নিকট কেসর্ নিজেকে প্রথমে একজন পথচারী ভিক্ষুক-বালকের আকারে দেখা দেন। আদিম অর্ধ-বর্বর সমাজের উপযোগী নানা প্রকারের পরিহাসময় ও হাস্যকর ঘটনার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ও ঃব্রু-গু-ম-কে অপ্রস্তুত করিয়া, পরে কেসর্ আত্মপরিচয় দেন, ও শেষে ঃব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করেন। তরুণ বর কেসর ও কন্যা ঃব্রু-গু-ম-র চরিত্র এই অংশে অতি মনোহর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বিবাহের পরে দুইজনে গ্লিঙ্ রাজ্যে সানন্দে বাস করিতে থাকেন। ঃব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করিবার পরে, গ্লিঙ্-রাজ্যের প্রধানেরা তাঁহার বীরত্বে ও অন্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া কেসরকে দেশের রাজা বলিয়া মানিয়া লয়।

ইহার পরে কেসর্ চীন-দেশে যান, এবং সেখানেও নানা অদ্ভুত বীরত্বময় কার্য্য-কলাপ প্রদর্শন করেন। কেসর চীন-দেশের এক



রাজা কেসর্ ও রাণী :ক্র-গু-ম

রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরেন, ও দুই স্ত্রীর সহিত সুখে রাজ্য করিতে থাকেন। (কেসর্-কাহিনীতে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী এই চীন-রাজকন্যার আর কোনও স্থান নাই।)

দেবী Ane-bkur-dman-mo 'অনে-ব্কুর্-দ্মন্-মো'-র (অর্থাৎ 'পূজনীয় ঈশ-পত্নী'র) অনুরোধে, কেসর্ উত্তর-দেশের এক অতিকায় অসুর বা রাক্ষসকে দমন করিতে যান। (এই দেবী আর কেহ-ই নহেন, ইনি স্বর্গরাজ্ঞী; স্বর্গে যখন দোন্-গ্রুব্-রূপে কেসর্ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন কেসর্-এর মাতা। কেসর্-কথায় বহুস্থলে ইনি কেসর্-এর রক্ষয়িত্রী রূপে দেখা দেন।) পত্নী ঃব্রু-গু-ম-র নিকট হইতে কেসর্ বিদায় লন; এই বিদায় অবলম্বন করিয়া ভোট ভাষায় রচিত কতকগুলি সুন্দর গান আছে। এই বিদায়ের চিত্র হইতে কেসর্ ও ঃব্রু-গু-ম-র সুখময় দাম্পত্য-জীবনের আভাস পাওয়া যায়। কেসর্ অনেক কষ্টে উত্তর-দেশে উপস্থিত হন। উত্তরের অসুরের স্ত্রী Dzemo-Bamza-ḥbum-skyid দ্‌জে.মো-বম-জ.-ঃবুম্-স্কিদ্ (অর্থাৎ 'শতগুণ-আনন্দ') কেসর্-এর প্রেমে পড়ে, এবং তাহার সাহায্যে কেসর্ উক্ত অসুরকে বধ করিতে সমর্থ হন। দ্‌জে.মো-বম্-জ.-ঃবুম্-স্কিদ্ কেসর্‌কে মন্ত্র-পড়া পানীয় ও খাদ্য আহার করাইয়া তাঁহার স্মরণ-শক্তি হরণ করিল। কেসর্ নিজ রাজ্য গ্লিঙ্-দেশ ও প্রিয় পত্নী ঃব্রু-গু-ম-কে ভুলিয়া গিয়া, মায়াবিনী দ্‌জে.মো -বম্-জ.-ঃবুম্-স্কিদ্-এর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ের একটি কন্যাও হইল।

ইতিমধ্যে কেসর্-এর অনুপস্থিতিতে ঃব্রু-গু-ম-র সমূহ বিপদ্ ঘটিল। Hor হোর্-রাজ্যের (সম্ভবতঃ তুর্কীদের) রাজা Gur-dkar গুর্-দ্‌কর্ বা গুর্-কর্ (অর্থাৎ 'সাদা-তাঁবু') শুনিল যে, রাজা কেসর্ বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ রহিয়াছেন। গুর্-দ্‌কর্ অবসর বুঝিয়া ঃব্রু-গু-ম-কে বল-পূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিল। ঃব্রু-গু-ম-র আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, হোর-রাজ ঃব্রু-গু-

ম-কে ধরিয়া লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেল। কেসর্ ও ঃব্রু-গু-ম-র একটি পুত্র হইয়াছিল, হোর্-রাজ তাহাকে বধ করিল।

হোর্-রাজের নিকট কিছুকাল বন্দিনী থাকিবার পরে, কেসর্-পত্নী তৎপ্রতি ধীরে-ধীরে অনুরক্তা হইল; বহুদিন ধরিয়া অনুপস্থিত কেসর্-এর কথা তাহার মন হইতে যেন মুছিয়া গেল। অবশেষে স্বেচ্ছায় সে হোর্-রাজ্যের পত্নীত্ব স্বীকার করিল। তাহাদের দুইটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করিল—একটি কন্যা ও একটি পুত্র।

এদিকে কেসর্ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় মায়াবিনীর কবলে রহিয়াছেন। তাহার সঙ্গে একদিন পাশা খেলিতে-খেলিতে কেসর্ আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষি-পংক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের ডাক শুনিয়া ও তাহাদের কথা শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল—স্বদেশের এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নী ঃব্রু-গু-ম-র কথা মনে পড়িল। তিনি বমন করিয়া মায়াবিনী-প্রদত্ত খাদ্য ও পানীয় হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ হইলেন। দ্‌জে.মো-কে এবং তাহার গর্ভজাত শিশু কন্যাকে উপস্থিত কালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া নিজের প্রিয় অশ্বে আরূঢ় হইয়া কেসর্ বহির্গত হইলেন। দ্‌জে.মো ইহাতে ক্রোধে ও দুঃখে অধীর হইয়া নিজ সন্তানকে হত্যা করিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কেসর্ দেখিলেন, অন্য একজন যোদ্ধা তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী হোর্-রাজের অধীনে। তিনি লোক সংগ্রহ করিয়া নিজ রাজ্য পুনর্জয় করিলেন, এবং তৎপরে স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে ও হোর্-রাজকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইলেন।

হোর্-রাজ্যে পঁহুছিয়া তিনি এক লৌহকারের আশ্রয় লইয়া শত্রুর ও শত্রুর অধীন স্বীয় পত্নীর কার্য্য-কলাপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। এখানে কেসর্ বহু অসম-সাহসের ও শক্তির কার্য্য করিলেন। এই অবস্থায় ঃব্রু-গু-ম কেসর্‌কে চিনিতে পারে; কিন্তু

তাঁহার কোনও সহায়তা না করিয়া, নানা বিষয়ে হোর্-রাজ গুর্-দ্কর্-এরই পোষাকতা ও সহায়তা করে। কেসর্ শেষে হোর্-রাজকে পরাভূত করেন ; দেবী অনে-ব্কুর্-দ্মন্-মো-র নির্দেশে কেসর্ হোর্-রাজ ও ঃব্রু-গু-ম-র শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ঃব্রু-গু-ম-র বাধা সত্ত্বেও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করেন, এবং অবশেষে হোর্-রাজকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বধ করেন। এইরূপে পত্নী ঃব্রু-গু-ম-কে উদ্ধার করিয়া কেসর্ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। গুর্-দ্কর্ ও ঃব্রু-গু-ম-র সন্তানদ্বয় কেসর্-এর অনুমতি অনুসারে (অথবা স্বয়ং কেসর্-এর দ্বারা) নিহত হয়।

ঃব্রু-গু-ম-র অপরাধের জন্য, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার নানারূপ শাস্তি হয়। পরে এই শাস্তির দ্বারা তাহার পরিশুদ্ধি হইলে, কেসর্ পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করেন ও অবশিষ্ট জীবন উভয়ে সুখে যাপন করেন।

৪। বিশ্ব-সাহিত্যে কেসর্-কথার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য

ইহা-ই হইল কেসর্-কথার সংক্ষিপ্ত-সার। লদখ্-এ প্রাপ্ত এই কথা-বস্তুর সহিত তিব্বতের অন্যত্র এবং মোঙ্গোলদের মধ্যে প্রচলিত গেসর্-কাব্যের কথা-বস্তুর ছোট-খাট নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। আদি যুগের বোন্-ধর্মাবলম্বী ভোটদের মধ্যে উদ্ভূত এই কাহিনীটির মূল কথা—কেসর্-এর জন্ম পর্ব, কেসর্-এর তরুণ-লীলা, কেসর্-ঃব্রুগুম-বিবাহ, উত্তরের অসুরের স্ত্রীর সাহায্যে তাহার বধ, কেসর্-এর আত্মবিস্মৃতি এবং অসুরের স্ত্রীর সহিত অবস্থিতি, হোর্-রাজ কর্তৃক ঃব্রু-গু-ম-হরণ ; কেসর্-কর্তৃক হোর-রাজ বধ ও নিজ পত্নীর উদ্ধার—সর্বত্র এক।

মোটের উপর গল্পটি যে চিত্তাকর্ষক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে অতি-প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, ইহার মধ্যে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও যথেষ্ট আছে ; কেসর-পত্নীর

চরিত্র, আদর্শ নারী-চরিত্র নহে—আমাদের সীতার অথবা প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের বীরাঙ্গনা Noisi নোইশি-পত্নী Derdriu দের্‌দ্রিউ-র চরিত্রের কথা স্মরণ করিলে, ঃব্রু-গু-ম-কে নিতান্ত রক্তমাংসের শরীরের, প্রবৃত্তি-মুখিনী ও একনিষ্ঠ প্রেম হইতে স্খলিতা নারীই বলিতে হয়। ঃব্রু-গু-ম-র উপাখ্যান পাঠ করিলে, প্রাচীন গ্রীক পুরাণের নায়িকা Helena হেলেন-কে, প্রাচীন ব্রিটিশ কাহিনীর রাজা Arthur-এর পত্নী Guenevere বা Gwenhwyfar গ্বেন্‌হ্বিভার-কে, আইরিশ বীরগাথার Graine গ্রাইনে, এবং জর্‌মানিক Sigurd সিগুর্ড্-এর কাহিনীর অন্যতরা নায়িকা Gudrun গুড্‌রুন্-কেই মনে পড়ে, কিন্তু সমগ্র কাহিনীটিতে মানব-চরিত্র-চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে। সব দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে, এই কাহিনীটিকে রোমান্স-এর বা রমন্যাসের এক বিশিষ্ট ও লক্ষণীয় আকর বলিতে পারা যায়।

এতদ্ভিন্ন, বিভিন্ন ভোট-চীন জাতিগণের মধ্যে এইটি-ই একমাত্র epic বা মহাকাব্যোচিত উপাখ্যান উদ্ভূত হইয়াছে—চীনা, শ্যামী, বর্মী প্রভৃতি অন্য ভোট-চীন বর্গের জাতিগণের মধ্যে, একমাত্র তিব্বতী ছাড়া আর কোনও জাতি এইরূপ একটি কথা-বস্তু রচনা করিতে পারে নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ epic tales বা মহা-অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া কেসর্-অবদানকে মানিয়া লইতে হয়। সেই হিসাবে, বিশ্বসাহিত্য-রসিকগণের নিকট ইহার আদর না হইয়া পারে না।

অধিকন্তু, প্রাচীন কালের অবিমিশ্র ভোট-জাতির মানসিক ও অন্যবিধ সংস্কৃতির অতি সহজ ও সুন্দর পরিচয় ইহাতে আছে। এই কাহিনীর প্রাচীন ও অর্বাচীন ধারা হইতে প্রাচীন বোন্-ধর্মের অনেক তথ্য বাহির করিতে পারা যাইবে। কেসর-কথার বিভিন্ন উপাখ্যানের ও চরিত্রের অভ্যন্তরে অধুনা-লুপ্ত বহু আদিম ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবতা-বাদের সম্বন্ধে তথ্য লুকানো আছে—সেগুলির অন্তর্নিহিত ব্যাস-কূট

ধীরে-ধীরে সমাধান করিবার বিষয়। সেগুলি হইতে আমরা ভোট-চীন-জাতীয় আদিম মানবের মনের—বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে তাহার চিন্তা-ধারার—অনেক পরিচয় পাইতে পারি। এই-সব দিক্ দিয়া দেখিলে, এই কাহিনীটি নৃতত্ত্ববিদ্ ও ধর্মতত্ত্ববিদ্গণের নিকট যত্নের সহিত আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে॥

ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ

এই প্রবন্ধে বর্মী নামগুলি বর্মী অক্ষরে মূল বানানের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণে (ও বন্ধনীর মধ্যে নামগুলির আধুনিক বর্মী উচ্চারণ ধরিয়া রোমান ও বাঙ্গালা হরফে অনুলিখনে) দেওয়া হইল। বর্মী বানান এখন হইতে নয় শত বা হাজার বছর পূর্বেকার বর্মী উচ্চারণ ধরিয়া গঠিত হইয়াছিল। এখন সেই পুরানো বানান প্রায় অবিকৃত আছে, কিন্তু উচ্চারণে ঘোরতর পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে; যেমন ইংরেজীতে knight (k-n-i-gh-t = ক্নিঘ্‌ট্‌) লিখিয়া nait (নাইট্‌) পড়া—লেখা হয় এক রকম, পড়া হয় অন্য রকম। আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া না বলিলে বর্মী নামগুলিও এখন কেহ বুঝিবে না, সেইজন্য এগুলির বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বর্মী শব্দে, মধ্যে ও শেষে বিসর্গ থাকিলে, তদ্দ্বারা আরোহী বা উদাত্ত স্বর নির্দেশিত হয়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এক অভূত-পূর্ব যুগ। 'পোকং' বা 'পুগং' (আধুনিক 'পগান্‌') নগরে ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ অনিরুদ্ধ (পালিতে 'অনুরুদ্ধ', আধুনিক বর্মীতে Anoyahta 'আনোয়াঠা' বা 'নোয়াঠা') রাজাসনে বসিবার পূর্বে, ব্রহ্মদেশের ইতিহাস অন্ধ-তমিস্রাময়। প্রাচীন রাজা ও রাজবংশ ; ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের ব্রহ্মদেশে প্রসার ; বিদেশী ভারতীয় ও স্থানীয় ব্রহ্মের অধিবাসীদিগের মধ্যে সংঘাত, সংঘর্ষ ও সৌহার্দ্য ;— এই-সব অবলম্বন করিয়া, আমাদের ভারতবর্ষের পুরাণ-কথার মতো নানা কাহিনী, মোন্‌ ও বর্মী ভাষায় লিখিত কতকগুলি তথা-কথিত ইতিবৃত্ত-গ্রন্থে লিপি-বদ্ধ আছে ; কিন্তু সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া, প্রাচীন যুগের ব্রহ্মদেশের ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার। ভারতীয় লিপি ব্রহ্মদেশে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; ব্রহ্মের অধুনা-

লুপ্ত প্রাচীন জাতি Pyu প্য-দের ভাষায়, ভারতীয় লিপিতে আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে উৎকীর্ণ শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে; এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে অনুরূপ প্য-ভাষার শিলালেখে, সূর্য্যবিক্রম, হরিবিক্রম ও সিংহবিক্রম নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ঐ সময়ের লিপিতে পালি-ভাষায় প্রোম্-নগরীতে দুই-চারিটি লেখ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কিছু-ই নাই। শ্যামদেশে লবপুরীতে দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোন্-ভাষায় একটি শিলালেখ আছে, সেটির অক্ষর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের দক্ষিণ-ভারতের পহ্লব-লিপির অক্ষরের মতো। ব্রহ্মের ইতিহাসে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার যুগের 'পাথুরে' প্রমাণ'-এর একান্ত অভাব। কিন্তু ভারতের সভ্যতার প্রসার, দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোন্-জাতির উপরে ভারতীয়দের প্রভাব, প্রভৃতি বিষয়ে, এই-সকল প্রাচীন কথা হইতে অনেক কিছু অনুমান করা যায়।

ব্রহ্মের ইতিহাস মুখ্যতঃ তিনটি জাতির সংঘাত ও সম্মিলনের ইতিহাস—দক্ষিণ- ও মধ্য-বর্মার Rmeñ মেঁঞ্ বা মোন্ জাতি, উত্তর হইতে আগত Mran-ma ম্রন্-মা বা বর্মী জাতি, এবং পূর্বাঞ্চলের Dai দৈ বা Thai থাই জাতি। খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব যুগ হইতেই ভারত হইতে আগত বণিক্ ও অন্যশ্রেণীর লোক, দক্ষিণ-ব্রহ্মে মোন্-জাতির লোকেদের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ভারতের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষু দ্বারা মোন্-দেশে নীত হয়; ভারতের লিপি, সাহিত্য ও অন্যবিধ সংস্কৃতি মোনেরা গ্রহণ করে—ব্রহ্মদেশে মোনেরাই প্রথম সভ্য হয়, ভারত-ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। মধ্য-ব্রহ্মে 'প্য' নামে আর একটি জাতি বাস করিত; ইহারা বর্মী জাতির সাক্ষাৎ জ্ঞাতি ছিল; এবং 'থাই'-জাতির লোকেরাও বর্মী ও প্য-দের সম-পর্য্যায়ের ছিল—বর্মী, প্য ও থাই, এই তিনটি জাতি-ই হইতেছে ভোট-চীন বা চীন-তিব্বতী অথবা মোঙ্গোল গোষ্ঠীর। কিন্তু মোনেরা, জাতি ও ভাষা হিসাবে

ইহাদিগের হইতে একেবারে পৃথক্ ; মোনেদের জ্ঞাতি হইতেছে মালাই জাতি এবং ভারতবর্ষের সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি। মধ্য-বর্মার প্যূ'রা মোন্‌দের নিকট হইতে ভারতীয় সভ্যতা—ধর্ম, লিপি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি—গ্রহণ করে। বর্মী-জাতি পরে উত্তর-বর্মা হইতে মধ্য-বর্মায় নামিয়া আসে, ইহারাও ভারতীয় সভ্যতার জন্য মোনেদের কাছেই ঋণী। থাই-জাতির কতকগুলি শাখা আছে—যথা, শ্যাম-দেশের শ্যামী ও লাও, বর্মার শান্ এবং আসামের আসাম-জয়ী অহম্ জাতি। বর্মার শানেরা, মোন্‌দের এবং পরে বর্মীদের সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হয়—ইহাদের জ্ঞাতি শ্যামীরা তো শ্যামদেশের মোন্ এবং খ্‌মের, এই দুই জাতির নিকটেই ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষিত হয়।

ব্রহ্মদেশে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই, মোন্, প্যূ, বর্মী ও শান্, ইহাদের সংঘাত ও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সহস্রবর্ষ-ব্যাপী এই সংঘাতের শেষ ফল এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে, বর্মীরাই ব্রহ্মদেশে জয়ী হইয়াছে ; প্যূ-দের আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, প্যূ-ভাষা লোপ পাইয়াছে, প্যূ-জাতিও বর্মীদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে ; মোনেরা দুর্ধর্ষ ও সুসভ্য হইলেও, শেষটায় তাহারা-ই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে,—সমগ্র বর্মায় এক কোটি চল্লিশ লাখ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র তিন লাখ মোন্ অবশিষ্ট আছে (ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার হিসাব) —তাহাও আবার দক্ষিণ-বর্মায় মৌল্‌মেন অঞ্চলের একটি কোণে, বাকী সব বর্মী হইয়া গিয়াছে। শানেরা বরাবরই একটু পৃথক্ থাকিত, তবে তাহারা ধীরে-ধীরে বর্মী হইয়া পড়িতেছিল ; কিন্তু এখন তাহারা জ্ঞাতি শ্যামীদের দেখিয়া, শান্ বা শ্যামী বা থাই জাতীয়তা বজায় রাখিবার জন্য কিছু-কিছু চেষ্টিত হইতেছে। উপস্থিত ব্রহ্মদেশে বর্মীভাষী প্রায় এক কোটি, শান্ মাত্র দশ লাখ, এবং আর একটি জাতি—কারেন—তেরো লাখ (বর্মার ইতিহাসে কারেন্‌দের কোনও বড়ো স্থান নাই—উহারা সেদিন পর্য্যন্ত আদিম অবস্থায় এক কোণে পড়িয়াছিল)।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে বর্মী জাতির প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পরে, পগান নগরে; পুরাণ-কথা, গাথা এবং শিলালিপি, এবং মন্দির ও বিহার ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া, পগানের এই প্রথম প্রথিতনামা বর্মী রাজবংশের ইতিহাস নির্ধারিত হইয়াছে। এই ইতিহাস মুখ্যতঃ মহারাজ অনিরুদ্ধ ও তাঁহার অনুগামী কয়েকজন রাজার জীবন ও কার্য্যাবলীকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান। অনিরুদ্ধ, চো-লুঃ (বা Sawlu সওলু), ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ (বা Kyanzittha চ্যন্‌-জি.ৎ-থা) অ-লোঙ্‌ঃ-চঞ্‌-সূঃ (বা Alaungsithu আ-লৌঙ্‌-সি-থু), মঙ্‌ঃ-র্ঈঙ্‌-চো (Minshinsaw মিন্‌-শিন্‌-সও), নরসূ (Nayathu নায়াদূ), নরসিংহ (Nayatheinka না-য়া-থেইঙ্‌-কা), নরপতি-চঞ্‌-সূ (Nayapatisithu না-য়া-পা-টি-সি-থু), থীঃ-লুই-মঙ্‌-লুই (Htılominlo টী-লো-মিন্‌-লো) প্রমুখ কতকগুলি রাজার অধীনে, ব্রহ্মদেশে বর্মী জাতির প্রতিষ্ঠা চিরতরে স্থাপিত হইল, ব্রহ্মদেশের ইতিহাস তাহার বিশিষ্ট পথে মোড় ফিরিল। অনিরুদ্ধ ও ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ—ইঁহাদের আমলে, ব্রহ্মদেশে এখন যে ভাবের বৌদ্ধধর্ম চলিতেছে—হীনযান, বিশেষভাবে সিংহলের ভিক্ষুসংঘ-দ্বারা সংগঠিত হীনযান—তাহা প্রথম সংস্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে বর্মীদের মধ্যে এক প্রকার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল, ইহা ছিল এক প্রকার অপধর্ম; এই ধর্মের গুরু ও পুরোহিতদের 'অরঞ্‌' (=Ari আরী অথবা আয়ী) বলিত। ধীরে-ধীরে এই অপধর্ম দূরীভূত হয়। অনিরুদ্ধের বংশের রাজারা পগানে বিরাট্‌-বিরাট্‌ মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন—ব্রহ্মদেশের শিল্পের ইতিহাসে পগান-যুগ (১০৪৪ হইতে ১২৮৮ পর্য্যন্ত) সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। বর্মী, প্যু, মোন্‌ ও শান্‌, এই চার জাতিকে এক-ধর্ম-রাজ্য-পাশে বাঁধিয়া, খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মদেশকে সর্ব-প্রথম অনিরুদ্ধ (এবং অনিরুদ্ধ-বংশীয় রাজারা) সম্মিলিত করেন। বর্মী জাতি তখন সমগ্র ব্রহ্মদেশে

প্রাধান্য লাভ করে বটে, কিন্তু তখনও মোন্‌দের মধ্যে বিশিষ্টতা-প্রাপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতি-ই সমগ্র দেশে প্রবল ছিল—বর্মীরা এই মোন্-ভারতীয় সংস্কৃতিকেই নিঃসংকোচে গ্রহণ করে। বর্মীভাষা খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকে প্রথম মোন্-ভারতীয় বর্ণমালাতেই লিপিবদ্ধ হয়। বর্মীদের মধ্যে লিপিজ্ঞ লোক তখন খুব সম্ভব অত্যন্ত অল্প ছিল, সেইজন্য পগানের বর্মী রাজারা, প্রথমটায় বিনা আপত্তিতে, প্রৌঢ় ও ইতিপূর্বেই সাহিত্যে ব্যবহৃত মোন্ ভাষাকেই নিজেদের অনুশাসনে অসংকোচে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন—যদিও তাঁহারা মোন্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বদাই লিপ্ত থাকিতেন।

অনিরুদ্ধ রাজার যুগ, বর্মীদের পক্ষে যেমন জাতীয় গৌরবের যুগ, তেমনি অনিরুদ্ধের পূর্বের ও পরের কতকগুলি রাজার জীবন-চরিত, ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সত্যকার রোমান্সের আকর। এই রাজাদের চরিত্র খুবই বৈচিত্র্যময়। ইঁহারা পূরা মানুষ ছিলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, অদ্ভুত বীরত্ব ও চরিত্র-বল এবং উচ্চ আদর্শ ও প্রজাহিতৈষণা দেখাইয়া, স্বদেশের ইতিহাসে ইঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; ইঁহাদের কাহারও-কাহারও ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা-পরম্পরাও যেন একখানি করিয়া মহাকাব্যের উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক রোমান্সের উৎস এই পগান্ রাজবংশের ইতিকথা। ইঁহাদের মধ্যে আবার ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ-র কাহিনী সর্বাপেক্ষা মনোরম ও ঘটনা-বহুল; এবং ইতিহাসের দিক্ হইতেও সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়।

রাজা অনিরুদ্ধ ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পগানের অধীশ্বর হন। অনিরুদ্ধের পূর্ব ইতিহাস খুব চমকপ্রদ। খ্রীষ্টীয় ৯৩১ হইতে ৯৪৬ পর্য্যন্ত পগানের রাজা ছিলেন ঞোঙ্-উ-চো-র-হন্ঃ (=Nyaung-u Saw-ya-han ঞৌ-উ-সও-য়া-হান্)। ইনি প্রথম জীবনে এক সামান্য কৃষক ছিলেন এবং তখনকার দিনের পগানের রাজাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে রাজা হন। এই রাজা, ঞোঙ-উ-চো-র-হন্ঃ, তান্ত্রিক ধর্মের পৃষ্ঠ-

পোষক ছিলেন। ইঁহার তাম্বুলকরঙ্ক-বাহক ভৃত্য ক্বম্‌ঃ-ছো-ক্যোঙ্‌ঃ-ফ্রূ (Kun-hsaw-kyaung-hpyu কুন্‌-স্‌হও-চৌঙ্‌-ফ্যূ) ইঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজা হন; কিন্তু ঞোঙ্‌-উ-চো-র-হন্‌ঃ-এর দুই পুত্র জোর করিয়া তাম্বুলকরঙ্ক-বাহককে ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করান। এই দুই পুত্রের একজন দৈবক্রমে শিকারে নিহত হইলে, তাম্বুলকরঙ্ক-বাহক রাজার পুত্র অনিরুদ্ধ, অন্যতর পিতৃবৈরীকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বধ করিয়া, পিতার অনুমতি অনুসারে ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এইরূপে এক নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হয়।

অনিরুদ্ধ ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশ নিজের বশে আনেন। তাঁহার জীবনী নানা বীরকার্য্যে পূর্ণ। যুদ্ধ-বিগ্রহ ভিন্ন, তিনি বহু পূর্ত-কার্য্যও করেন—জলাশয়, বাঁধ প্রভৃতির দ্বারা ব্যাপক ভাবে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থাও করেন, নানা স্থানে বৌদ্ধমন্দিরাদিও স্থাপিত করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোন্‌-রাজ্যের সধম্‌ বা সতুং (Thaton থাটোন্‌) নগরে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ-বংশে জাত বৌদ্ধ হীনযান মতের ভিক্ষু র্হন্‌-অরহং (Shin Ayahan শিন্‌-আয়াহান্‌) পগান্‌-নগরে আগমন করেন। পগানের সন্নিকটে বন-প্রদেশে ইনি সন্ন্যাসীর মতো বাস করিতেন। অনিরুদ্ধ তাঁহার সংবাদ পাইয়া এবং তাঁহার পবিত্র জীবন ও উপদেশের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নিজের গুরু ও বন্ধুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার সহায়তায় তান্ত্রিক ধর্মের অরঞ্‌ (আরী) গুরুদের প্রভাব ও ক্ষমতার বিলোপ-সাধন সম্ভব হয়। শিন্‌-আয়াহান সঙ্গে করিয়া বৌদ্ধ ত্রিপিটকের পুথি আনেন নাই;—তাঁহার নির্দেশ-মতো অনিরুদ্ধ থাটোন্‌-এর মোন্‌-রাজা মনুহার নিকট এই গ্রন্থ চাহিয়া পাঠান। মনুহা অনিরুদ্ধের দূতগণকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দেন; তাহার ফলে হইল—অনিরুদ্ধ-কর্তৃক থাটোন্‌-অবরোধ ও বিজয়, দক্ষিণ-ব্রহ্ম অধিকার, এবং রাজা মনুহাকে পগানে আনিয়া চিরতরে বন্দী

করিয়া রাখা। এইরূপে মোন্-দেশ জয় করিয়া অনিরুদ্ধ দক্ষিণ-ব্রহ্ম হইতে পালি শাস্ত্র-গ্রন্থ আনিলেন—সঙ্গে-সঙ্গে বহু মোন্-জাতীয় শিল্পীকেও বন্দী করিয়া আনিলেন, এবং উহাদের সাহায্যে পগান্-নগরে ব্রহ্মদেশের ধর্ম ও শিল্পের এক অভিনব কেন্দ্র গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার আমলেই বর্মী-ভাষা মোন্-লিপিতে প্রথম লিখিত হইল। অনিরুদ্ধ হ্বে-চঞ্-খুং (Shwe-zi-gon শোয়ে-জি.-গোন্) নামে এক বিরাট্ বৌদ্ধমন্দির গঠন করেন। গৌরবের সহিত ৩৬ বৎসর ধরিয়া প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশের একচ্ছত্র সম্রাট্-রূপে রাজ্য করিবার পরে, ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গলে শিকার-কালে বন্য মহিষের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্বেই অনিরুদ্ধের স্ত্রী ছিল। এই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে, এই পুত্রের নাম চো-লূঃ (Saw-lu সও-লূ); চো-লূঃ পিতার কোনও গুণের অধিকারী হয় নাই। পগানের মহিমান্বিত রাজা হইবার পরে, অনিরুদ্ধ কোনও উপযুক্ত রাজবংশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া, নিজের বংশ-মর্য্যাদা বাড়াইতে চাহেন। অনেক অন্বেষণের পরে তাঁহার একজন অমাত্য 'বৈশালী'-নগরের রাজকুমারী পঞ্চকল্যাণীর সঙ্গে অনিরুদ্ধের বিবাহ স্থির করিলেন। এই 'বৈশালী', ভারতীয়-দের দেশের সুবিখ্যাত নগর বলিয়া কথিত; কিন্তু ইহা উত্তর-ভারতের বৈশালী নয়, ইহা আরাকান রাজ্যের বেথালী বা বৈশালী নগর —আরাকানে উপনিবিষ্ট ভারতীয় রাজবংশের রাজারা রাজত্ব করিতেন, পঞ্চকল্যাণী তাঁহাদের কাহারও ঘরের কন্যা ছিলেন বলিয়া মনে হয়—তবে আরাকানের হইলেও, রক্তে তিনি যে ভারতীয় নারী ছিলেন, তাহা খুব-ই সম্ভব। পঞ্চকল্যাণীর পিতা পঞ্চকল্যাণীকে অনিরুদ্ধের অমাত্যের সঙ্গে পালকীতে করিয়া রাজা অনিরুদ্ধের সভায় পাঠাইয়া দিলেন; সঙ্গে আশীজন দাসী চলিল। কথিত আছে, দীর্ঘ দিনের পথ ধরিয়া একত্র আসার ফলে, উক্ত অমাত্যের সহিত রাজকুমারী পঞ্চকল্যাণীর প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে, এবং

পাছে উভয়ের প্রণয় ও মিলন রাজার কর্ণগোচর হয় সেই আশঙ্কায়, উক্ত অমাত্য রাজকুমারীর দাসীগণকে নানা দূর গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। যথাকালে রাজকুমারী অনিরুদ্ধের অন্তঃপুরে নীতা হইলেন, রাজা তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু অমাত্যটি তৎপরে রাজার সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিলেন যে, উক্ত রাজকুমারী বৈশালীর রাজার কন্যা নহে—বৈশালীর রাজা, কোনও সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা বা অমাত্য-কন্যাকে নিজের কন্যা বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজকন্যার সঙ্গে দাস-দাসী নাই দেখিয়া অনিরুদ্ধের মনে এই সন্দেহ বিশ্বাসে দাঁড়াইল, এবং তিনি রাজকুমারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে রাজধানী হইতে দূরে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। Chindwin ছিন্দ্‌উইন্‌ নদীর তীরে একটি নিভৃত পল্লীতে কিছুকাল পরে পঞ্চকল্যাণীর এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। লোকে বলিতে লাগিল, এই শিশুর পিতা রাজা অনিরুদ্ধ নহেন, তাঁহার অমাত্য, যিনি রাজকন্যাকে পিত্রালয় হইতে সঙ্গে করিয়া আনেন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিকথা-রচকদেরও ঐ মত। শিশুটিকে রাজবাটিতে না পাঠাইয়া, নিভৃতে রাজদৃষ্টি হইতে সুদূরে পালন করা হইতে লাগিল।

রাজা অনিরুদ্ধ ইতিমধ্যে দৈবজ্ঞদের কাছে শুনিলেন, রাজ-লক্ষণ-যুক্ত একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া, খ্রীষ্ট-পুরাণোক্ত রাজা হেরোদ-এর ন্যায়, তিন তিন বার, রাজ্যের তাবৎ গর্ভস্থ, স্তনন্ধয় এবং গোচারণ-ক্ষম শিশু, ইহাদের হত্যার আদেশ দিলেন; ইহাতে যথাক্রমে সাত হাজার, ছয় হাজার ও পাঁচ হাজার প্রাণ বিনষ্ট হইল। পঞ্চকল্যাণীর পুত্র কিন্তু কোনও ক্রমে বাঁচিয়া গেল; তাহাতে তাহার নাম দাঁড়াইল 'ক্যন-চচ্‌-সাঃ' (আধুনিক বর্মী উচ্চারণে Kyan-zit-tha বা চ্যন্‌-জি.ৎ-থা), অর্থাৎ 'বাঁচ-খোঁজ-জন', অর্থাৎ কিনা 'যে জন অনুসন্ধান হইতে রক্ষা পাইয়াছে'। শিশু ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ এক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় পাইয়া গোপনে বাল্যকাল ও কৈশোর কাটাইয়া দিল। পরে রাজা অনিরুদ্ধ

জানিতে পারিলেন, এই সেই রাজ-লক্ষণ-যুক্ত শিশু—কিন্তু যখন শুনিলেন যে ঐ শিশু তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা হইবে, তখন তিনি তাহাকে আর প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিলেন না; বরং কৈশোর অতিক্রম করার পরে তাহাকে নিজ সেনাদলে নিযুক্ত করিলেন।

ক্যন্-চচ্-সাঃ বা চ্যন্-জি.ৎ-থা-র ভাগ্য ফিরিল। রাজার সৈন্যগণের মধ্যে তরুণ সৈনিক ক্যন্-চচ্-সাঃ শীঘ্রই নিজ বীরত্ব প্রকট করিবার সুযোগ পাইলেন। মোন্‌দিগের রাজা, সধম্ (থাটোন্) বা সদ্ধর্মপুরের অধিপতি মনুহার নিকট রাজা অনিরুদ্ধ বৌদ্ধ-শাস্ত্র চাহিয়া পাঠাইলে, মনুহা যখন তাঁহার দূতগণকে অপমান করিলেন ও গ্রন্থাদি দিলেন না, তখন এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া মোন্ এবং বর্মী রাজা, দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল; সধম্ (থাটোন্), অর্থাৎ সদ্ধর্মপুর, এবং পুগং বা পগান্ (ইহার ভারতীয় নাম অরিমর্দনপুর)—এই দুই রাজ্যের মধ্যে জীবন-মরণ সংগ্রাম ঘটিল। অনিরুদ্ধ সৈন্যদল লইয়া দক্ষিণ-দেশে অভিযান করিলেন, এবং মোন্ সেনাকে পরাজিত করিয়া থাটোন্-নগর অবরোধ করিলেন। ক্যন্-চচ্-সাঃ-ও সেনা-মধ্যে ছিলেন। যুদ্ধে অশ্বসাদী-বীর ক্যন্-চচ্-সাঃ, সমর-কুশল বীর ঞোঙ্-উঃ-ভীঃ (Nyaung-u-hpi ঞৌঙ্-উ-ফী), তাল-বৃক্ষারোহণ-কুশল বীর ঙ-থ্বে-রূ (Nga-htwe-yu ঙা-ঠোয়ে-য়ু), কৃষক-তনয় বীর ঙ-লুঙ্-লক্-ফয়্ (Nga-lon-let-hpe ঙা-লোন্-লেৎ-ফে), ইহাঁরা চারিজনে, দৈবশক্তি-সম্পন্ন চারিটি ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া, নগর-অবরোধ-কালে অমানুষিক শৌর্য্য দেখান। শেষে থাটোন্-নগরের পতন হইল, মনুহা আত্মসমর্পণ করিলেন; সোনার শিকলে বাঁধিয়া তাঁহাকে পগানে আনা হইল। সেখানেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা হইল। থাটোন্-নগর ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল—থাটোন্ হইতে পণ্ডিত, ভিক্ষু, পুঁথি-পত্র, শিল্পী ও নানা দ্রব্য-সম্ভার পগানে আনীত হইল। পগান্ ইহার পর হইতে উন্নতির চরম অবস্থায় নীত হইল। ১০৫৭ সালে থাটোন্-নগরের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটে, এবং

ইহার কিছু পরেই ১০৫৮ সালে বর্মী-ভাষায় প্রথম অনুশাসন মোন্ লিপিতে উৎকীর্ণ হয়।

ইহার পরে অনিরুদ্ধ আরাকানে ও শান্-রাজ্যে আরও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকেন, এবং ক্যন্-চচ্-সাঃ-ও এই সকল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। শ্যাম-দেশ হইতে শানেরা আসিয়া মোন্-অধ্যুষিত পেগু-প্রদেশ আক্রমণ করিয়া, সেখানে লুঠপাট ও অন্য উপদ্রব আরম্ভ করে। অনিরুদ্ধ তখন একদল বিশেষ শৌর্য্য-সম্পন্ন ভারতীয় সৈন্যের সহিত ক্যন্-চচ্-সাঃ-কে পাঠাইয়া দেন। ক্যন্-চচ্-সাঃ-র অস্ত্রনৈপুণ্য দেখিয়া পেগুর লোকেরা মুগ্ধ হইয়া যায়, এবং অতি সহজে ক্যন্-চচ্-সাঃ আক্রমণকারী শান্দিগকে পরাস্ত করেন; শানদের নায়কেরা ধৃত হয়, ও তাহারা পলাইয়া যায়। পেগুর মোন্-রাজা প্রীত হইয়া, রাজা অনিরুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ ভেট পাঠান—স্বর্ণ-পেটিকায় ভগবান্ বুদ্ধের চারিগাছি কেশ, একটি 'খ্রংসে' (বা ছিন্-থে) অর্থাৎ শরভ-মূর্তি, এবং রাজার অন্তঃপুরের জন্য নিজের কন্যা খঙ্-উ (Hkin-u খিন্-উ)। পটাবৃত শিবিকায় রাজকন্যা পেগু হইতে পগানে নীতা হন। ক্যন্-চচ-সাঃ-র মাতা পঞ্চকল্যাণী যখন রাজা অনিরুদ্ধের নিকট আনীত হইতেছিলেন, তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। রাজকন্যা খঙ্-উ-র পালকীর পাশে-পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া ক্যন্-চচ্-সাঃ তাঁহার সঙ্গী ও রক্ষক-রূপে চলিলেন; এবং এই সান্নিধ্যের ফলে উভয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়িলেন। খঙ্-উ পগানে পঁহুছিবার পর এই ব্যাপার রাজা অনিরুদ্ধের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ক্যন্-চচ্-সাঃ-র উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন।

রাজা অনিরুদ্ধের পুত্র চো-লূঃ (Saw-lu সও-লূ) ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। চো-লূঃ দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিতে ক্যন্-চচ্-সাঃ-র সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। চো-লূঃ পিতার কোনও গুণ পায় নাই; এবং পিতার অনুষ্ঠিত বিভিন্ন যুদ্ধে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই।

তাঁহার এক ধাত্রী-পুত্র ছিল, তাহার নাম র-মন্-কন্ঃ (Yaman Kan য়ায়ান্-কান্) ; এই এক-চক্ষু র-মন্-কন্ঃ ছিল চো-লূঃর অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং ইহারই সহিত বৃথা আমোদে চো-লূঃ কালক্ষেপ করিত। চো-লূঃ ও র-মন্-কন্ঃ উভয়েই ক্যন্-চচ্-সাঃ-র প্রতি বিশেষ ঈর্ষ্যাযুক্ত ছিল।

রাজকন্যা খঙ্-উ ও তরুণ সেনানী ক্যন্-চচ্-সাঃ উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের কথা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন ; রাজার আদেশে ক্যন্-চচ্-সাঃ-কে হস্তবদ্ধ অবস্থায় রাজসভায় আনা হইল। রাজা অনিরুদ্ধ ক্যন্-চচ্-সাঃ-কে ভৎ‍র্সনা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি হঠাৎ বর্ষা লইয়া ক্যন্-চচ্-সাঃ-র প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ক্যন্-চচ্-সাঃ-র চরম কাল তখনও বহু দূরে—বর্ষা তাঁহার গায়ে লাগিল, কিন্তু দেহের ক্ষতি না করিয়া বর্ষার ফলায় হাতের দোড়ি কাটিয়া গেল, তিনি বর্ষা কুড়াইয়া লইয়া সভা হইতে বিদ্যুদ্-বেগে পলায়ন করিলেন। অনিরুদ্ধের জীবৎকালে তিনি আর রাজ-সকাশে ফিরিলেন না। তাঁহাকে ধরিবার জন্য রাজার লোকেরা চারিদিকে খোঁজ আরম্ভ করিয়া দিল ; চো-লূঃ এবং র-মন্-কন্ঃ ক্যন্-চচ্-সাঃ-র প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার বন্ধন ও বধের জন্য চেষ্টিত হইল। নানা পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া ক্যন্-চচ্-সাঃ সুদূরে পলায়ন করিলেন। ক্যন্-চচ্-সাঃ-র এই পলায়ন ও প্রবাসের কথা লইয়া, বর্মার লোকেরা এখনও নাটক অভিনয় করিয়া থাকে। ক্যন্-চচ্-সাঃ এই সময়ে একবার ঘোড়ার সহিস হইয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি উত্তর-বর্মার চচ্-কুইঙ্ (Sagaing সাগৈঙ্) জেলার দূর পল্লী-অঞ্চলে একটি বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় লাভ করেন। দুপুরের রৌদ্রে যুবক ক্যন্-চচ্ সাঃ বিহারের উদ্যানে লেবু পাড়িয়া খাইয়া, বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বসিলেন ; সেখানে বিহার-বাসী জনৈক ভিক্ষুর ভ্রাতুষ্পুত্রী, সম্ভুলা (Thambula থাম্বুলা) নামে এক তরুণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি ঐ বিহারের ভিক্ষুদের আশ্রয়ে, কন্যাটির পাণিগ্রহণ



ক্যান্-চচ্-সাঃ ও মঞ্জুলা

করিয়া, লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনিরুদ্ধের মৃত্যু পর্য্যন্ত পরম আনন্দের সহিত বাস করেন।

অরিমর্দনপুর বা পগান্‌-নগরীর সৌধ-সমৃদ্ধি জগতে অতুলনীয়। অনিরুদ্ধের রাজ্যকাল হইতেই এই নগরে বড়ো বড়ো মন্দির, বিহার ও প্রাসাদ এবং গড় প্রভৃতি তৈয়ারী হইতে থাকে। ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অনিরুদ্ধ বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

অনিরুদ্ধের পুত্র চো-লূঃ (বা সও-লূ) রাজা হইল। বর্মার প্রাচীন রীতি অনুসারে (বর্মার বাহিরেও বহু দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল), নূতন রাজা, মৃত রাজার অবরোধের রানীদের স্বামিত্ব-পদ লাভ করিত; রাজকন্যা খঙ্‌-উ-ও চো-লূঃ-র অন্যতমা স্ত্রী রূপে গৃহীতা হইলেন। চো-লূঃ নিতান্ত অপদার্থ ছিল। একদিন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু র-মন্‌-কন্‌ঃ-এর সঙ্গে সে পাশা খেলিতেছিল। র-মন্‌-কন্‌ঃ-এর জিত হইল, চো-লূঃ হারিয়া গেল; র-মন্‌-কন্‌ঃ তাহাতে বিসদৃশ উল্লাস প্রদর্শন করায়, চো-লূঃ রাগিয়া গিয়া বলিল, "সত্যকার বড়ো বীরত্ব দেখাইয়া গর্ব করো।" ইহার কিছু কাল পরে, র-মন্‌-কন্‌ঃ পেগুতে নিজ জায়গীরে গিয়া, মোন্‌-জাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পগান্‌ আক্রমণ করিতে চলিল। বিপদে পড়িয়া চো-লূঃ খোঁজ লইয়া ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-কে ডাকাইয়া আনিল, এবং তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া, র-মন্‌-কন্‌ঃ-এর সঙ্গে লড়িবার জন্য ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র সহিত দক্ষিণে রওনা হইল। র-মন্‌-কন্‌ঃ-এর মোন্‌ সৈন্যেরা আধুনিক Thayetmyo থায়েৎম্যো-নগরের দক্ষিণে ইরাবতী-নদীর এক দ্বীপে, পরিখা ও কাঠের গড় করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র পরামর্শ না শুনিয়া চো-লূঃ এই গড় আক্রমণ করিল—ফলে, যুদ্ধে বর্মীরা হারিয়া গেল, এবং চো-লূঃ ধরা পড়িল। ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ কোনও ক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইলেন, এবং এক রাত্রের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া পগানে আসিয়া পঁহুছিলেন।

পগানের অমাত্য ও মন্ত্রীরা তাঁহাকেই রাজা করিতে চাওয়ায়, তিনি বলিলেন, "আমাদের রাজা তো চো-লূঃ, তিনি এখনও জীবিত, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে।" ইতিমধ্যে মোনেরা পগান্ পর্য্যন্ত আসিয়া গেল। ক্যন্-চচ্-সাঃ একদিন রাত্রে পগান্ হইতে মোন্দের শিবিরে গুপ্তভাবে ও অতর্কিতে আসিলেন, এবং চো-লূঃ-র তাঁবুতে গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি চো-ঃলূ-কে বুঝাইয়া, তাহাকে নিজের পিঠে করিয়া লইয়া কোনও ক্রমে গুপ্ত শত্রুপুরীর মধ্য দিয়া, নৈশ অন্ধকারের আশ্রয়ে চলিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মূর্খ চো-লূঃ ভাবিল—এই ক্যন্-চচ্-সাঃ-র প্রতি আমি অত্যাচার করিয়াছি, এ আমাকে বধ করিবার জন্য-ই লইয়া যাইতেছে; এর চেয়ে র-মন্-কন্ঃ-কেই বিশ্বাস করা আমার পক্ষে ভালো। এই ভাবিয়া সে চীৎকার জুড়িয়া দিল—"ক্যন্-চচ্-সাঃ আমাকে চুরি করিয়া লইয়া পালাইতেছে।" ইহাতে নিদ্রিত মোন্ প্রহরীরা জাগিয়া উঠিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। বিপদ্ দেখিয়া, ভীষণ সমস্যায় পড়িয়া ক্যন্-চচ্-সাঃ চো-লূঃ-কে বলিলেন, "মূর্খ, তবে তুমি মরো—এই নরাধম মোন্দের হাতে কুকুরের মতো মরো।" এই বলিয়া চো-লূঃ-কে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, প্রাণরক্ষার জন্য ছুটিয়া গিয়া তিনি ইরাবতীতে ঝাঁপ দিলেন। গ্রীষ্মকালেও এখানে ইরাবতী প্রায় এক মাইল চওড়া থাকে। শ্রান্ত এবং অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া ক্যন্-চচ্-সাঃ ইরাবতীতে কূল-কিনারা ঠিক করিতে না পারায়, জলের স্রোতে প্রায় তলাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নদীগর্ভস্থ একটি দ্বীপে জলচর ম্রচ্-থ্বে (Myi-htwe মিট্-ঠোয়ে) পাখীর ডাক শুনিলেন। কাছেই স্থল আছে বুঝিয়া তিনি পাখীর ডাকের আওয়াজ অনুসরণ করিয়া ঐ দ্বীপে পঁহুছিলেন, এবং একটি জেলে-ডিঙ্গি পাইয়া, নিজে দাঁড় বাহিয়া তাহাতে করিয়া নদীর ওপারে গিয়া উঠিলেন। পগানে ফিরিবার পথ না পাওয়ায়, তিনি

উত্তর দেশে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ইতিমধ্যে র-মন্‌-কন্‌ঃ হতভাগ্য চো লূঃ-কে বধ করিল।

চো-লূঃ-র মৃত্যুতে, রাজ্য ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাতক হইলেও, প্রজা ও মন্ত্রীদের মনোনীত ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ ই ন্যায়তঃ রাজা হইলেন (১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে)। র-মন্‌-কন্‌ঃ পগানের জনতাকে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে আজ্ঞা করিয়া দূত পাঠাইল, কিন্তু পগানের বর্মী অমাত্য ও সাধারণ লোকেরা তাহার কথায় অসম্মত হইয়া বলিল—"এক-ই পল্বলে দুইটি মহিষের স্থান হয় না। আমাদের সহিত কথা কহিবার আগে তুমি ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র সঙ্গে বোঝাপড়া করো।" পগান্‌-নগর দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল; সেখানে সুবিধা করিতে না পারিয়া, র-মন্‌-কন্‌ঃ উত্তর-ব্রহ্মের 'অঙ্‌-ব' (Ava আভা) নগরের কাছে নূতন গড় বানাইয়া রহিল।

ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শীঘ্র দলে-দলে সহস্র-সহস্র বর্মী যোদ্ধা তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হইল। সৈন্যদল গঠিত করিয়া, ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ তৈয়ারী হইলেন। এই সময়ে ৰ্হঙ্‌-পুপ্পাঃ (Shin Popa শিন্‌ পোপা) নামে একজন ভূত-সিদ্ধ পুরোহিত—ইনি খুব সম্ভব অরঞ্‌ বা আর্য়ী-মতের তান্ত্রিক ধর্মগুরু ছিলেন—ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র দলে যোগ দিলেন; ইহাতে সেনাদলের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। ৰ্হঙ্‌-পুপ্পাঃ সেনাগণের মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, হাতীর মাথায়, ঘোড়ার দাবনায়, সৈন্যদের অস্ত্র-শস্ত্র ঢাল ও বর্মের উপরে, নানারূপ তান্ত্রিক মন্ত্র ও যন্ত্রের চিত্রাদি আঁকিয়া দিলেন।

যথাকালে যুদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে মোনেরা নিজেদের দেশ ছাড়িয়া উত্তর-বর্মায় এতদিন ধরিয়া আর বাস করিতে চাহিতেছিল না—তাহারা ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র শৌর্য্যের কথা জানিত, কারণ তিনি-ই তো পেগু-অঞ্চলে শান্‌দের উপদ্রব হইতে তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। এই জায়গায় তাহাদের পরাজয় হইল। তখন, "ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ এইবার

আমাদের মাংস খাইবে,” এই বলিয়া তাহারা দক্ষিণ দেশে পলাইয়া যাইতে লাগিল। র-মন্-কন্ঃ-ও যুদ্ধে সুবিধা হইল না দেখিয়া, নৌকা-যোগে ইরাবতী দিয়া পলায়ন করিল। পথে নদীর তীরে একটা গাছের উপরে কোনও অজানা পাখীর আওয়াজ শুনিয়া, নৌকার ঘরের জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া কৌতূহলী র-মন্-কন্ঃ যেমনি দেখিতে যাইবে, অমনি কোথা হইতে একটি বাণ আসিয়া তাহার চোখ বিঁধিয়া ফেলিল, বাণের ঘায়ে তখন-ই র-মন্-কন্ঃ-এর মৃত্যু হইল। ক্যন্-চচ্-সাঃ-র বিখ্যাত তীরন্দাজ সেনানী ঙ্-চঙ্-কু (Nga Singgu ঙা-সিঙ্-গু) গাছের উপরে চড়িয়া লুকাইয়া ঐরূপ আওয়াজ করে, এবং র-মন্-কন্ঃ-এর মাথা সন্ধান করিয়া তাহার অব্যর্থ বাণ নিক্ষেপ করে।

র-মন্ কন্ঃ-কে উপলক্ষ্য করিয়া, পগানের বর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোনেরা যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, এইরূপে তাহার অবসান হইল। ক্যন্-চচ্-সাঃ পগানের রাজা এবং প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। যথাবিধি ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনাইয়া, তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইল। অনিরুদ্ধের সময়ে যে বৌদ্ধ ধর্ম-গুরু বর্মী ও ব্রহ্মদেশীয় অন্য জাতিগণের প্রধান ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সেই আচার্য্য র্হন্-অরহং (শিন্-আয়াহান্) স্বয়ং হাতে ধরিয়া ক্যন্-চচ্-সাঃ-কে সিংহাসনে বসাইলেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পরে, তাঁহার বর্মী নাম বা উপনাম ক্যন্-চচ্-সাঃ-র পরিবর্তে, শাস্ত্রানুমোদিত এই সংস্কৃত বা বৌদ্ধ নাম হইল— “ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ” (পালিতে—“তিভুবনাদিচ্চ-ধম্মরাজ’) ; ক্যন-চচ্-সাঃ-র অনুশাসনাবলীতে (সবগুলি-ই মোন্-ভাষায় লিখিত) কেবল এই নাম-ই পাওয়া যায়।

যখন ক্যন্-চচ্‚সাঃ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন পগানে তাঁহার এই কয়জন রাণী ছিলেন—(১) অ-পয়্-রতনা (A-be-yadana আবে-য়াডানা)—প্রথম যৌবনে ইহাকে তিনি বিবাহ করেন ; ইঁহার গর্ভে একটি কন্যা হয়, কন্যার নাম হ্বে´-ইম্-সঞ্ (Shwe-ein-thi

শোয়ে-এইন্-দী) ; (২) খঙ্-তন্ঃ (Hkin-dan খিন্-দান্), ক্যন্-চচ্-সাঃ-র-জনৈক সেনাপতির কন্যা ; (৩) খঙ্-উ (Hkin-u খিন্-উ), পেগুর মোন্ রাজার কন্যা ; ক্যন্-চচ্-সাঃ ইঁহার-ই রক্ষক হইয়া রাজা অনিরুদ্ধের সহিত বিবাহের উদ্দেশ্যে ইঁহাকে পেগু হইতে পগানে আনয়ন করেন ; ইঁহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে ; খঙ্-উ এইরূপে পর-পর তিন জন রাজার রাণী হইলেন। এতদ্ভিন্ন, ক্যন্-চচ্-সাঃ-র (৪) সম্ভূলা-নাম্নী আর এক স্ত্রী ছিলেন, তাঁহার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে ; তখন সম্ভূলা রাজসভায় আগমন করেন নাই। পরবর্তী কালে "রাজকুমার" (Yaza-kumaya) নামে যিনি পরিচিত হন, তাহার সেই পুত্রকে লইয়া সেই সময়ে সম্ভূলা দূরে বাস করিতেছিলেন। (৫) ত্রিভুনাদিত্য-ধর্মরাজ পরে দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত চোল বা তমিল্ জাতীয় একজন রাজপুরুষের কন্যাকে বিবাহ করেন।

ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ নিজ রাজধানী অরিমর্দনপুর বা পুগং (পগান্) নগরী নানা হর্ম্যাবলী দ্বারা অলংকৃত করেন। পগান্-অঞ্চলে পাথর সুলভ নয়, সেইজন্য এই স্থানের প্রায় তাবৎ মন্দির এবং প্রাসাদ ইষ্টক-নির্মিত। ক্যন্-চচ্-সাঃ নিজের জন্য বিরাট্ এক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। তিনি পগানে ও তৎসন্নিকটে কতকগুলি বৌদ্ধ মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজের সব-চেয়ে বিরাট্ পূর্তবিষয়ক কীর্তি হইতেছে, পগানের সুবিখ্যাত 'আনন্দ-চৈত্য'। ইহা ব্রহ্মদেশের সব-চেয়ে সুন্দর ও সব-চেয়ে বিরাট্ মন্দির ; এবং বৃহত্তর ভারতের, এশিয়া-খণ্ডের, তথা সমগ্র জগতের সুবিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেবায়তনগুলির মধ্যে, এই 'আনন্দ-চৈত্য' অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হইবার যোগ্য।

১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দ-চৈত্য উৎসর্গীকৃত হয়। ভারত হইতে আগত আট জন ভিক্ষুর পরামর্শ মতো, এই চৈত্যের পরিকল্পনা হয়। পগানে শত শত মন্দির আছে, তন্মধ্যে আনন্দ-চৈত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ; কি বিশালতায়, কি সৌন্দর্যে, কি গঠন-নৈপুণ্যে, কি শিল্পময় খোদিত

চিত্রে, এই মন্দিরটি লক্ষণীয়। আনন্দ-চৈত্য সম্বন্ধে একখানি বড়ো বই লেখা যাইতে পারে। সাদা চুন-কাম করা, ইটের বিরাট মন্দিরটি; থরে থরে মন্দিরের বিভিন্ন ভূমির উর্ধ্বে ব্রাহ্মণ্য দেব-মন্দিরের চূড়ার মতো, সুন্দর তনিম-যুক্ত চূড়াটি উঠিয়াছে; এই চূড়া সোনার পাতে মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; রৌদ্রের মধ্যে উজ্জ্বল সাদা রঙ্গের মন্দিরকে উদ্ভাসিত করিয়া সোনার চূড়াটি ঝক্‌মক্ করিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে চারিটি বেদি—চারিদিকের চারি তোরণের সামনা-সামনি চারি বেদিতে চারিটি বিরাট্ বুদ্ধমূর্তি আছে; ইঁহারা ভদ্রকল্প যুগের চারি বুদ্ধ; উত্তরে ককুসন্ধ বা ক্রকুচ্ছন্দাঃ, পূর্বে কোণাগমন বা কনকমুনি, দক্ষিণে কস্‌সপ বা কাশ্যপ, এবং পশ্চিমে গোতম বা গৌতম। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি চংক্রম-পথ লক্ষণীয়—চতুষ্কোণ মন্দিরের ভিতরে সমান্তরালে এই-সব চংক্রম-পথ আছে; বিরাট্ স্তূপাকার মন্দিরের ভিতরে আলো আঁধারের মধ্যে এই সব চংক্রম-পথকে, গিরি-মধ্যস্থ সুরঙ্গ বা গুহা-পথ বলিয়া ভ্রম হয়। এই সব সুরঙ্গাকার পথের পার্শ্বে, কুলুঙ্গীর মধ্যে, বুদ্ধদেবের জীবনীর ঘটনা লইয়া খোদিত চিত্রময় প্রস্তর-ফলক অনেকগুলি আছে—এগুলি সংখ্যায় প্রায় যাটটি হইবে। এই প্রস্তর-ফলকগুলির রূপকর্ম বা শিল্প-কার্য্য, ভারত হইতে আনীত ভাস্কর ও তাহাদের মোন্, প্যূ ও বর্মী শিষ্যদের শিল্প-সৃষ্টির মনোহর নিদর্শন-রূপে বিদ্যমান; বৃহত্তর ভারতের তথা ভারতবর্ষের শিল্পেতিহাসে এগুলি অমূল্য বস্তু। কতকগুলি ফলক সম্পূর্ণ-রূপে ভারতের, তখনকার দিনের গৌড়-মগধের শিল্পীদের কৃতি; কতকগুলিতে আবার ভারতীয় শিক্ষকের হাতের সঙ্গে-সঙ্গে, স্থানীয় ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীদের হাত পড়িয়াছে দেখা যায়; আবার কতকগুলি কেবল ব্রহ্মদেশের শিল্পীদের কার্য্য। মন্দিরের বাহিরে, সারা প্রাচীর-গাত্র জুড়িয়া, বিভিন্ন স্তরে প্রায় ১৫০০ পোড়া-মাটির ফলক-চিত্র আছে —এগুলি মুখ্যতঃ ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীদের কৃতিত্ব, এগুলিতে বৌদ্ধ জাতকের কয়েকটি উপাখ্যান চিত্রিত। প্রত্যেক চিত্র-ফলকের চিত্রের

তলায় মোন্-ভাষায় চিত্রের বিষয় কী তাহা লেখা আছে। এই পোড়া-মাটির চিত্রগুলিও, ব্রহ্মদেশ তথা সমগ্র বৃহত্তর ভারতের শিল্পের এক অপূর্ব সম্পদ্। নীজের চোখে না দেখিয়া আসিলে, এই মহনীয় ধর্মায়তনের সৌন্দর্য্য ও গৌরব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কেবল ছবি দেখিয়া ও বর্ণনা শুনিয়া উপলব্ধি করা অসম্ভব।

এমনি করিয়া ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই মন্দির গড়িয়া তুলেন। এই মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমের বেদির সমুখের পথে, বিরাট্ বুদ্ধ-মূর্তির পাদদেশে, মানবাকারের দুইটি নতজানু প্রস্তর-মূর্তি বিদ্যমান; একটি মুকুট মাথায় বল-দৃপ্ত মহান্ রাজাধিরাজ ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ-র, আর অন্যটি নগ্নশির বিনয়াবনত ধর্মগুরু র্হন্-অরহং-এর— রাজা ও সন্ন্যাসী, উভয়েই হাত জোড় করিয়া বুদ্ধের আরাধনায় নিযুক্ত। ব্রহ্মদেশে এই দুইটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির একমাত্র প্রস্তর-মূর্তি। রাজা ও সন্ন্যাসী, উভয়ের-ই ব্যক্তিত্ব এই দুই মূর্তিতে অতি চমৎকার-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্যন্-চচ-সাঃ-র মূর্তিতে সম্রাটের গৌরবময় চরিত্রের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ক্যন্-চচ-সাঃ-র প্রতিকৃতিতে উন্নত নাসা ও সুদৃঢ় চিবুক হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার দেহে ভারতীয় (খুব সম্ভব আর্য্য ক্ষত্রিয়) রক্ত প্রবাহিত ছিল—তাঁহার মাতা আরাকানের কোনও ভারতীয় রাজবংশের কন্যা ছিলেন, একথা স্মরণ করিতে হইবে।

খুব ঘটা করিয়া ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ এই বুদ্ধ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা-উৎসবের একটি সুন্দর বর্ণনা মোন্-ভাষায় লিখিত তাঁহার নিজেরই এক শিলা-লেখে পাওয়া যায়। সমবেত ভিক্ষু ও প্রজাদের মিছিলের সহিত রাজা শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করেন।

এই ধর্মমন্দির প্রস্তুত সম্পর্কে তখনকার যুগোপযোগী দুইটি নিষ্ঠুর কথা শোনা যায়। প্রথম—মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন সময়ে একটি

শিশুকে জীবন্ত সমাহিত করা হয়; আনন্দ-চৈত্যের সেবায়তেরা এখনও যে জায়গায় শিশুর মাতা কাঁদিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিল সেই জায়গা দেখাইয়া থাকে। দ্বিতীয়—পাছে ভবিষ্যতে আনন্দ-চৈত্য অপেক্ষা সুন্দরতর ও বৃহত্তর মন্দির অন্য কাহারও অনুমতি অনুসারে তৈয়ারী করিয়া দেয় এই আশঙ্কায়, ক্যন্-চচ্-সাঃ নাকি মন্দিরের পরিকল্পক ও প্রস্তুত-কারক শিল্পীকে বধ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় উপাখ্যান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আনন্দচৈত্য ছাড়া, ক্যন্-চচ্-সাঃ আরও কতকগুলি মন্দির প্রস্তুত করান। এগুলি তাঁহার জীবনের নানা ঘটনার স্মারক-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; তন্মধ্যে দুই-একটি তাঁহার মাতার স্মারক। রাজা অনিরুদ্ধের অসমাপ্ত হ্বে´-চঞ্ঃ-খুং (Shwe-zi-gon শোয়ে-জি-গোন্) চৈত্যকে সম্পূর্ণ করেন। এইরূপ বহু বহু ধর্মীয় পূর্ত-বিষয়ক অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি নিজের রাজত্ব সার্থক করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মের সেবক,এবং রাজসভার কার্য্যে ও জীবনে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুষ্ঠাতা হইলেও, ক্যন্-চচ্-সাঃ স্বজাতীয় বর্মীদের প্রাচীন ধর্ম—দেবতা ও উপদেবতা পূজা—বর্জন করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে পুপ্পা-পর্বতের দুই 'নাৎ' বা দেবতা, ঙ-তঙ্ঃ-তয়্ (Nga-tin-de ঙা-টিন্-ডে) তাহার ভগিনী হ্বে´-ম্যক্-ন্হা (Shwe-myit-hna শোয়ে-ম্যিৎ-হ্না) তাঁহাকে সর্বদাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এই দেবতারাই পাখীর ডাক শুনাইয়া তাঁহাকে ইরাবতী-নদীতে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন, রাজা অনিরুদ্ধের বর্ষার আঘাত হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্যন্-চচ্-সাঃ-র একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। পুত্রটি তাহার মাতার সহিত দূরে বাস করিত—ইহাদের কথা তিনি এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইবার পরেও, বহুকাল ধরিয়া সম্ভূলা ও তৎপুত্র রাজকুমার তাঁহার নিকটে আসেন নাই। ক্যন্-চচ্-সাঃ রাজা হইবার পরে, মৃত রাজা চো-লুঃ-র একমাত্র পুত্র

চো-য়্ম্ বা চো-য়্ন্ (Saw-yun সও-য়ুন্)-এর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। রাজ্যের দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে ক্যন্-চচ্-সাঃ-র এক দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ হয় ; তাহাতে রাজা আনন্দে অধীর হইয়া ঐ শিশুকেই নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রজাগণ-সমক্ষে স্বীকার করিয়া লন। ঐ শিশু পরে অ-লোঙ্ঃ-চঞ্-স্যূঃ (A-laung-si-thu আ-লৌঙ্-সি-দূ) নামে রাজা হয় (১১১২-১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে)।

রাজা দৌহিত্রকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন, রাজ্যলাভের দ্বিতীয় বর্ষে। ইতিমধ্যে তাঁহার অন্যতমা পত্নী সম্ভুলা একমাত্র পুত্র রাজকুমারকে লইয়া তাঁহার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমাদরের সহিত সম্ভুলাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্মান-সূচক পদবীতে ভূষিত করিলেন—"উঃ-ছোক্-পন্ঃ (U-hsauk-pan উ-স্হৌক্ পান্) ত্রিলোকাবটংসকা।" একমাত্র পুত্র রাজকুমারকে কিন্তু যুবরাজ করিলেন না ; কারণ ইতিপূর্বেই দৌহিত্রকে যুবরাজের অধিকার বা মর্য্যাদা দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে ভূ-সম্পত্তি দিয়া, সামন্ত রাজগণের অন্যতম করিয়া দিলেন। ক্যন্-চচ্-সাঃ-র পিতৃত্ব লইয়া সন্দেহ থাকায়, প্রজাদের মধ্যে অনিরুদ্ধের প্রপৌত্রের অধিকার ক্যন্-চচ্সাঃ-র পুত্রের অপেক্ষা অধিকতর বলবৎ বিবেচিত হওয়া-ই সম্ভব ; হয়-তো এই কারণেই ক্যন্-চচ্-সাঃ পুত্রকে তাঁহার প্রাপ্য যৌবরাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হন।

এই রাজকুমার কিন্তু ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ১১১২ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বৃদ্ধ বয়সে, ক্যন্-চচ্-সাঃ অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে সম্ভুলার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাঁহার পুত্র রাজকুমার, খুব সম্ভব পিতার কুশল কামনায়, ম্র-চেতি (Myazedi ম্যা-জেদি) মন্দিরে একটি স্বর্ণময় বুদ্ধ-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠার কথা তিনি দুইটি চতুষ্কোণ প্রস্তর-স্তম্ভে খোদিত করিয়া রাখেন। প্রত্যেক স্তম্ভের চারিদিকের এক-

এক দিকে, পালি, মোন্, প্যু ও বর্মী, এই চারি ভাষার একটি করিয়া ভাষায়, সব কথা লিপিবদ্ধ করেন। এই দুইটি স্তম্ভের মোন্, প্যু ও বর্মী অনুশাসনগুলি ব্রহ্মদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, এবং এই অনুশাসন হইতে ক্যন্-চচ্-সাঃ-র জীবনের প্রধান-প্রধান দুইটি তারিখ ও কতকগুলি ঘটনার কথা জানা যায়।

এইরূপে ২৮ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়া, ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ, যিনি একাধারে ব্রহ্ম-দেশের অশোক, 'বিক্রমাদিত্য' ও আকবর ছিলেন, এবং ব্রহ্মের ইতিহাসের সমস্ত শৌর্য্য ও রোমান্স যাঁহাতে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল, যিনি ব্রহ্মদেশকে নানা বিষয়ে নূতন জিনিস এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্বের গৌরব দান করিয়া ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তিনি ১১১২ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। তাঁহার সময়ের ব্রহ্মদেশের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, মোন্-ভাষায় লিখিত শিলালেখ-সমূহে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহার গৌরব-বৃদ্ধির প্রয়াস করেন; এই বিষ্ণু ব্রাহ্মণ্য-চিন্তায় পরিকল্পিত জগৎ-পরিপালক ভগবান্ বিষ্ণু নহেন, বৌদ্ধ মতে ইঁহাকে বুদ্ধদেবের সামসময়িক বিষ্ণু নামে এক ঋষি বলিয়া কল্পনা হইয়াছে। এই রাজাকে ব্রহ্মদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের চেয়ে গৌরবময় রাজা বলা যায়। ইঁহার ইতিবৃত্ত ও চরিত্র এবং ইঁহার ব্যক্তিত্ব, তথা ইঁহার সময়ের ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি, বিশেষ সূক্ষ্মতার সহিত আলোচিত হইবার যোগ্য॥

এই প্রবন্ধ নিম্নলিখিত পুস্তক অবলম্বনে লিখিত:—G. E. Harvey, History of Burma, Longmans Green & Co., Ltd., 1925, পৃঃ ১৮-৪৪; G. E. Harvey-রচিত ছোট স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস, Outline of Burmese History, Longmans Green & Co., Ltd., 1929, ও উক্ত Outline-এর বর্মী ভাষায় অনুবাদ (বর্মী নামগুলির যথাযথ বানানের জন্য)। এতদ্ভিন্ন ক্যন্-চচ্-সাঃ-র কীর্তি সম্বন্ধে আলোচ্য—Epigraphia Birmanica,

Vol. 1, Parts I & II, 1919-1920 (ক্যন্-চচ্-সাঃ ও তৎপুত্রের অনুশাসনাবলী), Vol. II, Parts I & II, 1921 (আনন্দ-চৈত্যের পোড়া-মাটির চিত্র-ফলক ও তদন্তর্গত মোন্ লিপির আলোচনা); এবং Annual Report for 1913-1914 of the Archaeological Survey of India, পৃঃ ৬৩-৯৭—Charles Duroiselle-রচিত Stone Sculptures in the Ananda Pagoda at Pagan প্রবন্ধ। অনিরুদ্ধ ও ক্যন্-চচ্-সাঃ সম্বন্ধে প্রাচীন কাহিনী ও ইতিহাস, বর্মী-ভাষায় সংকলিত ইতিহাস-মধ্যে পাওয়া যায়; হ্মন্-নন্ রাজবংশ' (Hman-nan Yazawin)—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত—এই প্রকার 'ইতিহাস' মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই-সব ইতিহাস, পুরাণ-কথার মত অতিরঞ্জিত; এগুলির আখ্যায়িকা-সমূহ কিছুটা সত্য, কিন্তু রোমন্সের খনি; অনিরুদ্ধ ও ক্যন্-চচ্-সাঃ-র এবং অন্য প্রাচীন বর্মী রাজাদের সম্বন্ধে প্রচলিত উপাখ্যানাবলীর মুখ্য আধার এই-সব 'ইতিহাস' বই।

চীনা দেব-কাহিনী

পৃথিবীতে যে কয়টি জাতি স্বাধীন-ভাবে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট সভ্যতার উদ্ভাবন করিয়াছিল, চীনারা তাহাদের অন্যতম। বহু জাতির সভ্যতা পূরাপূরি তাহাদের নিজেদের কৃতিত্বের ফল নহে, তাহারা প্রাচীনতর অথবা সামসময়িক নানা জাতির সৃষ্ট সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, সেই সভ্যতাকে নূতন আকার দান করিয়াছিল মাত্র। স্বাধীন-ভাবে সভ্যতা উদ্ভূত হয় মিসরে, মেসোপোতামিয়ায়, ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে, উত্তর-আমেরিকায় মেক্সিকো ও য়ুকাতান প্রদেশে, এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় ইকোয়েডর, পেরু ও বোলিভিয়ায়। অতি প্রাচীন কালেই অন্য জাতির সাহচর্য্য বা সহায়তা না লইয়া, এই-সব দেশে এক-একটি বিশিষ্ট সভ্যতা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। জগতের প্রাচীন ও অধুনিক যুগে যে বহু বিভিন্ন সভ্যতা বা সংস্কৃতি ভিন্ন-ভিন্ন দেশে প্রকটিত হয়, সেগুলি মুখ্যতঃ এই কয়টি আদিম ও স্বতন্ত্র সভ্যতার আধারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অধুনাতন কালে, এই আদিম সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি একেবারে লুপ্ত, কিংবা সম্পুর্ণ-রূপে নূতন কলেবর ধারণ করিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন বা আদিম রূপের সহিত অব্যাহত যোগ-সূত্র অতি অল্প দেশেই বিদ্যমান দেখা যায়। প্রায় সর্বত্র ধর্ম অথবা ভাষা, কিংবা এই দুইয়ের পরিবর্তনের ফলে, যোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা প্রাচীন চিন্তা ও সভ্যতার ধারা প্রতিহত ও ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

যে-সকল দেশে প্রাচীনের এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন যোগ দেখা যায়, সে-সকল দেশের মধ্যে এখন কেবল ভারতবর্ষ ও চীনের নাম করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের অনার্য্য (কোল ও দ্রাবিড়) এবং আর্য্য-জাতির সহযোগিতায় সৃষ্ট সভ্যতা, এবং চীনের প্রাচীন

মোঙ্গোল-জাতির সৃষ্ট সভ্যতা, উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, নানা বিষয়ে ইহাদের মধ্যে বৈষম্য লক্ষণীয়। একটি প্রধান বিষয়ে এই দুই দেশের সংস্কৃতিতে পার্থক্য বেশ দেখা যায়। ভারতীয় ও চীনা এই দুই জাতির মনোভাব উহাদের পৌরাণিক বা দেবতা-বিষয়ক কাহিনীতে যে-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে এই পার্থক্য-টুকু বেশ ধরা যায়। ভারতের দেব-কথায় কল্পনা ও রোমান্স অর্থাৎ 'রমন্যাস'-এর যে মনোহর বিকাশ দেখা যায়—যে বিকাশ অনন্যজাতিসাধারণ—মাত্র আর্য্য গ্রীক জাতি, কেল্‌টিক ও টিউটনিক জাতি এবং শেমীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত দেব-কাহিনীতেই তাহার অনুরূপ কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-বিন্যাস দেখা যায়; চীনদেশের দেব-কাহিনীতে তাহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক, সংস্কৃতে এবং দেশ-ভাষায় রচিত ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে নিহিত আমাদের দেব-কথার মতো কাব্যরসে ও মানবের চিরন্তন প্রিয় ভাবাবলীতে পূর্ণ দেব-কথা বা ইতি-কথা, ভারতের বাহিরের আর্য্য ও শেমীয় জগৎ ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। শিব, উমা, বিষ্ণু, শ্রী প্রভৃতি দেবতাদের কাহিনী, সাগর-মন্থন প্রভৃতি কথা, রামায়ণ-মহাভারতের গাথা, উর্বশী-পুরূরবাঃ সাবিত্রী-সত্যবান্ নল-দময়ন্তী প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর উপাখ্যান, মধ্যযুগে সৃষ্ট লখিন্দর-বেহুলা ও অন্য নবীন পৌরাণিক উপাখ্যান, ভক্তদের কথা—এরূপ জিনিস, বা এগুলির সঙ্গে তুলিতে হইতে পারে এরূপ জিনিস, চীনদেশে একেবারে দুর্লভ। চীনাদের দেব-কাহিনীতে অদ্ভুত রস এবং মানবিকতা এই দু'য়ের-ই অভাব। এ বিষয়ে জাপানীরা চীনাদের চেয়ে অনেক অধিক অগ্রসর।

কিন্তু তাই বলিয়া চীনা দেবতালোকে দুই-চারিটি চিত্তাকর্ষক কল্পনা ও কথা যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তাহা বলা চলে না। চীনাদের মধ্যে উদ্ভূত দেব-কাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিত (যেমন ফরাসী রোমান-কাথলিক পাদ্রি

Prèe Henri Doré আঁরি দোরে) আজ-কালকার দিনে চীনাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস, দেবতা-বাদ ও অনুষ্ঠানের আলোচনা করিয়া, চীনা পটুয়াদের আঁকা ছবি সমেত বড়ো-বড়ো কতগুলি বই লিখিয়াছেন। কিন্তু এই-সব দেবতাদের উদ্ভব ও ইহাদের বিকাশ সম্বন্ধে ভালো-মতো গবেষণা কেহ করেন নাই। বৈদিক, ব্রাহ্মণিক ও ঔপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন, মৌর্য্য, সুঙ্গ, যবন ও শক, অন্ধ্র ও কুষাণ, গুপ্ত, পল্লব ও তৎপরবর্তী কাল —হিন্দু ইতিহাসের এই-সমস্ত বিভিন্ন যুগ ধরিয়া, হিন্দু শাস্ত্র, সাহিত্য ও শিল্প-কলা মিলাইয়া, ভারতীয় দেবতা-বাদ ও দেব-কাহিনীর একটা মোটামুটি ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে; Muir মিউয়র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, Hopkins হপ্‌কিন্স্, কৃষ্ণশাস্ত্রী, গোপীনাথ রাও, আনন্দ কুমারস্বামী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন। চীনদেশে কিন্তু Hia বা Hsia শিয়া (২২০৫-১৭৬৭ খ্রীঃ পূঃ), Shang শাঙ্ (১৭৬৬-১১২২ খ্রীঃ পূঃ), Chou চোউ (১১২২-২৫৫ খ্রীঃ পূঃ), Ts'in ছিন ও Han হান্ (২২১ খ্রীঃ পূঃ—২০৬ খ্রীঃ), নানা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজবংশ (২০৬-৬১৮ খ্রীঃ), T'ang থাঙ্ (৬১৮-৯৬০), Sung সুঙ্ (৯৬০-১২৮০), Yuan য়ুআন্ (১২৮০-১৩৬৮), Ming মিঙ্ (১৩৬৮-১৬৪৪)—এই-সব বিভিন্ন যুগ ধরিয়া, চীনা সাহিত্য ও শিল্প মিলাইয়া, চীনা দেব-কাহিনীর পরম্পরাগত ক্রম-বিকাশ দেখাইবার কাজে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছুকাল হইল চীনা দেবতাবাদ সম্বন্ধে ইংরাজীতে দুইখানি বড়ো-বড়ো বই প্রকাশিত হইয়াছে—E. T. C. Werner-কৃত Myths and Legends of China (London, Harrap, 1922) এবং J. G. Ferguson-কৃত Chinese Mythology (Mythology of all Races, Vol. VIII, Chinese, Japanese—Marshall Jones & Co., Boston, 1928)—কিন্তু দুইখানি-ই অত্যন্ত অনুপযোগী। ফরাসী চীনবিৎ Henry Maspéro আঁরি মাস্‌পেরো ১৯২৪ সালে Journal Asiatique পত্রে

Legendes Mythologiques dans le Chou King অর্থাৎ 'শূ-কিঙ্ নামক প্রাচীন চীনা ইতিহাস-গ্রন্থে সংরক্ষিত দৈব-কাহিনী' নাম দিয়া যে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে চীন-দেশের দেব-কথা-আলোচনায় ঐতিহাসিক ও তুলনাত্মক একটি নূতন পদ্ধতি তিনি নির্দেশ করিয়া দেন। এই পদ্ধতি ধরিয়া আলোচনা করিলে, আশা করা যায়, চীনাদেব ধর্ম ও দেব-কাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক সংবাদ আমরা ক্রমে পাইব।

একটি মত-বাদ অতি প্রাচীন কাল হইতে চীনদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে গৃহীত হইয়া যায় যে, আধুনিক কালে নরলোকে পূজিত দেবতারা প্রাচীন কালের মানুষ ব্যতীত আর কিছু-ই নহেন। এইরূপ মত-বাদ প্রাচীন গ্রীসেও Euhemeros এউহেমেরোস্ নামক একজন পণ্ডিত কর্তৃক খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র দিকে প্রচারিত হইয়াছিল—Euhemeros-এর নাম হইতে এই মতবাদকে ইউরোপে Euhemerism বলে। এই প্রকারের বিশ্বাস বা মত-বাদ চীনদেশে আসিয়া যাওয়ায়, চীনা দেব-কাহিনীর আলোচনা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

চীনদেশের দেব-কাহিনীতে তিনটি কথা বা উপাখ্যান সব-চেয়ে সুন্দর এবং সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত।

প্রথমটির মধ্যে আখ্যান বা কথা-বস্তু বিশেষ কিছু নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী দুইটিকে চীনা পুরাণের সব-চেয়ে মনোজ্ঞ উপাখ্যান বলিতে পারা যায়। নিম্নে সেই তিনটি দেব-কাহিনী বিবৃত হইতেছে।

[১] চীনা পুরুষ ও প্রকৃতি

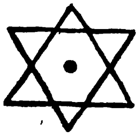
আমাদের দেশে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার আছে, এই দুই ভাবের প্রতীক-স্বরূপ যেমন বিশ্বপিতা শিব এবং জগন্মাতা উমার কল্পনা আছে,—অনুরূপ বিচার ও কল্পনা চীনাদের মধ্যেও আছে। তবে চীনা দার্শনিক বিচার এবং দেব-কল্পনা

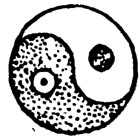
গভীরত্বে, ব্যাপকত্বে ও মনোহারিতায় আমাদের দেশের বিচার ও কল্পনার কাছে পঁহুছিতে পারে না। পুরুষকে চীনারা Yang 'য়াঙ্' বলে, এবং প্রকৃতিকে বলে Yin 'য়িন্' ('য়িন্' শব্দ প্রাচীন উচ্চারণে *yem 'য়ম্' ছিল)। শব্দ দুইটির মৌলিক অর্থ যথাক্রমে 'রৌদ্র' ও 'ছায়া', অথবা 'আলো' ও 'আঁধার'। য়াঙ্ বা রৌদ্রের অন্য অর্থ ছিল 'দক্ষিণ দিক্', 'উত্তাপ', 'সৃষ্টি-শক্তি' ; এবং য়িন্ বা ছায়ার অন্য অর্থ 'উত্তর', 'শীতল', 'রহস্যাবৃত'। চীনাদের বিশ্বাস এই যে, সমগ্র বিশ্ব-সংসার, বহির্জগত ও অন্তর্জগৎ, এই য়াঙ্ ও য়িন্ এর মিলনের ফল। আমাদের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মতো য়াঙ্-গুণ ও য়িন্-গুণ মানব-প্রকৃতিতে এবং বাহ্য প্রকৃতিতে কার্য্যকর হয়। চীনাদের মতে, য়াঙ্ হইতেছে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আধার।

য়াঙ্ ও য়িন্ ভিন্ন, চীনের বিভিন্ন দার্শনিক মত-বাদে, পরব্রহ্ম বা আদি কারণ রূপে, 'দেবতা' (Thien থিয়েন্), নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম (Tao 'তাও'—অর্থ, 'পথ'—যাহার মধ্য দিয়া সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে—পথ-বাচক এই Tao শব্দের নিকটতম সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে 'ঋত'—'ঋ'-ধাতু—'অর্তি, ঋচ্ছতি', গমন-অর্থে—'ঋ' + '-ত' = 'ঋত' = গত ; তুলনীয়, 'সৃ'-ধাতু গমন-অর্থে—'সৃ' + '-ত' = 'সৃত', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'সট, সড', তাহাতে স্বার্থে 'ক' বা '-ক্ক' প্রত্যয়ের যোগে 'সডক্ক', ভাষায় 'সড়ক' = পথ), স্রষ্টা পরমেশ্বর (Shang Ti শাঙ্-তী), আদি বা মহামূল (Thai Chi থাই-চী), চিৎ-শক্তি বা নীতি (Li লী), প্রভৃতি নির্ধারিত হইয়াছে। আদি কারণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম Tao তাও হইতে জাত য়াঙ্-য়িন্, অর্থাৎ পুরুষ-গুণ ও প্রকৃতি-গুণ, পৃথিবীর তাবৎ পদার্থের অন্তর্নিহিত বলিয়া স্বীকৃত।

য়াঙ্-য়িন্ হইল জগতের সৃষ্টি ও পরিচালন ব্যাপারের অন্তর্নিহিত শক্তি। চীনারা ইহাদের সাকার কল্পনাও করিয়াছে। য়াঙ্-য়িন্ সর্বদা একত্র অবস্থিত। য়াঙ্-য়িন্-এর প্রতীক্ বা চিহ্ন চীনদেশের সর্বত্র সুপরিচিত—চীনাদের দেবালয়ে, বাস-ভবনে, আসবাব-পত্রে,

পরিচ্ছদে, য়াঙ্-য়িন্-এর চিহ্ন লাঞ্ছন-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এই চিহ্ন প্রদর্শিত হইল। একটি বৃত্ত, মধ্যে একটি আবর্ত-রেখার দ্বারা মৎস্য-রূপানুকারী দুইটি অংশে বিভক্ত; এক অংশ শ্বেত, অন্য অংশ কৃষ্ণ, এবং প্রত্যেক অংশে চক্ষুর মতো ক্ষুদ্র একটি করিয়া বিন্দু আছে।





এই চিহ্নের সহিত আমাদের শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির লাঞ্ছন তুলিত হইতে পারে—আমাদের পুরুষ-প্রকৃতির লাঞ্ছনকে 'ষট্কোণ' বলে—দুইটি সমকোণ ত্রিভুজ পরস্পরের সহিত গ্রথিত; একটি ত্রিভুজ ঊর্ধ্বমুখ, অন্যটি অধোমুখ; ঊর্ধ্বমুখ ত্রিভুজটি শিব বা পুরুষের প্রতীক—উহার তিনটি ভুজ, ব্রহ্মের গুণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের জ্ঞাপক; অধোমুখ ত্রিভুজটি শক্তি বা প্রকৃতির প্রতীক, তিনটি ভুজ প্রকৃতির গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে নির্দেশ করে।

চীনাদের মতে, অনেক সময়ে জগতে য়াঙ্ ও য়িন্ এর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য হয়। তাহার ফলেই যত কিছু নৈসর্গিক ও মানুষের আভ্যন্তরিক বিপত্তি ও অস্বস্তি ঘটে। য়াঙ্ এবং য়িন্-এর সামঞ্জস্য হইলেই, জগতে নিয়মানুবর্তিতা এবং সুখ ও শান্তি বিরাজ করে। জগতে ও মানব-দেহে য়াঙ্ ও য়িন্-এর সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য চীনা লৌকিক ধর্ম ও চীনা বৈদ্যক-শাস্ত্র নানা ভাবে চেষ্টিত।

য়াঙ্-য়িন্-এর সাকার কল্পনায়, য়াঙ্-এর মূর্তি হইতেছে Tung Wang Kung তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ নামক দেব, এবং য়িন্-এর মূর্তি হইতেছে Si Wang Mu সী-ওআঙ্-মূ (অথবা Hsi Wang Mu শী-ওআঙ্-মূ) নাম্নী দেবী। এই দুই দেব-মূর্তির কল্পনা অতি প্রাচীন

কাল হইতেই চীনাদের মধ্যে বিদ্যমান—চীনের প্রাচীনতম ভাস্কর্যের নিদর্শনে এই দুই দেবতার চিত্র পাওয়া যায়। এই দেবতাদ্বয়ের মধ্যে, প্রকৃতি-রূপিণী সী-ওআঙ্‌-মূ (অর্থাৎ 'পশ্চিমের রানী-মা'—Si বা Hsi অর্থে 'পশ্চিম', Wang অর্থে 'রাজা' বা 'রাজকীয়', Mu অর্থে 'মাতা') প্রাচীন চীনে বিশেষ প্রভাবান্বিতা দেবতা ছিলেন। তিনি এক হিসাবে বিশ্বমাতা ; মানুষের প্রার্থনা তাঁহার কাছে পঁহুছায় ; তিনি অমৃতময় স্বর্গীয় peach পীচ-ফলের বা শফ্‌তালুর অধিকারিণী। এই পীচ-ফল আহারে মানব অমরত্ব লাভ করে ; কেবল দেবীর-ই কৃপাতে ধার্মিক মানুষ এই ফল লাভ করিতে পারে। সী-ওআঙ্‌-মূ চীনাদের জাতীয় হৃদয় হইতে, স্বাধীন বা বিশুদ্ধ চীনা কল্পনা হইতে উদ্ভূতা দেবী। চীনারা বিশ্বাস করে যে, তিনি চীন-দেশের পশ্চিমে K'un Lun খুন্‌-লুন্‌ পর্বতের মধ্যে অতি রমণীয় প্রদেশে নিজ ধামে বিরাজ করেন ; এই স্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য,—যেমন আমাদের শিবের কৈলাস। খুন্‌ লুন্‌ পর্বতেই তাঁহার স্বর্গ। সেখানে এক অতি সুন্দর উদ্যান আছে—সেই উদ্যানে, আমাদের স্বর্গের নন্দন-কাননের পারিজাতের মতো, অমৃতময় পীচ-ফলের বৃক্ষ বিদ্যমান। উদ্যানের মধ্যে এক রত্নময় জলাশয় আছে। দেবীর বাহন দেবলোকবাসী Feng ফ্যঙ্‌ অর্থাৎ phoenix ফোইনিক্স বা 'ফীনিক্স' পাখী—ময়ূরের মতো এই পাখী, পৃথিবীতে কেহ ইহাকে দেখিতে পায় না ; আমাদের লক্ষ্মীর পেচকের মতো বা সরস্বতীর হংস বা ময়ূরের মতো, এই পাখী সর্বদা দেবীর সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। দেবীর অনুচরগণও তাঁহার সেবায় নিকটে বিদ্যমান। দিব্যশক্তি-সম্পন্ন দেবর্ষিগণ সী-ওআঙ্‌-মূ-র স্বর্গে তাঁহার পারিষদ-রূপে বাস করেন। অন্য দেবতারাও এই স্বর্গে আগমন করেন। দেবীর পুত্র-কন্যাগণও এই স্বর্গে থাকেন। প্রতি তিন সহস্র বৎসর অন্তর, দিব্য পীচ-ফল ও অন্যান্য স্বর্গীয় খাদ্য আহার করিবার জন্য এই স্বর্গে সমস্ত দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হন। চীনারা প্রাণ-মন দিয়া এই স্বর্গের সৌন্দর্য্য কল্পনা

করিয়া গিয়াছে—ছবিতে ইহার সৌন্দর্য্য ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে, বর্ণনায় ইহাকে পরিস্ফুট করিবা'র প্রয়াস পাইয়াছে।

পরবর্তী কালে বৌদ্ধ-ধর্মের আগমনের ফলে, চীনদেশে অমিতাভ বুদ্ধ এবং অবলোকিত-স্বর বা অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের পূজা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে—পশ্চিম-দেশে অবস্থিত বুদ্ধ অমিতাভের স্বর্গ, চীনাদের ও জাপানীদের কল্পনাতে অপূর্ব মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে পূরিত হইয়া উঠে, এবং ইহাদের চিত্তে অমিতাভ বুদ্ধ (আধুনিক চীনায় Omito Fo, জাপানীতে Amida Butsu) কর্তৃক অধ্যুষিত এই স্বর্গ, পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর চীনদেশে আসিয়া পুরুষ হইতে স্ত্রী-দেবীতে পরিবর্তিত হইয়া যান—অবলোকিতেশ্বর (বা অবলোকিত-স্বর) চীন-দেশে Kuan-yin কুআন্-য়িন্ (জাপানীতে Kwannon কান্নোন্ বা খান্নোঙ্) নামে করুণাময়ী মাতৃদেবীতে পরিণত হন, এবং চীন ও জাপানের চিত্তে এই দেবী-রূপে তিনি এখনও রাজত্ব করিতেছেন; এখন ইহাদের লোকপ্রিয়তার কারণে, সী-ওআঙ্-মূ-র প্রভাব চীনাদের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। সী-ওআঙ্-মূ এখন কেবল পরী-রাজ্যের রানী-মাত্র হইয়া গিয়াছেন—চীনাদের আকুল প্রার্থনার বিষয়ীভূত দেবী বা বিশ্বমাতা আর তিনি নহেন। চীন হইতে জাপানেও সী-ওআঙ্-মূ-র মাহাত্ম্যের প্রচার হয়, জাপানে Sei-o-bo 'সেই-ও-বো' নামে দেবীর আদর এখনও অল্প-স্বল্প আছে।

সী-ওআঙ্-মূ যেমন জীবন্ত দেবতা হইয়া দাঁড়ান, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, পুরুষ-ভাবের সাকার মূর্তি স্বরূপ দেব তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ কিন্তু সেরূপটি হইতে পারেন নাই; দেবতা-হিসাবে তিনি অনেকটা নিষ্ক্রিয়, যেন শব-রূপী শিব; যেন তাঁহাকে মাতৃশক্তি-স্বরূপিণী সী-ওআঙ্-মূ-র পুরুষ প্রতিরূপ-হিসাবেই কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। 'তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্' এই নামটির অর্থ 'পূর্বদিকের রাজা ও নেতা (অথবা মহাভাগ বা

মহাপুরুষ)' ; Tung শব্দের অর্থ 'পূর্বদিক', Wang অর্থে 'রাজা', এবং Kung শব্দটি বহু-অর্থ-প্রকাশক—ইহার মৌলিক অর্থ, 'ব্যক্তি-গত সম্পত্তির ন্যায্য বিভাগ-করণ', ও তাহা হইতে এই অর্থগুলি উদ্ভূত হয়—'লৌকিক, বা সর্বজন-সাধারণ ; নিরপেক্ষ ; নেতা ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ; পুরুষ।' প্রকৃতি-দেবী হইলেন পশ্চিমে অবস্থিত স্বর্গের রানী, এবং পুরুষ-দেব হইলেন পূর্বদিকের অধিপতি লোকপাল-বিশেষ। পূর্ব ও পশ্চিম—পরস্পরেব বিরোধী ; আবার পূর্ব ও পশ্চিম জুড়িয়া-ই বিশ্ব। এই বিচার অনুসারে, চীনা ভাষাতে তুঙ্-সী (=পূর্ব-পশ্চিম), এই সমস্ত-পদ, 'বিশ্ব-জগৎ' অথবা things in general বা 'সমগ্র পদার্থ-নিচয়' এই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

সী-ওআঙ্-মূ-র বহু নাম আছে। একটি নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ—Kin Mu 'কিন্-মূ' (বা Chin Mu 'চিন্-মূ'), অর্থাৎ 'স্বর্ণ-মাতা'। তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্-ও তদ্রূপ Muk Kung 'মূক্-কুঙ্' (বা Mu Kung 'মূ-কুঙ্') অর্থাৎ 'দারু-পুরুষ' নামে খ্যাত। সী-ওআঙ্-মূ-র সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত আছে ; তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ সম্বন্ধে সেরূপ বিশেষ কিছু নাই। প্রাচী দিকে, নীল মেঘময় প্রাচীরবেষ্টিত কুহেলিকাময় এক প্রাসাদে বিশ্বজননী সী-ওআঙ্-মূ-র স্বর্গলোক। Hsien Thung 'শিয়েন্-থুঙ্' বা 'অমৃতময় যুবা' এবং Yiu Niu 'য়িউ-ন্যু' বা 'মণিশিলা কুমারী' নামে তাঁহার দুই অনুচর আছে। দেব-রূপে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ জগৎ-সংসারের পরিচালনার কার্য্যে বিশেষ কোনও অংশ গ্রহণ করেন না ; তবে তাঁহার সূক্ষ্ম রূপ য়াঙ্ বা পুরুষ-ভাব বিশ্ব-মধ্যে সর্বত্রই কার্য্যকর।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার হান্-যুগের প্রাচীন চীনা শিল্পে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ ও সী-ওআঙ্-মূ-র প্রস্তরের উপরে ও ধাতুময় মুকুরের পৃষ্ঠে খোদিত চিত্র পাওয়া যায়, এইরূপ চিত্রের প্রতিলিপি চীনা-শিল্প-বিষয়ক বইয়ে পাওয়া যাইবে। একখানি চিত্র প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার একটি ধাতুময় আরসীর পৃষ্ঠে অঙ্কিত। বাম

দিকে সী-ওআঙ্-মূ ও ডান দিকে তুঙ্-ওআঙ-কুঙ্ আসনে উপবিষ্ট —ইঁহাদের আশে-পাশে অনুচর ও অন্য দেবতাগণ। সী-ওয়াঙ-মূ-র দুই পাশে পর্বতশ্রেণীর দ্বারা তাঁহার পশ্চিম-পর্বতীয় স্বর্গের দ্যোতনা করা হইয়াছে। একদিকে দিব্য-অশ্বযুক্ত দুইটি স্বর্গরথ, রথের বিপরীত দিকে নৃত্য ও যন্ত্রসংগীতের দৃশ্য—স্বর্গের দেবতারা সী-ওআঙ্-মূ-র সভায় নৃত্য ও বাদ্য করিতেছেন। আর একখানি চিত্র খ্রীষ্ট-জন্মের দ্বিতীয় শতকে প্রস্তরের উপরে খোদিত, সী-ওআঙ্-মূ-র প্রাসাদের দৃশ্য। চীনা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসারে, Chou চৌ-বংশীয় সম্রাট্ Mu Wang মূ-ওআঙ্ (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৯৪৬ বর্ষে ইঁহার মৃত্যু হয়) বহু বৎসর ধরিয়া চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তে ভ্রমণ করেন, এবং অবশেষে তিনি সী-ওআঙ্-মূ-র স্বর্গে সশরীরে উপনীত হন ও সী-ওআঙ্ মূ কর্তৃক সাদরে সংকৃত হন। এই কাহিনী চীনা পুরাণে অতি বিখ্যাত। উল্লিখিত চিত্রে, সী-ওআঙ্-মূর দ্বিতল প্রাসাদ অঙ্কিত হইয়াছে, উপরের তলে মুকুট-মাথায় সী-ওআঙ্-মূ বসিয়া আছেন, দুই পাশে তাঁহার অনুচরগণ উপচার-বস্তু লইয়া তাঁহার সেবার জন্য হাজির। দ্বিতলের ছাতের উপরে সী-ওআঙ্-মূ-র বাহন এক জোড়া-Feng ফ্যঙ্ বা ফীনিক্স পাখী রহিয়াছে, এবং অন্য পাখী ও বানর দেখা যাইতেছে। প্রাসাদের নিম্নতলে সম্রাট্ মূ-ওআঙ্ দেবীর অতিথি-রূপে উপবিষ্ট, তাঁহারও সম্মুখে ও পশ্চাতে সেবা-রত অনুচর। প্রাসাদের সামনে প্রাঙ্গণে দেবীর স্বর্গের একটি দিব্য-বৃক্ষ, তাঁহার নীচে দেব-অতিথির শকট ও মুক্ত অশ্ব এবং কুক্কুর। তলদেশে সম্রাটের অনুগামী রথারোহী, অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সেনার দল। অনুরূপ আর একখানি প্রস্তরের উপরে খোদিত চিত্রে তুঙ্-ওআঙ্ কুঙ্-এর স্বর্গের দৃশ্য। এই স্বর্গ মেঘমণ্ডলে অবস্থিত। মেঘলোকে দিব্য-রথের সামনে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ দর্শকের দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট; তাঁহার পিঠের দুই পাশ দিয়া দুইটি ডানা আছে; তাঁহার ডানদিকে রথের ঘোড়া, বাম দিকে কতকগুলি অনুচর, ও তাহাদের

পরে সী-ওআঙ্-মূ পক্ষধারিণী-রূপে মুকুট মাথায় আসীনা। তলদেশে মেঘমালা, মেঘলোকের দেবযোনি, দেবরথ, দেবানুচর।

পরবর্তী কালে, আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত, চীনা শিল্পে সী-ওআঙ্-মূ-র নানা মনোহর মূর্তি ও চিত্র শিল্পীরা রচনা করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। চীনা দেব-লোকের এই অপূর্ব-সুন্দর কল্পনা চীনের শিল্পিকুলকে এখনও অনুপ্রাণনা দিতেছে। সী-ওআঙ্-মূর এক-একটি মূর্তি, চীনা ভাস্কর্য্য ও মণিকারীর অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন। পাথর, গজদন্ত, প্রবাল, জেড বা মণিশিলা, স্ফটিক, Amber বা স্ফটিকীভূত-বৃক্ষনির্য্যাস—এই সবে রচিত কারুকার্য্যময় ছোট-ছোট মূর্তি এখন চীনদেশে সর্বত্র পাওয়া যায়।

চীনা শিল্পের প্রাচীন যুগের একখানি ছবি এবং চীনের হান্-যুগের ভাস্কর্য্য অবলম্বনে, শিল্পী প্রিয়বর শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নির্দেশক্রমে পাথরের উপরে সী-ওআঙ্-মূ ও তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্-এর দুইটি মুখ আমার জন্য আঁকিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্কিত রেখা অনুসারে পাথরের কারিগরকে দিয়া মুখ দুইটি কাটাইয়া লইয়াছি। অর্ধেন্দু-বাবু অতি নিপুণ-ভাবে এই দুইটি মূর্তিতে চীনা ভাবটুকু বজায় রাখিয়াছেন। (চীন-দেশীয় পুরুষ-প্রকৃতির এই চিত্র, এবং অন্য কতকগুলি চিত্র, ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।)

সী-ওআঙ্-মূ-র কল্পনা, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে চীনাদের মধ্যে উদ্ভূত সব-চেয়ে মহান্ ও মনোহর দেব-কল্পনা।

[২] সূর্য্যদেব ও চন্দ্রদেবী

প্রাচীনতম কালে চীনারা মনে করিত, সূর্য্য ও চন্দ্র এক-একটি করিয়া নহে, বহু; বহু বিভিন্ন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে এক-এক দিনে এক-একটি সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশিত হয়। সূর্য্যগুলি হইতেছে অগ্নিময়

পদ্মাকৃতি পিণ্ড বা গোলক বিশেষ। প্রত্যেক সূর্য্যের অগ্নিপিণ্ডের অভ্যন্তরে একটি করিয়া ত্রিপাদবিশিষ্ট দিব্য কাক বাস করে। প্রাচীন হান্-যুগের ভাস্কর্য্যে একটি বৃত্ত বা গোলকের মধ্যে অবস্থিত কাক-ই সূর্য্যের প্রতীক-রূপে অঙ্কিত দেখা যায়। এই-সকল সূর্য্যের একজন মাতা আছেন। যে সূর্য্যের আলোক দিবার পালা, সন্ধ্যার সময়ে সে ঘরে ফিরিলে, মাতা প্রতিদিন তাহাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া দেন। সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ দিলেও, মানবের পক্ষে হানিকর ভৌতিক শক্তি; সেইজন্য প্রাচীন যুগের বীর পুরুষেরা সূর্য্যকে বাণবিদ্ধ করিতে চাহিত। এইরূপ কতকগুলি শিশু-কল্পনার উপরে, পরবর্তী অর্থাৎ সভ্য-যুগের চীনাদের মধ্যে সূর্য্য সম্বন্ধে ধারণা ও কাহিনী-পরম্পরা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সূর্য্যের অনুরূপ চন্দ্রও অনেকগুলি, এবং এগুলি ধাতুনির্মিত গোলক। চন্দ্রের সংখ্যা বারো। (আমাদের দেশের 'দ্বাদশ আদিত্য'র কথা মনে করাইয়া দেয়।) এই-সকল চন্দ্রের মধ্যে একটি করিয়া ভেক এবং একটি শশক বাস করে। (আমাদের দেশের অনুরূপ বিশ্বাস অনুযায়ী, চন্দ্রের নাম 'শশী', 'শশাঙ্ক' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়)। প্রাচীন চীনা ভাস্কর্য্যেও এই শশক-যুক্ত বৃত্ত হইতেছে চন্দ্রের প্রতীক।

বহু সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে ক্রমে চীনারা এক সূর্য্য ও এক চন্দ্রের কল্পনা বা ধারণায় উপনীত হইল; এবং সূর্য্য- ও চন্দ্র-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দুই দেবতাও ক্রমে কল্পিত হইলেন। সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন পুরুষ, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রী। কী করিয়া সূর্য্য- ও চন্দ্র-লোক এই দেব ও দেবীর শাসনে আসিল, তদ্বিষয়ে যে প্রাচীন চীনা কাহিনীটি প্রচলিত আছে, সেটি বেশ কৌতুককর, এবং romantic অর্থাৎ প্রেম ও অদ্ভুত রসের সমন্বয়ে চিত্তাকর্ষক। এই আখ্যানে, চৈনিক মানস-সুলভ Euhemerism আসিয়া পড়াতে, দেবতাগণ মূলতঃ মানব-মানবী-ই এই বোধ বা

বিচার ইহাতে আরোপিত হওয়াতে, আখ্যানটির পাত্র-পাত্রীগণ দেশকালনিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতে ইহার কাব্যাংশের হানি হইয়াছে ; তবুও কাহিনীটি সুন্দর। নিম্নে যে কথা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা E. T. C. Werner-এর পুস্তক এবং Lewis Hodous-কৃত Folk-ways in China (London, 1929) পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

সম্রাট্ Yao য়াও চীনদেশে খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৩৫০ বর্ষে রাজত্ব করেন। তাঁহারই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের যুগ্ম দেবতা ঐ দুই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

সম্রাট্ য়াও একবার এক সু-উচ্চ পর্বতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, পর্বতের দেবতার নিকট হইতে অমর জীবন লাভের উপায় শিখিয়া লইবেন। তিনি সঙ্গে একজন তরুণ-বয়স্ক অনুচর লইয়া গিয়াছিলেন। এই যুবক, রাজার প্রধান পূর্তকার ও গৃহনির্মাণ-শিল্পী ছিলেন। এই যুবক-ই ভবিষ্যৎ সূর্য্যের দেবতা। গিরি-দেবতা ইহার প্রতি এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, ইহাকে পর্বত ত্যাগ করিয়া যাইতে দিলেন না। রাজা অমর জীবন লাভের রহস্য যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারিলেন, ততটুকু করিয়া, এই যুবককে পর্বতে রাখিয়া একা নগরে ফিরিয়া আসিলেন। যুবক পর্বতে গিরি-দেবতাদের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি কেবল ফুল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ক্রমে তাঁহার দেহ দৈবী শক্তিতে পূর্ণ হইল, এবং অত্যন্ত লঘু হইল ; তিনি দেবতার মতো নানা অলৌকিক বিভূতি লাভ করিলেন। এই-সকল বিভূতির মধ্যে, বায়ুমার্গে বিচরণ করা ও বাণক্ষেপে অসাধারণ দক্ষতা, এই দুইটি অন্যতম।

পরে তিনি সম্রাট্ য়াও-এর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ধনুক ছিল লাল কাপড়ে জড়ানো। সম্রাটের সমক্ষে তিনি নব-লব্ধ

দৈবী শক্তির পরিচয় দিলেন। সম্মুখে এক পাহাড়ের উপরে এক সরল বৃক্ষ ছিল, যুবক গাছটি বাণ-বিদ্ধ করিলেন, এবং হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া গাছ হইতে সেই বাণটি টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আবার হাওয়ায় ভাসিয়া পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন, এবং যুবকের নূতন নামকরণ করিলেন—"দিব্য ধনুর্ধর" (Shen-Yi 'শ্যন্-য়ী'—প্রাচীন চীনায় *Dzyen Ngiei বা *Dhien Ngiei)।

শ্যন্-য়ী সম্রাট্ য়াও-এর সভায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন। একবার Feng-po বা Fei-Lien "ফেঙ্-পো' বা 'ফেই-লিএন্' (অর্থাৎ বায়ু-দেব) ঝড়-বৃষ্টি করিয়া দেশ ধ্বংস করিবার উপক্রম করেন। শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের আকারে বায়ু-দেব, মাথায় তাঁহার লাল টুপী, গায়ে হ'ল্‌দে রঙ্গের আল-খাল্লা, কাঁধে একটি হাওয়ায়-ভরা থলি ; যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে থলির মুখ ফিরাইয়া দিয়া তিনি ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিপাত করেন। শ্যন্-য়ী বায়ু-দেবকে পরাজিত করিয়া, ঝড়-বৃষ্টি ও অন্য উৎপাত দ্বারা রাজ্য-ধ্বংসের কাজ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আর একবার নয়টি অদ্ভুত পক্ষী মুখ হইতে অগ্নি ও ধূম উগদারণ করিতে-করিতে নয়টি সূর্য্যের মতো দেশে উৎপাত জুড়িয়া দেয়। শ্যন্-য়ী বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই পাখীগুলিকে মারিয়া ফেলেন, ও এই উৎপাত নিবারণ করেন। এই নয়টি অনৈসর্গিক পক্ষী যেখানে ছিল, পরে দেখা গেল, সেখানে নয়-খণ্ড লাল রঙ্গের পাথর পড়িয়া আছে।

পরে, উত্তর-চীনের গঙ্গা-স্বরূপ Huang Ho হুআঙ্-হো বা 'পীত-নদী'তে ভীষণ বন্যা হয়, বন্যায় নদীর জল কূল ছাপাইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়। শ্যন্-য়ীকে সেখানে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পাঠানো হয়। শ্যন্-য়ী দেখিতে পাইলেন, নদীর দেবতা Ho Po 'হো-পো' শ্বেত-বস্ত্র পরিধান করিয়া সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া নিজ

অনুচরদের সহিত নদীর জলের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন তাঁহার ভগিনী Heng Ngo 'হেঙ্-ঙো'। শ্যন্-য়ী তখন-ই হো-পো-র প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণে হো-পোর বাম চক্ষু বিঁধিয়া গেল। নদীর দেবতা সদলে পলাইয়া বাঁচিলেন, নদীর জল সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়া গেল। তখন শ্যন্-য়ী হেঙ্-ঙো-র চূড়াকার কবরী বাণ-বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দেবকুমারী হেঙ্-ঙো ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং শ্যন্-য়ী তাঁহার অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্যন্-য়ী এই দেব-তরুণীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন; পরে সম্রাট্ য়াও-এর অনুমতি পাইয়া শ্যন্-য়ী তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই দেব-তরুণী হেঙ্-ঙো পরে হইলেন চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

চীনদেশে সম্রাটের জীবৎকালে তাঁহার ব্যক্তিগত নাম কেহ উচ্চারণ করিত না। হান্ রাজবংশের সম্রাট Hiao Wen 'হিআও-ওএন্'-এর ব্যক্তিগত নাম ছিল Heng হেঙ্; এই নাম চন্দ্রদেবীর নামেও থাকায়, চন্দ্রদেবীর নামকেই বদলাইয়া Chhang-Ngo 'ছাঙ্-ঙো'তে রূপান্তরিত করা হয়। সেই অবধি হেঙ্-ঙো এই নামেও পরিচিত।

ইতিপূর্বে এক অতিকায় সর্প এবং কতকগুলি বিশাল-কায় বন্য বরাহ দেশের মধ্যে উৎপাত করিতেছিল; শ্যন্-য়ী যথাকালে তাহাদের বধ করিয়া প্রজাদের রক্ষা করিলেন। শ্যন্-য়ী-র এই-সমস্ত কার্য্য-কলাপ, গ্রীক বীর Herakles হেরাক্লেস্-এর কার্য্যাবলীকে মনে করাইয়া দেয়।

পশ্চিম-স্বর্গের দেবী, বিশ্বমাতা সী-ওআঙ্-মূর কন্যা, মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, dragon বা মহানাগের (চীনা ভাষায় Lin-এর) পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া, আকাশ-মার্গ দিয়া নিজ বাসস্থান হইতে মাতার স্বর্গে আগমন করিলেন। মহানাগের বিচরণ-কালে

গগন-পথে একটি সুদীর্ঘ জ্যোতির রেখা রহিয়া গেল। রাজা য়াও নিজ প্রাসাদ হইতে দূরে আকাশে এই রেখা দেখিতে পাইলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া, ইহা কী তাহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল—তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি শ্যন্‌-য়ী‌কে অনুরোধ করিলেন।

শ্যন্‌-য়ী বাতাসের উপর চড়িয়া এই আলোক-রেখা ধরিয়া তুষারাবৃত পর্বতাবলীর মধ্যে সী-ওআঙ্‌-মূ-র স্বর্গের দ্বারে গিয়া পহুঁছিলেন। এক বিকটাকার কিম্পুরুষ তাঁহাকে নিবারণ করিতে চাহিল—এক ঝাঁক বিরাট্‌কায় ফীনিক্স ও অন্যান্য পক্ষী আসিয়া শ্যন্‌-য়ী‌কে আক্রমণ করিল। একবার ধনুকে টংকার দিয়া একটি বাণ নিক্ষেপ করিতেই পাখীগুলি ভয়ে পালাইয়া গেল। তখন স্বর্গের দ্বার খুলিল, এবং অনুচর-পরিবৃত দেবী সী-ওয়াঙ্‌-মূ স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন। শ্যন্‌-য়ী তাঁহাকে দেখিয়া সম্মানের সহিত প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার প্রভু সম্রাট্ য়াও-এর নির্দেশ অনুসারে তিনি যে আকাশ-পথে অভূত-পূর্ব জ্যোতি-রেখার কারণ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন, একথা বলিলেন। তাহাতে সী-ওআঙ্‌-মূ ও তাঁহার অনুচরেরা সমাদরের সহিত শ্যন্‌-য়ী‌কে ভিতরে লইয়া গেলেন।

তাহার পরে শ্যন্‌-য়ী দেবীকে প্রসন্না দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অমরত্বের বটিকা প্রার্থনা করিলেন—এই বটিকা সেবনে মানুষ দেবতার মতো অমরত্ব লাভ করে। তাহাতে দেবী তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন—“আগে আমার জন্য একটি দেবোচিত ভবন নির্মাণ করিয়া দাও। গৃহনির্মাণকার্য্যে ও শিল্পে তোমার খ্যাতি সর্বজন-বিদিত।” তাহাতে শ্যন্‌-য়ী পশ্চিম পর্বতের মধ্যে Pai-Yu-Kuei-Shan অর্থাৎ ‘শ্বেত মণিশিলা-কূর্ম পর্বত’ নামক রম্য স্থানে, গিরি-দেবতাদের সাহায্যে এক অপূর্ব প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন—jade বা হরিৎ মণিশিলার প্রাচীর, সুগন্ধি কাঠের চালের বাতা ও আবরণ, কাচের ছাত, এবং agate বা আকীক পাথরের সিঁড়ি। এক পক্ষের মধ্যে ষোলটি প্রাসাদ পর্বতের সানুদেশে প্রস্তুত হইয়া গেল। সী-ওআঙ্‌-মূ প্রীত

হইয়া শ্যন্‌-য়ীকে অমরত্বের বটিকা একটি দিলেন। এই বটিকার গুণে চিরজীবন লাভ করা যায়, এবং পাখীর মতো হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ানো যায়।

দেবী বলিয়া দিলেন—"এই বটিকা এখন-ই খাইও না। এক বৎসর ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া ও অন্য বিষয়ে তোমাকে নিয়ম পালন করিয়া থাকিতে হইবে—পরে তুমি এই বটিকা-সেবনের উপযুক্ত অবস্থায় আসিবে।" দেবীর নির্দেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিয়া, এই দেব-দুর্লভ বটিকা লইয়া শ্যন্‌-য়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া তাঁহার যাত্রার কাহিনী সম্রাটের কাছে নিবেদন করিলেন। বটিকাটি এক বৎসর নিয়মপালনের পরে খাইবেন স্থির করিয়া, এটিকে নিজ বাটীর ছাতের তলায় একটি বরগার বা চালের বাতার মাথায় লুকাইয়া রাখিলেন।

রাজার আদেশে শ্যন্‌-য়ী-কে শীঘ্রই আবার রণ-সাজে যাইতে হইল। Tso Ch'ih 'ৎসো-ছিঃ' অর্থাৎ 'ছেদনিকা-দন্ত' বা 'ছেনী-দাঁত' নামে এক পাপ-প্রকৃতির ব্যক্তিকে দমন করিবার জন্য শ্যন্‌-য়ীকে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইল। ছেদনিকা-দন্ত এক গিরিগুহায় বাস করিত; তাহার চোখ ছিল ভাঁটার মতো গোল, এবং একটি সুদীর্ঘ দংষ্ট্রা ছিল। শ্যন্‌-য়ী-র হাতে তাহার নিধন হইল; তাহার দীর্ঘ দাঁত বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ শ্যন্‌-য়ী কর্তৃক রাজার নিকট উপহৃত হইল।

ইতিমধ্যে স্বামীর অবর্তমানে হেঙ্‌-ঙো চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, বাড়ির চালের বাতা হইতে একটি স্থির শুভ্র জ্যোতির রেখা বাহির হইয়া আসিয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে এক আশ্চর্য্য সৌরভে বাড়ির সব ঘর ভরিয়া গিয়াছে। আলোক-রেখা যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে মই লাগাইয়া উঠিয়া দেখিতেই এই আলো ও সৌরভের উৎপত্তি স্বরূপ অমরত্বের বটিকাটি তিনি পাইলেন। বটিকাটি লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া, ইহার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সাত-পাঁচ না ভাবিয়া তখন-ই সেটি খাইয়া ফেলিলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার



সূর্যদেব শ্যন্-য়ী ও চন্দ্রদেবী হেঙ্-ঙো

মনে হইল, শরীর অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে এবং তিনি অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারিবেন।

এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হেঙ্-ঙো, Yu Huang 'য়ু-হুআঙ্' নামে এক জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট পরামর্শ করিতে গেলেন। জ্যোতিষী তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ভবিষ্যতে এই ব্যাপার হেঙ্-ঙোর দেবত্ব-সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে। তখন তিনি হেঙ্-ঙোকে বলিলেন—

"তরুণী বধূ! দ্রুত উড়িয়া যাও;
পশ্চিমের চাঁদের মধ্যে চলিয়া গিয়া নিরাপদ হও;
অন্ধকার এবং তমিস্রায় ভীত হইও না;
ভবিষ্যতে যুগে-যুগে তোমার নাম কীর্তিত হইবে।"

হেঙ্-ঙো উড়িয়া গিয়া চন্দ্রলোকে পঁহুছিলেন, এবং সেখানে ডোরা-কাটা বেঙের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের একজন লেখক হেঙ্-ঙোর চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা ঐরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী লেখকদের বর্ণনা আর একটু বিস্তৃত।

অমরত্বের বটিকা সেবনের পরে হেঙ্-ঙো যখন উড়িবার শক্তি লাভ কারয়া উড়িয়া যাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন, সেই সময়ে স্বামী শ্যন্-য়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বটিকা খুঁজিয়া না পাওয়ায় শ্যন্-য়ী স্ত্রীকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে হেঙ্-ঙো ভীত হইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া উড়িয়া পলাইয়া গেলেন। শ্যন্-য়া তাঁহার ধনুর্বাণ লইয়া পিছু-পিছু ধাওয়া করিলেন। তখন রাত্রিকাল, পরিষ্কার আকাশে পূর্ণচন্দ্র। হেঙ্-ঙো পূর্ণচন্দ্রের অভিমুখে উড়িয়া চলিলেন। শ্যন্-য়ী পূর্ণবেগে পিছু-পিছু যাইতে লাগিলেন, কিন্তু স্ত্রীর কাছে পহুঁছিতে পারিলেন না—স্ত্রী শীঘ্রই দূর হইতে আরও

দূরে চলিয়া গেলেন। শেষে তাঁহাকে ভেকের মতো ক্ষুদ্র আকারের দেখাইতে লাগিল। শ্যন্-য়ী আরও জোরে উড়িতে যাইবেন, এমন সময় খুব জোর হাওয়া আসিয়া শুখনা পাতার মতো তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

হেঙ্-ভো ক্রমে চন্দ্রলোকে গিয়া পহুঁছিলেন। বিরাট্ গোলাকার কাচের মতো এই জগৎ, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ, অত্যন্ত শীতল। চন্দ্রলোকে একমাত্র দারুচিনি গাছ জন্মায়, আর কোনও গাছ-পালা নাই। জন-মানবও সেখানে দৃষ্ট হইল না। হেঙ্-ভো চন্দ্রলোকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া হঠাৎ কাশিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমরত্বের বটিকার উপরের আবরণটুকু উদ্গীর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, আর তাহা তখন-ই এক শ্বেতবর্ণ শশকের আকার ধারণ করিল। হেঙ্-ভো ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া শিশির ও দারুচিনি আহার করিলেন। অতঃপর তিনি চন্দ্রলোকেই বাস করিতে লাগিলেন।

শ্যন্-য়ী এদিকে প্রবল বাত্যা দ্বারা বাহিত হইয়া মেঘলোকে সী-ওআঙ্-মূ-র স্বামী তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্-এর-প্রাসাদ-দ্বারে নীত হইলেন। তুঙ্-ওআঙ-কুঙ্ তাঁহাকে বলিলেন—"এত দিনে তোমার শ্রমের অবসান হইবে। প্রবল বায়ু-যোগে আমি-ই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। তোমার কার্য্যকলাপ-দ্বারা তুমি দেবত্বের অধিকারী হইয়াছ। হেঙ্-ভো তোমার আহৃত বটিকা সেবন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে—এখন সে চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নয়টি মিথ্যা সূর্য্যকে বধ করিয়া তুমি সূর্য্যমণ্ডলের অধীশ্বর হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হইবে—তোমাকে এই মণি দিতেছি, এবং খাইবার জন্য এই লাল রঙ্গের পিষ্টক দিতেছি। এগুলির বলে তুমি চন্দ্রলোকে যাইতে পারিবে—কিন্তু তোমার স্ত্রী সূর্য্যলোকে আসিতে পারিবে না।"

তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ তারপর শ্যন্-য়ীকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। প্রতিদিন ভোরে সূর্যোদয় হয়, সে খেয়াল তাঁহাকে

রাখিতে হইবে। ভোর যে হইতেছে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বর্গে রক্ষিত কুক্কুট-পক্ষী তাঁহার সঙ্গে থাকা দরকার ; কী করিয়া এই পক্ষী তাঁহার হস্তগত হয়, তাহার উপায় তিনি বলিয়া দিলেন।

শ্যন্-য়ী এই কুক্কুট-পক্ষী সংগ্রহ করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয়ের সময়ে স্বর্গীয় কুক্কুট ডাক দেয় ; পৃথিবীতে যত কুক্কুট আছে, তাহারা ইহার-ই সন্তান, এই ডাক শুনিয়া তাহারাও ডাক দেয়।

কিছুকাল সূর্য্য-মণ্ডলে বাস করিবার পরে, স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য শ্যন্-য়ীর মনে আকাঙ্ক্ষা হইল। সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া তিনি চন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, দিঙ্‌মণ্ডল যেন বরফে জমা, এবং দারুচিনি-বনের মধ্যে হেঙ্‌-ঙো একা বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া হেঙ্‌-ঙোর আবার ভয় হইল। কিন্তু শ্যন্-য়ী তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য আমি সূর্য্যলোক হইতে এখানে আসিয়াছি।" শ্যন্-য়ী দারুচিনি গাছের কাঠ দিয়া নিজেদের জন্য চন্দ্রলোকে একটি প্রাসাদ তৈয়ারী করিলেন। সেই সময় হইতে প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রলোকে আসিয়া তিনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হন ; য়াঙ্‌ বা পুরুষ-গুণান্বিত সূর্য্যদেবের সহিত পূর্ণিমার রাত্রে য়িন্ বা প্রকৃতি-গুণান্বিতা চন্দ্রদেবীর মিলন হয় বলিয়া, পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের জ্যোতি এত উজ্জ্বল হয়।

এই কাহিনীর আর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আছে। হেঙ্‌-ঙো চলিয়া যাইবার পরে শ্যন্-য়ী বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন ও পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পরে একদিন একজন কিশোর আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"আমি আপনার স্ত্রীর নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি আপনার বিরহ-দুঃখের কথা জানেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছামতো আসিতে পারিবেন না। কেবল পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আকারের গোল পিঠা তৈয়ারী করিয়া, আপনার বাড়ির বায়ু-কোণে (উত্তর-পশ্চিম কোণে)

সেই পিঠা রাখিয়া স্ত্রীকে আহ্বান করিবেন। তাহা হইলে তিনি তিন রাত্রির জন্য আসিবেন।" শ্যন্-য়ী এই নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করেন, এবং স্ত্রীর সহিত এইরূপে তাঁহার মিলন হয়।

অতঃপর চন্দ্র ও সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে পত্নী হেঙ্ ঙো ও পতি শ্যন্-য়ী বিরাজ করিতে লাগিলেন।

[৩] রাখাল ও বুননিয়া কন্যা

রাখাল ও বুন্নে' মেয়ের উপাখ্যান চীনদেশে সুপরিচিত। Shi King 'শী-কিঙ্' (অথবা Shih Ching 'শিঃ-চিঙ্') বা চীনা ঋগ্‌বেদে এই আখ্যানের উল্লেখ আছে; এই বইয়ে প্রাচীন চীনা লোক-গাথা সংগৃহীত আছে; চীনা চিন্তা-নেতা Khung-Fu-Tsze খুঙ্-ফু-ৎসি (বা Confucius কনফুশিউস্) চীনদেশে লোক-মুখে প্রচলিত প্রাচীন গীতি-কবিতা হইতে সংগ্রহ করিয়া খ্রীঃ পূঃ ৫০০-র দিকে এই পুস্তক সংকলিত করেন। হান্-যুগের (২০৬ খ্রীঃ-পূঃ—২২০ খ্রীষ্টাব্দ) ভাস্কর্য্যেও এই কাহিনীর চিত্র অঙ্কিত আছে। বহু চীনা শিল্পী ও কবি আপনাদের চিত্রে ও কবিতাময় রচনায় এই দুই স্বর্গীয় প্রেমিকের কাহিনীর জয়গান করিয়াছেন। এখনও সমগ্র চীনদেশের মধ্যে এই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বৎসরে একদিন উৎসব হয়। চীনদেশের তাবৎ দেব-কাহিনীর মধ্যে এইটি-ই সব-চেয়ে সুন্দর। বুন্নে' মেয়ে (আধুনিক চীনায় Tsi-Nü বা Chih-Nu, প্রাচীন চীনায় *Tsiek Nzywo, জাপানীতে Shoku-jo) ও রাখাল (আধুনিক চীনায় Khien-Niu বা Chhien Niu, প্রাচীন চীনায় *Khyæu Ngyew, জাপানীতে Keng-yu)—এই দুই দেবতা হইতেছেন আকাশ-মণ্ডলের কতকগুলি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুন্নে' মেয়ে Vega নক্ষত্রে এবং Lyra নক্ষত্র-মণ্ডলের তিনটি নক্ষত্র অবস্থিত, এবং রাখাল-যুবক Aquila নক্ষত্র-মণ্ডলের তিনটি নক্ষত্রে অধিষ্ঠান করিয়া আছে। শী-কিঙ্ গ্রন্থের দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চম

অধ্যায়ের নবম কবিতায় এই নক্ষত্রগুলির সহিত বুনুনে' মেয়ে এবং গোরু-লইয়া-বেড়ানো রাখালের সংযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বুনুনে' মেয়ে সূর্য্যদেব শ্যন্-য়ীর কন্যা। ছেলেবেলা হইতেই এই কন্যা কাপড় বুনিতে এত ভালোবাসিত যে,আর কিছু-ই তাহার ভালো লাগিত না। অন্যান্য দেবকন্যারা যেরূপ খেলাধূলা করিয়া বেড়াইত,ইহার সেদিকে আদৌ প্রীতি ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সে কেবল কাপড় বুনিয়া যাইতেছে, তাহার আর বিরাম নাই। তাহার হাতের বোনা এই কাপড় হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দেবতারা পরিধান করিতেন।

কন্যা ক্রমে সুন্দরী তরুণী হইয়া উঠিল। সূর্য্যদেব দেখিলেন, এখন ইহার বিবাহ দেওয়া উচিত, তাহা হইলে হয়-তো স্বামীর প্রেমের গুণে কাপড়-বোনার উপর তাহার এতটা অনুচিত আকর্ষণ কমিবে। সূর্য্যদেবের প্রাসাদের পাশেই রূপালী নক্ষত্রের স্বর্গনদী প্রবাহিত ছিল; এই স্বর্গীয় নদীকে আমরা 'ছায়া-পথ' বলি। এই নদীর ধারে দেবতাদের রাখাল গোরু চরাইত। সূর্য্যদেবের প্রাসাদে তাঁত লইয়া বস্ত্রবয়নরতা কন্যাকে দেখিয়া রাখাল ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিল। সূর্য্যদেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রাখাল এবং বুননিয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, কন্যা বরের ঘরে গেল। বরের ঘরে গিয়া তাহার স্বভাব একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। আর সে কাপড় বুনে না, কোনও কাজ করে না, কেবল নক্ষত্রময় নদীর তীরে স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহই তাহাকে তাঁতে বসাইতে পারিল না।

ইহাতে সূর্য্যদেব চটিয়া গেলেন। দুইজনের উপরেই তাঁহার রাগ হইল। পতি-পত্নীর প্রেমের এতটা আতিশয্য তাঁহার ভালো লাগিল না। কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর যক্ষ ও যক্ষ-পত্নীর মতো তাহাদের শাস্তি হইল। সূর্য্যদেব রাখালকে হুকুম দিলেন—স্ত্রীকে ছাড়িয়া স্বর্গনদীর অপর পারে গিয়া তাহাকে থাকিতে হইবে। সূর্য্যদেব

সর্বশক্তিমান্, তাঁহার কথা অবহেলা করে কাহার সাধ্য? রাখালকে যাইতেই হইবে। তবুও সূর্য্যদেবকে সে বলিল—"আমায় কি চির-নির্বাসন দিতেছেন? স্ত্রীর সঙ্গে কখনও দেখা হইবে না?"

সূর্য্যদেবের একটু দয়া হইল। তিনি বলিলেন—"বছরে একদিন করিয়া তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে, বছরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে।"

তারপর সূর্য্যদেবের হুকুমে শালিক-পাখীর মতো বিস্তর পাখী কোথা হইতে উড়িয়া আসিল, এবং তাহারা ডানা মেলিয়া স্বর্গীয় নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত এক সেতু প্রস্তুত করিল। স্বর্গনদী গভীর এবং প্রশস্ত, এইরূপ সেতু না হইলে পারাপারের উপায় ছিল না। রাখাল স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইল—স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। তারপরে পাখীদের পিঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া রাখাল নদী পার হইয়া গেল। পাখীরা তখন উড়িয়া গেল; নদীর উপরে সাঁকো আর রহিল না।

বুনুনে' মেয়ে তখন আবার আগেকার মতন অক্লান্ত পরিশ্রমে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিল, রাখাল পূর্বের ন্যায় মন দিয়া গোরু চরাইতে লাগিল। কিন্তু দুই জনের লক্ষ্য—কবে সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে উভয়ের পুনর্মিলন হইবে।

পরে প্রার্থিত দিন আসে; মেয়ে ও রাখাল দুই জনেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাটায়—যদি ঐ দিন স্বর্গে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের নদীতে জল উপছাইয়া যাইবে, পাখীর ডানার সাঁকো আর সম্ভবপর হইবে না—উভয়ের মিলন আর এক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে। দেবতাদের কাছে দুই জনে প্রার্থনা করে—যেন ঐ দিন বৃষ্টি না হয়। বৃষ্টি না হইলে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, শালিক পাখীরা যথাস্থান হইতে আসিয়া ডানা মিলাইয়া সাঁকো বানাইয়া দেয়, রাখালের স্ত্রী দ্রুত গতিতে নদী পার হইয়া স্বামীর ঘরে তাহার সহিত মিলিত হয়। তার পরের দিনই তাহাকে এক বৎসরের জন্য বিদায় লইতে হয়।

এই ভাবে স্বর্গের এই প্রেমিক-যুগলের ক্ষণিক মিলন ও দীর্ঘ বিরহের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিবসে পৃথিবীর (অর্থাৎ চীন দেশের) নর-নারীরাও তাহাদের সহিত প্রার্থনায় যোগ দেয়—ঐ দিনটিতে যেন বৃষ্টি না হয়, তাহাদের মিলনে যেন বাধা না পড়ে। এবং ঐ দিন বৃষ্টি না হইলে, চীনদেশের নর-নারীগণ স্বর্গীয় প্রেমিক-দ্বয়ের মিলনে আনন্দোৎসব করিয়া থাকে ॥

"ওগুজ্-নামে"

(প্রাচীন তুর্কী কাব্য)

তুর্কী-ভাষী জাতি মধ্যযুগে এশিয়া ও ইউরোপের ইতিহাসে একটা লক্ষণীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। Türk তুর্করা পৃথিবীর অন্যতম বীর দিগ্‌বিজয়ী জাতি। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে তুর্কী জাতি, বিশ্বমানবকে বড়ো কিছু দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু শৌর্য্যে তাহারা অতুলনীয় ছিল, এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও শৃঙ্খলার ফলে এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশের জনগণের মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্ট হয়—ইতিহাসে তুর্কীদের ইহা স্মরণীয় দান। তুর্ক-জাতির নীড় বা আদি বাসভূমি হইতেছে উত্তর মধ্য-এশিয়ার Baikal বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ হইতে Issiq Kyol ইস্‌সিক্ ক্যোল হ্রদ ও Sir Darya সির দরিয়া নদীর তীর পর্য্যন্ত, এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে Orkhon ওর্খোন নদীর নিকটে Kara-Korum কারা-কোরুম ও Kara-Balgassum কারা-বাল্‌গাস্‌সুম নগরদ্বয় ইহাদের দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মরণাতীত কাল হইতে, মধ্য-এশিয়ার সমতল ক্ষেত্রে ও পার্বত্য প্রদেশে তুর্ক-জাতি ও তাহাদের জ্ঞাতি Mongol মোঙ্গোল-জাতি, তাহাদের ভেড়া ও ঘোড়া এবং দুই কুঁজওয়ালা উট ও গোরুর পাল চরাইয়া বেড়াইত। তাহারা চাষ জানিত না। শীতকালে পাহাড় ছাড়িয়া পাহাড়ের নীচে তাহাদের সমস্ত পশুপাল লইয়া দলবদ্ধ-ভাবে নামিয়া আসিত। তাহাদের গ্রাম বা নগর প্রথমটায় ছিল না; ভেড়ার লোমের felt বা নাম্‌দা কাপড়ে তৈয়ারী Yurt 'য়ুৎ' বা Ordu 'ওর্দু' অর্থাৎ তাম্বুতে তাহারা বাস করিত। অশ্বারোহণে ও অশ্বচালনায়

তুর্ক ও মোঙ্গোলগণ অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে। বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদের নিজেদের দেশে সকলের ভরণ পোষণ সম্ভবপর ছিল না বলিয়া, মাঝে-মাঝে তুর্ক ও মোঙ্গোলেরা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইত, এবং প্রথমটায় ইহাদের প্রসার ঘটে ইহাদের সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী প্রতিবেশী চীনাদের মধ্যেই। সুপ্রাচীন কাল হইতেই যাযাবর অর্ধ-বর্বর তুর্কী ও মোঙ্গোল আক্রমণকারীদের হাত হইতে স্বদেশকে রক্ষা করা, চীনের শাসক-সম্প্রদায়ের একটি গুরু কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়; ইঁহাদের পথ-রোধের জন্য-ই কুবেরের ভাণ্ডার খরচ করিয়া চীনের Han হান-বংশীয় সম্রাট্ Shih Huang-ti শ্যিঃ হুআঙ্-তী (২২০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে যিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন) উত্তর-চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণ করেন, যাহা এখনও পৃথিবীর কীর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তুর্ক ও মোঙ্গোল ও তাহাদের নানা উপজাতি, যথা Hiung-nu হিউঙ্-নূ, Wu-sun র়ূ-সুন্, To-pa তো-পা, *Tur-kut তুর্-কুৎ বা T'u-k'iue থূ-খিউএ, Teleg তেলেগ্ প্রভৃতি নানা নামে চীনাদের নিকট পরিচিত ছিল; এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের মধ্যেই ইহারা উত্তর চীনদেশ কতক অংশে অধিকার করিয়া চীনাদের উপরে রাজা হইয়া বসে; কিন্তু পরে ধীরে-ধীরে সুসভ্য চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা চীনা ভাষা, সভ্যতা, ধর্ম, সব কিছু-ই গ্রহণ করিয়া চীনাদের মধ্যে মিশিয়া যায়। খ্রীষ্টীয় চৌদ্দর শতকে মোঙ্গোল বিজেতৃগণের, এবং খ্রীষ্টীয় সতেরোর শতকের পরে কয়েক পুরুষেব মধ্যে মাঞ্চু বিজেতাদের-ও চীনদেশে ঐ অবস্থা হয়। Hunni (বা Hun) হূন নামে মধ্য-ইউরোপে ও দক্ষিণ-ইউরোপে খ্রীষ্টীয় পাঁচের শতকে তুর্কদের একটি শাখা দিগ্‌বিজয়ী হইয়া প্রবেশ করে; ইউরোপের ইতিহাসে হূন-রাজা Attila আত্তিলা সুপরিচিত ব্যক্তি (মৃত্যু ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ভারতবর্ষে-ও ঐ সময়ে হূণগণের আগমন হয়, গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট্গণ উঁহাদের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন;

তোরমাণ, মিহিরগুল প্রভৃতি হূণ-রাজার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া আছে।

মধ্য-এশিয়ায় তুর্কী ও মোঙ্গোল, মাঞ্চুরিয়ার Manchu মাঞ্চু ও সিবেরিয়ার Yakut য়াকুৎ জাতির লোকেরা ভাষায় পরস্পরের জ্ঞাতি; ইহাদের ভাষাগুলি মধ্য-এশিয়ার Altai আল্‌তাই পর্বতের আশে-পাশে প্রচলিত একটি অধুনা-লুপ্ত মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, সেইজন্য এই ভাষাগুলিকে Altaic আল্‌তাই-গোষ্ঠীর ভাষা বলে। রুষদেশে, এশিয়া ও ইউরোপের সীমারূপে অবস্থিত উরাল-পর্বতের পশ্চিমে ইউরোপ-খণ্ডে ও পূর্বে এশিয়া-খণ্ডে আরও কতকগুলি পরস্পর-সংপৃক্ত ভাষা আছে। সেগুলিকে Uralic উরাল-গোষ্ঠীর অথবা Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলা হয়। ফিনলাণ্ডের Finn ফিন, লাপলাণ্ডের Lapp লাপ, এস্তোনিয়ার Esth এস্ত, হঙ্গেরির Magyar মগ্যর বা মজর, এবং উরাল পর্বতের পশ্চিমস্থ পূর্ব-রুষ দেশের Mordvin মোর্‌দ্বিন, Cheremis চেরেমিস, Votyak ভোত্যাক ও Syrjen সির্‌য়েন্, ও উরাল পর্বতের পূর্বে সিবেরিয়ার Vogul ভোগুল্ ও Ostyak ওস্ত্যাক ভাষাদ্বয়—এইগুলি হইতেছে Uralic বা Finno-Ugrian ভাষা। তুর্কী প্রভৃতি আল্‌তাই-গোষ্ঠীর ভাষা, এবং ফিন্, মগ্যর, ভোগুল্ প্রভৃতি উরাল-গোষ্ঠীর ভাষা উভয়কেই একটি মৌলিক আদি Ural-Altaic উরাল-আল্‌তাই ভাষা-পরিবারের অধীন বলিয়া কল্পনা করা হয়। যাহা হউক, তুর্কী ভাষা হইতেছে রুষ ও পূর্ব-ইউরোপের, সিবেরিয়ার ও মধ্য-এশিয়ার অনার্য্য ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। তুর্কীরা উত্তর-ভারতে আসিতে থাকে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে—আক্রমণকারী বহিঃশত্রু হিসাবে। ভারতে প্রথমটায় ইহারা হূণ নামেই পরিচিত হয়। ইহাদের অনেকে ভারতবর্ষে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করিতে থাকে, এবং তাহাদের শৌর্য্যের ও প্রভুত্বের জন্য অনেকেই ক্ষত্রিয়ত্ব পাইয়া হিন্দু সমাজে সম্মানের সহিত গৃহীত হয়। পরে তাহারা, ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে,

মধ্য-এশিয়ায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, এবং 'তুর্ক' নামে ভারতে নূতন-ভাবে বিজিগীষু জাতি-রূপে দেখা দেয়। ইহাদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পূর্বে-ও ভারতের সহিত যে সংযোগ ছিল, দুর্ধর্ষ, বিজয়ী জাতি-রূপে উত্তর-ভারত জয় করিয়া রাজা হইয়া বসিবার পরে সে সংযোগ আরও ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক হয়। ইহাদের ভাষার প্রভাব-ও আমাদের দেশে আসে; মুসলমান-পূর্ব যুগে অল্প কতকগুলি তুর্কী শব্দ ভারতীয় ভাষার মধ্যে গৃহীত হয়; এবং পরে, রাজার জাতি মুসলমান তুর্কদের নিকট হইতে আমরা আরও কতকগুলি তুর্কী শব্দ পাই। 'তুরুষ্ক, ঠক্কুর বা ঠাকুর, কটক", এবং বিহারী (মগহী) ভাষার শব্দ শিশু-অর্থে "বুতরু"—এগুলির মূলে হইতেছে প্রাচীন তুর্কী Turk, takin বা tegin ('প্রভু'), katak (='গড়, সেনানিবাস') এবং buta শব্দ (তুর্কদের নিজ জাতীয় নাম ছিল Turk বা Tyurk, শব্দটির অর্থ 'শক্র' বা 'শক্তিশালী'; তুর্কদের মোঙ্গোল জ্ঞাতিরা উহাদের বলিত Tyurk-Yut, অর্থাৎ 'তুর্ক-গণ, তুর্ক-জন'; চীনাদের মুখে ইহার রূপ হয়, খ্রীষ্টীয় ৪০০-র দিকে, *Tur-Kut তুর্‌-কুৎ, আধুনিক চীনাতে *Tur-Kut শব্দের উচ্চারণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে Thu-Khiue 'থু-খিউএ'; ভারতবর্ষে কিন্তু এই 'তুর্ক' নামটি খ্রীষ্টিয় নবম-দশম শতকে উত্তর-ভারতের কথ্য ভাষায় Turukka 'তুরুক্ক' রূপ গ্রহণ করে—সংস্কৃতে ইহাকে মার্জিত রূপ দেওয়া হয় 'তুরুষ্ক'; মধ্যযুগের হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতিতে 'তুরুক' রূপে এই শব্দটি মিলে, এবং দক্ষিণ-ভারতে তমিল ভাষায় 'তুলুক্কন্‌' শব্দ ব্যবহৃত হয় 'মুসলমান' অর্থে)। তুর্কদের আর একটি শাখা Uigur 'উইগুর্‌' এখন চীনাদের মুখে Hui-hui 'হুই-হুই' রূপে উচ্চারিত হয়, এবং আজকাল সাধারণতঃ উত্তর-চীনে 'মুসলমান' অর্থে 'হুই-হুই' শব্দ ব্যবহৃত হয়। মুসলমান আমলে তুর্কগণ বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে, তখন ইহাদের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে কতকগুলি তুর্কী শব্দ আমরা পাই। হিন্দীতে প্রায়

৭০টি তুর্কী শব্দ আছে, বাঙ্গলায় প্রায় ৩৫টি। যেমন—"খান বা খাঁ, খানুম্, বেগ, বেগম, খাতুন, তোপ, তকমা (তম্‌গা), বোঁচকা (বোগ্‌চা), কোর্মা, রওয়াক, দারোগা, সওগাৎ, লাশ, চাকু, কাঁচী, (কৈঞ্চী), চক্‌মকি, উর্দু, উর্দী, উজবেক্" প্রভৃতি। দুইটি সংস্কৃত শব্দ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে মধ্য-এশিয়ায় গিয়া তুর্কীদের দ্বারা গৃহীত হয়, পরে শব্দ দুইটির অর্থ বদলিয়া যায়, ও এই পরিবর্তিত অর্থে ও পরিবর্তিত রূপে পারস্যদেশ ঘুরিয়া এই শব্দ দুইটি আবার ভারতে আসিয়াছে। সেই শব্দ দুইটি হইতেছে 'বহাদুর' বা 'বাহাদুর' ও 'বখ্‌শী'—ভাগ্যবান্ অর্থে সংস্কৃত 'ভগধর' শব্দ এবং 'ভিক্ষু' শব্দ, এই দুইটির মূলে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বর্ণজ্ঞানযুক্ত ছিলেন বলিয়া তুর্কদের মধ্যে ফৌজের হিসাব-পত্র দেখিতেন; পরে 'ভিক্ষু' (অর্থাৎ 'ভিক্‌ষু') উচ্চারণে ও অর্থে পরিবর্তিত হইয়া 'বখ্‌শী' (বাঙ্গালা 'বক্সী') রূপে ভারতে আসে।

মধ্য-এশিয়ার আদি-তুর্ক জাতির নিজস্ব ভাষা ও যাযাবর সংস্কৃতি যেমন ছিল, তেমনি তাহাদের নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্মও ছিল। এই ধর্মের সম্বন্ধে সব কথা এখন আর জানা যায় না, কারণ সহস্র বৎসর হইল তুর্কগণ নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইতে আরম্ভ করে, তাহার পূর্বে ইহার কিছু-কিছু খ্রীষ্টান ও কিছু-কিছু মানী-প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী হয়। তবে ইহারা Tangri 'তঙ্‌গ্রী' নামে এক দ্যৌষ্পিতা বা স্বর্গদেবের পূজা করিত, এবং পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র পর্বত প্রভৃতির আশ্রয়কারী দেব-শক্তি বা দেবতার পূজা করিত। পাহাড়ের উপরে বনস্পতিময় অরণ্য-মধ্যে সাধারণতঃ মেষ-বলি দিয়া ইহাদের পূজা হইত। চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়া চীনা রীতি-নীতি ও চিন্তা-ধারা কিছু-কিছু ইহাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৭০০-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে একটি অভিনব জাতীয় লিপির প্রচলন ঘটে; প্রাচীন সিরীয় লিপির অনুকরণে এই লিপি গঠিত হয় (ইহার পূর্বেই সিরিয়া দেশীয় বণিকেরা নিজ লিপি লইয়া মধ্য-এশিয়ায় পঁহুছিয়াছিল)। রোমান বা গ্রীক অথবা

তাহাদের আদর্শে প্রস্তুত উত্তর-ইউরোপের টিউটনীয় বা জর্মানিক জাতির মধ্যে প্রচলিত Runic 'রূনীয়' লিপির অক্ষরের ছাঁদের মতো এই প্রাচীন তুর্কী লিপির বর্ণগুলির ছাঁদ। এইজন্য, এই লিপিকে Old Turkish Runic Script অর্থাৎ 'পুরানা তুর্কী রূনীয় লিপি' বলা হয়। খ্রীষ্টীয় ৭৩২ সালে ও ৭৩৫ সালে তুর্কদের রাজা Bilge Qagan বিল্‌গে কাগান্ ও তাঁহার ভ্রাতা, যোদ্ধা ও মন্ত্রী Kül Tegin ক্যুল্-তেগিন্—ইঁহাদের কীর্তি-কলাপের কাহিনী, দুইটি বৃহদাকার চতুরস্র বা চৌকা আকারের প্রস্তর-খণ্ডের উপরে উৎকীর্ণ হয়। Kara-Korum কারা-কোরুম ও Kara-Balgassum কারা-বাল্‌গাস্‌সুম্ এই দুইটি নগরের সন্নিকটে, ওর্‌খোন্ নদীর তীরে, এই প্রস্তর-খণ্ডদ্বয় স্থাপিত হয়। প্রস্তর-খণ্ড দুইটির তিন দিকে প্রাচীন তুর্কী ভাষায় ও তুর্কী রূনীয় লিপিতে বিল্‌গে-কাগান্ ও ক্যুল্-তেগিন্-এর কথা উৎকীর্ণ আছে; চতুর্থ দিকে চীনা ভাষায়। তুর্কী লেখটির রচয়িতার নাম দেওয়া হইয়াছে, তিনি হইতেছেন এই দুই রাজার ভাগিনেয় Yolig Tegin য়োলিগ্ তেগিন্। এই প্রস্তর-লেখ অষ্টম শতকের তুর্কী সভ্যতা এবং শৌর্য্য, তথা রচনা-কলার অপূর্ব প্রমাণ; মধ্য-এশিয়ার তুর্কী ও মোঙ্গোল জাতির ইতিহাসে এই তুর্কী শিলালেখের স্থান হইতেছে, প্রাচীন ঈরানের দারয়রহুষ্, খ্‌ষায়র্ষ প্রভৃতি হখামনীষীয় রাজাদের দ্বারা বাণমুখ অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি-সমূহের মতো, অথবা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক-অনুশাসনাবলীর মতো, এবং শ্যামদেশের সুখোদয় (সুখোথাই) নগরের দৈ Dai বা Thai থাই-জাতীয় রাজা Rama Gamhaeng রাম-গম্‌হেঙ্-এর নিজ জীবন ও রাজ্য-শাসন বিষয়ক শিলালেখের মতো (ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে থাই-ভাষায় এই লেখ উৎকীর্ণ হয়, এবং ইহা হইতেছে থাই-ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন)। বিল্‌গে কাগান্ ও তদ্‌ভ্রাতা ক্যুল-তেগিনের বিজয় ও রাষ্ট্র-পরিচালনার কথা যেন প্রাচীন তুর্কদের দুই জাতীয় বীরের লোকোত্তর কাহিনী লইয়া রচিত মহাকাব্যের মতো শোনায়।

তুর্কদের Uigur উইগুর্ শাখা আজকালকার মোঙ্গোলিয়া ও সিন্-কিয়াঙের অধিকারী হইয়া রাজ্য করিতে থাকে। ৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক উইগুর রাজা, পারস্য-দেশের ধর্মগুরু মানীর প্রচারিত নূতন ধর্ম (যাহা খ্রীষ্টান ধর্ম ও জরথুশ্ত্রীয় ধর্মের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল তাহা) গ্রহণ করেন, এবং ইহার ফলে উইগুর্‌গণ পারস্যের সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাবে আসে। তখন তাহাদের স্বকীয় রূনীয় বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া উইগুর্-তুর্করা পারস্যদেশে বহুল-প্রচারিত খ্রীষ্টান সিরীয়দের বর্ণমালায় নিজেদের তুর্কী ভাষা লিখিতে থাকে। তুর্কদের আর একটি শাখা Qarluq ক্বার্‌লুক্ তুর্কেরা সির্ ও আমু-নদীর দেশ (আজকালকার রুষ সোভিয়েৎ রাষ্ট্র-সংঘের অধীন তুর্কমান্ ও উজবেক্ প্রজাতন্ত্র-ময় রাষ্ট্রদ্বয়) দখল করে ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ায়, মুসলমান আরবগণ, পারস্য-বিজয়ের পরে, সেনাপতি Qutayba ক্বুতয়্‌বার অধীনে ঐ দেশের তুর্কীদের জয় করে; ফলে ঐ স্থানের তুর্কেরা ধীরে-ধীরে তাহাদের দ্বারা স্বীকৃত বৌদ্ধ ও মানী ধর্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে থাকে। ক্রমে রক্তসম্পর্ক হেতু এই মুসলমান তুর্কদের প্রভাবে পড়িয়া, মধ্য-এশিয়ার সমগ্র তুর্ক জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া ফেলিল।

তুর্কদের ইতিহাসে ও তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এইরূপে এক নবীন অধ্যায় আসিল, ইহাদের ইস্‌লাম-গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে। তাহারা তাহাদের নিজেদের পৈতৃক ধর্ম একেবারে ভুলে নাই, এইবারে তাহা ভুলিতে বসিল। সিরীয়দের কাছ থেকে লওয়া উইগুর্ বর্ণমালায় তুর্কী ভাষায় আংশিক-ভাবে বৌদ্ধ ও আংশিক-ভাবে মানী সম্প্রদায়ের ভাবে অনুপ্রাণিত একটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল, ইহারা সে সাহিত্যকে ত্যাগ করিল। নূতন করিয়া নিজেদের মাতৃভাষার জন্য আরবী অক্ষর গ্রহণ করিল—প্রাচীনের সঙ্গে যোগ এইভাবে ধীরে-ধীরে ছিন্ন হইল। পুরাতন মুসলমান-পূর্ব তুর্কী সাহিত্য বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিতে

লাগিল। Qudatqu-Bilik 'কুদাৎকু-বিলিক্' বলিয়া বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত এক নীতিময় গ্রন্থ, যাহা একজন মুসলমান তুর্ক লেখকের দ্বারা ১০৬৯-১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, এবং ঐ সময়ের কাছাকাছি Oguz-name 'ওগুজ-নামে' এই নামে পরিচিত একটি অনুলিখিত কাব্য-গ্রন্থ, এই-প্রকার প্রাক্-মুসলমান তুর্কী সাহিত্যের পরিচায়ক। ইস্তাম্বুলের তুর্কদের মধ্যে জাতীয়তা ভাবের পুনরুভ্যুদয়ের ফলে, আজকাল Ankara আঙ্কারায় ও Istanbul ইস্তাম্বুলে এই-সমস্ত প্রাচীন পুস্তকের সাগ্রহ পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছে।

মুসলমান তুর্কদের পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। মহমূদ গজনবী (খ্রীষ্টীয় ১০০০), সুবক্-তগীন্ মুহম্মদ ঘোরী (খ্রীঃ ১১৯৫), কুৎবুদ্দীন অয়বক্ (খ্রীঃ ১২০০) প্রভৃতি ভারতের তুর্কী বিজেতা ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাদের কথা আমাদের দেশে সুপরিচিত। এদেশে আসিয়া প্রথম যুগের তুর্কী বিজেতারা দুই-তিন পুরুষেই ভারতীয় বনিয়া গেল। আবার তুর্কী-ভাষী বাবর বাদশাহ তুর্কী ফৌজ লইয়া ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে আগত তুর্কীরাও ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে তলাইয়া গেল। পশ্চিমে এশিয়া-মাইনরে তুর্করা দলে-দলে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল, সেখানে একটি অভিনব 'তুর্কিস্থান' গড়িয়া তুলিল; সেখানকার তুর্করা তাহাদের রাজার নাম-অনুসারে Osmanli 'ওসমান্লী' তুর্ক (অথবা 'পশ্চিমী তুর্ক') বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। যাহারা মধ্য-এশিয়ায় রহিয়া গেল, তাহারা Chaqatai 'চাকাতাই' বা Jagatai 'জাগাতাই' তুর্ক (অথবা 'পূর্বী তুর্ক') বলিয়া পরিচিত হইল। এইভাবে তুর্ক-জাতির দুইটি মুখ্য বিভাগ হইয়া গেল।

ওসমান্লী ও জাগাতাই—দুই হইল আস্থাশীল গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। তবে জাগাতাইরা মধ্য-এশিয়ার অর্ধ-যাযাবর প্রাচীন অবস্থাতেই অনেকটা রহিয়া গেল। কিন্তু ওসমান্লীরা

পশ্চিম-এশিয়ায় মুসলমান ধর্মের রক্ষাকর্তা ও পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইল ; এবং গ্রীক খ্রীষ্টান বিজান্তিওন বা কন্‌স্তান্তিনোপল রাজ্য ও নগরী ১৪৫৩ সালে ওসমান্‌লী তুর্কগণ জয় করিবার পরে, সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার ও ক্রমে উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান জগতের নেতৃত্ব কন্‌স্তান্তিনোপল বা ইস্তাম্বুল্-বিজয়ী ওসমান্‌লী সম্রাট্‌দের হাতেই আসিল। খিলাফৎ অর্থাৎ মুসলমান জগতের ধার্মিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বও "রূম" অর্থাৎ ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতান গ্রহণ করিলেন ; এদিকে তুর্কী সেনা, তুর্কদের দ্বারা শাসিত এক বিরাট্ মুসলমান সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল—সমগ্র আরব দেশ, ইরাক, লিবিয়া ও পালেস্তীন, মিসর ও উত্তর-আফ্রিকা, এশিয়া-মাইনর, গ্রীস ও সমগ্র বল্কান দেশগুলি আসিল এই সাম্রাজ্যের অধীনে। খ্রীষ্টীয় ষোলো, সতেরো, ও আঠারো'র শতক ছিল ওসমান্‌লী তুর্কদের পক্ষে বড়োই গৌরবের।

কিন্তু ইতিমধ্যে ওসমান্‌লী তুর্কদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পশ্চিম-এশিয়া ও পূর্ব-ইউরেপের বহু খ্রীষ্টান জনগণ, তুর্কী ভাষা ও ইসলাম ধর্ম লইয়া ইহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে ; নানা জাতির মেয়ে বিবাহ করিয়া তুর্করাও চেহারায় আর পূরাপূরি Mongol মোঙ্গোল ভাবের রহিল না, তাহাদের মধ্যে (বিশেষতঃ তাহাদের অভিজাতবর্গের মধ্যে) "আর্য্য" ভাবের চেহারা আসিয়া গেল। তুর্কী ভাষা রহিল, কিন্তু তাহাতে ভাঙ্গন ধরিল, ও বহু আরবী ফারসী ও কিছু-কিছু গ্রীক ও স্লাব ও পরে ফরাসী ও জরমান শব্দ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। তুর্কদের অধীন খ্রীষ্টান ধর্মের ও বিভিন্ন ভাষার লোকেরা স্বাধীনতা চাহিল, স্বাধীনতা অর্জন করিল ; একে-একে গ্রীস, রুমানিয়া, সরবিয়া বা যুগোস্লাবিয়া এবং বুলগারিয়া স্বাধীন হইল ; ওদিকে আরবী-ভাষী মুসলমানেরাও

স্বধর্মী বলিয়া তুর্কীদের অধীনে আর থাকিতে চাহে না, তাহারাও স্বাধীনতা চাহিল, এবং পাইল—মিসর, মগরব্ বা মোরোক্কো, অল্-জজ্জাইর্ বা আলজিয়র্স, পরে এই শতকে মহাযুদ্ধের পরে আরব, দেশ সিরিয়া, ইরাক, ত্রিপোলি। এইভাবে তুর্কী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া দিতে, ইউরোপের খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলিরও সহায়তা প্রচুর ছিল।

তুর্কীদের মধ্যে-ও তখন আত্মসমীক্ষা আসিল। সত্য-সত্যই জাতিতে ও সংস্কৃতিতে তাহারা কী? তাহারা তো কেবল মুসলমান নহে, আরব মুসলমানেরাও তো তাহাদের মানে না। তাহারা নিজেদের সত্য পরিচয় সম্বন্ধে অবহিত হইল। এ বিষয়ে ইউরোপের বিজ্ঞানময় দৃষ্টি, ও বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রোমান্সের প্রতি ইউরোপের আকর্ষণ, তাহাদিগকে পথ-নির্দেশ করিল। তুর্কদের মধ্যে অভিজাত-বংশীয় যুবকেরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা অল্পে-অল্পে আরম্ভ করে; খ্রীষ্টীয় উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী দর্শন ও চিন্তা এবং ফরাসী সংস্কৃতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়মিত করিতে থাকে, গোঁড়া মুসলমানী ভাবের বিরুদ্ধে একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের আশীর কোঠায় Leon Cahun লেওঁ কাঅঁ্য নামে এক ফরাসী লেখক ফরাসী ভাষায় Le Banie`-re Bleu 'ল্য ব্যানিয়ের ব্ল্য' বা 'নীল পতাকা' নামে একখানি ঐতিহাসিক রমন্যাস লেখেন, ইহাতে তৈমুর-লঙ্গের সময়ের অতীতের তুর্কী-জাতির কথা কল্পনোজ্জ্বল-ভাবে বর্ণিত আছে—তুর্কীরা এই বইয়ে এমন একটি জগতের সংবাদ পাইল, যেখানে কেবল তুর্ক তাহার তুর্কী গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, আরব ও ঈরানের ইসলামের ময়ূরপুচ্ছ তখনও তাহাকে পরিতে হয় নাই। এই বইয়ের দ্বারা তুর্কী জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে, সূফী গজল ও কসীদায় ভরা একঘেয়ে'পুরাতন তুর্কী সাহিত্যের বদলে ফরাসী

ও ইউরোপীয় সাহিত্য-ধর্ম আসিয়া তুর্কী সাহিত্যে নিজ আসন স্থাপিত করিল। ওদিকে গ্রীক, সর্বিয়ান, বুলগার, আর্মানী, রুমানীয় প্রভৃতি জাতির জাতীয়তাবাদের ছোঁয়াচও তুর্কের মনে লাগিল। সে এখন ভাষায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে খাঁটি তুর্ক হইতে চাহিল। সাহিত্যে এই মনোভাব প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। তুর্কীদের মধ্যে আবার Yeni-Turan "য়েঞ্জি-তূরান" বা 'নব্য তূরান' আন্দোলন শুরু হইল। Pan-Turan বা "নিখিল তূরান" আন্দোলনও দেখা দিল— তুর্কিস্তান ছাড়া আর আর বিভিন্ন দেশে যেখানে-যেখানে তুর্কী-ভাষী লোক আছে, যেমন আজ়রবৈজানে, ক্রিমিয়ায়, রুষদেশে, মধ্য-এশিয়ায়, সকলকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে (এবং সম্ভব হইলে রাজনীতির ক্ষেত্রে) এক করিয়া তুলিবার বাসনা ইহার মুখ্য কথা। তুর্কী ভাষা হইতে বিদেশী আরবী ও ফারসী শব্দ বিতাড়নের, ও বহিষ্কৃত বিদেশী শব্দাবলীর স্থানে শুদ্ধ তুর্কী শব্দের স্থাপনার প্রয়াস আরম্ভ হইল; এখন হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে এই আন্দোলন বিশেষ প্রবল-ভাবে দেখা দিল। এই ভাষা-সংস্কারের সঙ্গে-সঙ্গে আসিল নূতন করিয়া মুসলমান-পূর্ব যুগের তুর্কী সাহিত্যের অধ্যয়ন ও আলোচনা, পুরাতন তুর্কী সাহিত্য হইতে শব্দ আহরণ করিয়া আধুনিক তুর্কীতে সেই শব্দসমূহের পুনর্ব্যবহার। এক কথায়, তুর্ক শিক্ষিত ব্যক্তি আর চাহে না মুসলমান থাকিতে, সে চাহে পূরাপূরি খাঁটি তুর্ক হইতে। তুর্কদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় সংস্কারে এই মনোভাব দেখা দিল। এমন সময়ে আসিলেন গাজী কামাল পাশা আতাতুর্ক। তিনি নবীন যুগের তুর্ক যুব-মনের সমস্ত কামনাকে রূপ দিলেন। খিলাফৎ-মণ্ডিত রাজতন্ত্র তুলিয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র তুর্করা স্থাপিত করিল; বিশ্ব-মুসলমানের নেতৃত্ব এই-ভাবে তুর্কগণ ত্যাগ করিল। আরবী শব্দ বলিয়া 'অল্লাহ্' শব্দকে ভাষা হইতে বিতাড়িত করিল—তাহার স্থানে শুদ্ধ তুর্কী প্রাচীন শব্দ Tanri, Idi, Munku 'তঙ্‌রী, ইদি, মূঙ্কু' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

মসজিদে আরবী ভাষায় আজান দেওয়াও নিষিদ্ধ হইল—আজান দিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে শুদ্ধ তুর্কী ভাষায়।

প্রায় হাজার বছর ধরিয়া ইস্‌লামের সঙ্গে তুর্কীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়—ইহার ফলে তাহারা তাহাদের প্রাচীন ধর্মের প্রায় সব কিছু-ই ভুলিয়া গিয়াছে। জাতীয়তা-বাদের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আবার সেই জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার তাগিদ দেখা যাইতেছে। তুর্কীদের জাতীয় আদর্শ পুরুষদের কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল: ধর্ম ও মনুষ্যত্বের সাধনায় এতদিন যে সকল পুরুষকে তাহারা শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল, আরবী বা ঈরানী বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে নব্য তুর্কীর মন আর উৎসাহশীল রহিল না। তুর্কী প্রাচীন সাহিত্যে কোনও আদর্শ পুরুষের সন্ধান মিলিতে পারে কিনা, সেদিকেও সাকাঙ্ক্ষ অনুসন্ধান চলিল। ওর্‌খোন-তীরের প্রাচীন শিলালেখের বিল্‌গে কাগান ও ক্যুল-তেগিন্ তুর্কী জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন; এবং এই শিলালেখে মহাকাব্য-ধর্মী প্রাচীন তুর্কীর একটি খণ্ড-কাব্য পাইয়া, তুর্কীরা তাহার পুনরালোচনায় এখন লাগিয়া গিয়াছে। জাতীয়তা-বাদের পরিপোষণের জন্য উপযুক্ত মনোভাব তুর্কদের মধ্যে আসিয়াছে; সঙ্গে-সঙ্গে খুব বিরাট্ একটা কিছু না পাইলেও, তাহারা 'ওগুজ্-নামা' বা 'ওগুজ্-নামে' এই ক্ষুদ্র কাব্যটির মধ্যে তাহাদের জাতীয় আদর্শের মূর্ত প্রকাশ-স্বরূপ একজন জাতীয় বীর-পুরুষ বা আদর্শ-পুরুষকে পাইয়াছে।

উইগুর্ তুর্কীর জন্য ব্যবহৃত সিরীয় লিপিতে লেখা, মাত্র ৪২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি। মূল পুঁথিটি প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার 'বিব্লিও-তেক নাসিওনাল্'-এ সংরক্ষিত আছে, ইহা-ই এই কাব্যের একমাত্র পুঁথি। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টি করিয়া ছত্র আছে, দুই একটি পৃষ্ঠায় ১০টি করিয়া ছত্র। আনুমানিক ৩৭৫।৩৮০ ছত্রের বই। Dr. Riza Nour ডাক্তার রেজা নূর নামে তুর্কী পণ্ডিত, ফরাসী ভাষায় ভূমিকা, টীকা ও অনুবাদের সহিত এই বই ১৯২৮ সালে মিসরদেশের

আলেক্‌সান্দ্রিয়া হইতে প্রকাশিত করেন, মূল পাঠ তিনি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করেন। ডাক্তার রেজা নূরের সংস্করণের আধারে এই কাব্যের পরিচয় দিতেছি। ইহার পূর্বে, বিখ্যাত রুষ তুর্কভাষা-বিৎ, অধ্যাপক W. Radloff রাদ্‌লফ, মূল পুথির প্রতিলিপি উইগুর্‌ অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন (সেণ্ট্‌-পিটার্সবুর্গ বা লেনিন্‌গ্রাদ হইতে, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে)। তিনি মূলের সঙ্গে রুষ ভাষায় অনুবাদও দেন। ডাক্তার রেজা নূরের পরে, এই বইয়ের একখানি ভালো সংস্করণ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কান্দিনেভীয় তুর্ক-বিৎ W. Bang বাঙ্‌ ও তুর্ক পণ্ডিত G. R. Rahmeti রহ্‌মতী ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুর্কী সাহিত্য বিভাগ হইতে প্রকাশিত করেন—Oguz Kagan Destani অর্থাৎ 'ওগুজ্‌ রাজার (খানের) কাহিনী' নামে। ইহাতে রোমক লিপিতে মূল প্রাচীন তুর্কী পাঠ এক পৃষ্ঠায়, সামনের পৃষ্ঠায় আধুনিক ওস্‌মান্‌লী তুর্কী অনুবাদ (রোমান লিপিতে), টীকা-টিপ্পনী ও শব্দসূচী আছে। মূল পুঁথিতে কাব্যটি গদ্যময় কি পদ্যময়, তাহা ভালো করিয়া নির্দিষ্ট করা নাই; ডাক্তার রেজা নূরের মতে, ইহার সমগ্রটি আট অক্ষরের ছত্রের একটি বিশেষ ছন্দে গ্রথিত।

এই ক্ষুদ্র কাব্যের মধ্যে, আদিম যোদ্ধা জাতির মহাকাব্যে যে ধরনের বাতাবরণ মিলে, তাহা পূরাপূরি বিদ্যমান। কাব্যটি যেন একজন প্রথিতনামা বীর-পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। Oguz Qagan ওগুজ্‌ ক্বাগান, বা উগুজ্‌ খান ইহার নাম। (প্রাচীন তুর্কী রাজ-বাচক শব্দ Qagan, Qaghan, Khagan, Qaan, Khaan প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া, এখন Khan 'খান' বা 'খাঁ' রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং তুর্কী রাজ-শক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দ ঈরান, আফগানিস্থান ও ভারতেও গৃহীত হইয়াছে)। ইনি কে ছিলেন, কবে জীবিত ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কোন-কোনও পণ্ডিত ইহাকে হূণ-রাজ, রোমকদের ত্রাস-উৎপাদনকারী Attila

আত্তিলা বলিয়া মনে করিয়াছেন। ওরখোন্‌-শিলালেখে Tokuz-Oguz 'তোকুজ্‌-ওগুজ্‌' নামে তুর্কী জাতির একটি শাখাব উল্লেখ আছে, 'তোকুজ্‌-ওগুজ্‌' অর্থে 'নয়টি ওগুজ্‌'। 'ওগুজ্‌' নামটি পরে 'উইগুর' রূপে পরিবর্তিত হয়, এরূপ মতবাদ-ও আছে। কাব্যটিতে ওগুজ্‌ কাগান-এর যে কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহাতে মনে হয়, কোনও দেবতা-স্থানীয় প্রাচীন তুর্ক বীরের কথার সঙ্গে আত্তিলার মতন দিগ্‌বিজয়ী বীরের রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই কাব্য-গ্রন্থ আমাদের রামায়ণ মহাভারত অথবা গ্রীকদের ইলিয়াদ-ওদুস্‌সেইয়া, ঈরানীদের Shah-namah শাহ্‌নামা, ফিন্‌দের Kalevala কালেভালার মতো একটা বিরাট্‌ ব্যাপার নহে; প্রাচীন জর্‌মানদের Sigurd সিগুর্ড্‌-কথা বা Nibelungen Lied 'নিবেলুঙ্গেন্‌ লীড' কাব্যের মতোও নহে, অথবা প্রাচীন ইংরেজদের Beowulf 'বেওর্‌লুফ্‌' কাব্যের সহিতও তুলিত হইবার বই নয়। কিন্তু সমগ্র তুর্ক জাতি এখন এই ক্ষুদ্র কাব্যের মধ্যে তাহাদের জাতির আদিম আদর্শ পাইতেছে বলিয়া, এই ছোট বইটি জাতীয় মহাকাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে; এবং তুর্কী প্রাক্‌-মুসলমান জগতের স্মৃতিতে ভরপূর বলিয়া, এই বইয়ের স্থান কতকটা স্কান্দিনেভীয় বা প্রাচীন জর্‌মানিক জাতির Edda এড্‌ডা গ্রন্থের মতো, ও Slovo O Pulku Igorevye অর্থাৎ 'ইগোরের দলের কথা' নামে রুষদের জাতীয় কাব্যের মতো।—তুর্কীরা এখন অবশ্য গর্ব করিয়া বলিতে পারে, আকারে ছোট হইলেও তাহাদের এমন একখানি 'জাতীয় কাব্য' পাওয়া গিয়াছে, যাহা ফরাসীদের Chanson de Roland 'শাঁসঁ-দ্য-রোলাঁ', স্পানীয়দের Poema del Cid 'পোএমা-দেল্‌-সীদ্‌', এবং অনুরূপ অন্য নানা জাতির জাতীয় কাব্যের পাশে দাঁড়াইতে পারে।

জর্‌মানির নাৎসীদের মধ্যে এইরূপ উগ্র জাতীয়তাবাদী দেখা দিয়াছিল, যাহারা বিদেশী এবং বিশেষ করিয়া য়িহুদীদের

পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উদ্ভূত বলিয়া খ্রীষ্টান ধর্মকে বর্জন করিয়া, তাহার স্থানে প্রাচীন জর্‌মানিক Edda এড্‌ডা গ্রন্থের ভাবধারা ও দেববাদ এবং নৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিত। তুর্কদের মধ্যেও তেমন উগ্র জাতীয়তাবাদী দেখা দিয়াছে ; কোরান ও ইস্‌লাম উভয়কেই ত্যাগ করিয়া, 'ওগুজ্‌-নামে'র দৈব এবং নৈতিক বাতাবরণকে তুর্ক জীবনে আনিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথপ্রদর্শক-রূপে আবার এই কাব্যে বর্ণিত Gök (Gyok) Buri 'গ্যোক্‌ বুরি' অর্থাৎ 'নীল বা ধূসর বৃক বা নেকড়ের আবাহন করা উচিত, এই পরামর্শও দেওয়া হইয়াছে।

এখন সংক্ষেপে Oguz-epos বা ওগুজ্‌-কথার পরিচয় দেওয়া হইতেছে (ডাক্তার রেজা নূর-এর ফরাসী অনুবাদ অবলম্বনে)। কাব্যটির নামে যে দ্বিতীয় অংশটি আছে, name 'নামে' শব্দ, তাহা ফারসীর nāmah শব্দ, 'কাব্য' বা 'গ্রন্থ' অর্থে, ফারসী হইতে তুর্কী ভাষায় গৃহীত (যেমন Shāh-nāmah শাহ্‌-নামা, Sikandar-nāmah সিকন্দর-নামা, Akbar-nāmah অকবর্‌-নামা)। কাব্যটির প্রথম অংশ খণ্ডিত বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রথমেই অন্য কোনও পরিচয় দিবার পূর্বে ওগুজ্‌-এর জন্মকথা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"তাহারা বলিয়াছে—হউক। তাহার মূর্তি এইরূপ। এবং তাহার পরে তাহারা আনন্দিত হইল। উপরন্তু, দিন-সমূহের মধ্যে একদিন (অর্থাৎ কোনও এক কালে) রানী Ai আই চক্ষুরোগে পীড়িত হইলেন—তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইলেন, ও একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রের দেহের বর্ণ ছিল নীল, তাহার মুখ-বিবর ছিল আগুনের মতো লাল, তাহার চোখ ছিল উজ্জ্বল, তাহার কেশ ও ভ্রূদ্বয় ছিল কালো। সব-চেয়ে সুন্দর যে মানুষ, তাহার চেয়েও সে ছিল সুন্দর।"



রানী আই, Ai Qagan, হইতেছেন রাণী চন্দ্র-দেবী। তাঁহার পুত্র এই বীর ওগুজ্—উইগুর জাতির তুর্কেরা যাঁহার সাক্ষাৎ বংশধর। জন্মের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে-ই শিশু অদ্ভুতকর্মা হইল; বয়স্কের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া খাইল, চল্লিশ দিনের মধ্যে বড়ো হইয়া উঠিল, চলিতে ফিরিতে ও খেলিতে লাগিল। ষাঁড়ের মতো পা, নেকড়ের মতো কোমর (অর্থাৎ 'বৃকোদর'), ভালুকের মতো ছাতি, সারা গা লোমশ। তাহার কাজ হইল সাধারণ তুর্ক ছেলের মতো ঘোড়া চরানো, ঘোড়ায় চড়া ও শিকার করা। কিছুকাল পরে সে যুবত্ব-প্রাপ্ত হইল।

"সেই সময়ে সেই স্থানে এক বিশাল অরণ্য ছিল। অনেক স্রোতস্বতী আর নদী ছিল সেখানে। শিকারের পশু যা সেখানে ছিল, পাখী যা সেখানে উড়িত, সংখ্যায় ছিল প্রচুর।"

ওগুজ় কাগান্ কর্তৃক ঘোড়ায় চড়িয়া এই অরণ্যে হরিণ ও ভালুক এবং এক অজ্ঞাত হিংস্র জন্তুর বধের কথা আছে; উপরন্তু অন্য সমস্ত জন্তুর ও মানুষের ধ্বংসকারী এক Sungur বা Songar অর্থাৎ dragon বা মহানাগকে-ও ওগুজ্ নিজ শরদ্বারা বধ করিলেন।

"দিন-সমূহের মধ্যে একদিন, ইহার পরে ওগুজ্ কাগান একটি স্থানে ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন। আঁধার হইয়া আসিল। তখন আকাশ হইতে একটি নীল আলো নামিয়া আসিল। সূর্য্য ও চন্দ্রের চাইতে ইহা উজ্জ্বলতর ছিল। রাজা ওগুজ় আলোর দিকে চলিলেন, এবং দেখিলেন যে, সেই আলোর মধ্যে একটি কন্যা রহিয়াছে। কন্যাটি একা বসিয়াছিল। কন্যাটি ছিল সুন্দরী, কোমল-স্বভাবা। তাহার মস্তকের আকার ছিল জ্যোতির্ময় ও শিখাময়। সে ছিল যেন ধ্রুবতারার মতো।

"কন্যাটি এতই সুন্দরী ছিল যে যদি সে হাসিত, তো নীল আকাশের দেবতাও হাসিতেন; যদি সে কাঁদিত, তাহা হইলে দেবতাও কাঁদিতেন। ওগুজ্ যখন তাহাকে দেখিলেন, তখন

তিনি বুদ্ধি-শুদ্ধি হারাইলেন। তিনি এই কন্যাকে কামনা করিলেন, ও গ্রহণ করিলেন।”

এইভাবে এই দেবকন্যাকে বিবাহ করিবার পরে, ওগুজ্-এর তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। প্রথমটির নাম তিনি দিলেন Gun ‘গুন্’ বা সূর্য্য, দ্বিতীয়টির Ai ‘আই’ বা চন্দ্র, এবং তৃতীয়টির Yulduz ‘য়ুল্দুজ্’ বা তারা।

“আবার আর একদিন ওগুজ্ কাগান মৃগয়ায় নির্গত হইলেন। তিনি সামনে সরোবরের মধ্যে একটি গাছ দেখিতে পাইলেন। একটি তরুণী ঐ গাছের সামনে ছিল। সে একা বসিয়াছিল। কন্যাটি ছিল সুন্দরী ও মনোহর। আকাশের চেয়ে নীল ছিল তাহার চক্ষু দুইটি। তাহার কেশ ছিল নদীর বহতা জলের মতো। তাহার দাঁত ছিল মুক্তার মতো। সে এমন সুন্দরী ছিল যে, পৃথিবীর উপরে নর-জাতি তাহাকে যদি দেখিত পাইত তো বলিত—‘আমরা চাঁদের মতো আর ধনুকের মতো হইতাম (অর্থাৎ একসঙ্গে চাঁদের মতো বাড়িতাম, ধনুকের মতো বাঁকিতাম)!’....

“ওগুজ্ কাগান তাহাকে দেখিয়া সংবিদ্-হারা হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে যেন একটা আগুন পড়িল। তিনি তাহাকে ভালোবাসিলেন ও গ্রহণ করিলেন।”

এই দ্বিতীয় বিবাহের ফলও তিনটি পুত্র। ওগুজ্ কাগান ইহাদের নাম দিলেন—Gök (Gyok) ‘গ্যোক’ বা আকাশ, Tagh ‘তাগ্’ বা পর্বত এবং Tingiz ‘তিঙিজ্’ বা সাগর।

পরে ওগুজ্ কাগান একটি বিরাট্ ভোজ দিলেন। চারিদিক হইতে নিমন্ত্রিতেরা আসিল, কলরব করিতে লাগিল। বিস্তর খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারী হইল—নানা রকমের মাংস, প্রচুর পরিমাণে kumis কুমিস্ বা ঘোড়ার দুধ হইতে তৈয়ারী মাদক পানীয়। চল্লিশ হাজার কড়ায় খাদ্য রান্না হইল।

ভোজ শেষ হইবার পরে, ওগুজ্ কাগান আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এবং সমাগত সেনাপতি ও জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন*—

"আমি তোমাদের সকলের জন্য রাজা হইয়াছি।
ধনুক ও ঢাল লও!
এই 'বুয়ান' চিহ্ন তোমাদের তকমা (অর্থাৎ লাঞ্ছন) হউক!
ধূসর (বা নীল) নেকড়ে (আমাদের) আজ্ঞা-বাক্য (বা বিপদের সাবধান-বাণী) হউক!
লোহার বল্লম-সকল, অরণ্যের মতো হও!
যে অঞ্চলে মৃগয়া মিলে, সেখানে শিকারের পশু, কোলান বা বুনো ঘোড়া যেন দৌড়ায়!
সাগরের মধ্যে, নদীর মধ্যে!
নীল তাঁবু যেন সূর্য্যের মতো হয়।"

ওগুজ্ কাগান এইরূপে জন-সংগ্রহ করিয়া দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইলেন—যেভাবে পরবর্তী কালে হূণ-রাজ আত্তিলা ও মোঙ্গোল সম্রাট চিঙ্গীজ্ খান্ এবং তিমূর-লঙ্গ দিগ্-বিজয়ে যাত্রা করেন। চারিদিকে ইনি পত্র দিয়া বিভিন্ন রাজার কাছে দূত পাঠাইলেন:

'আমি উইগুর-রাজ, পৃথিবীর চারি কোণে আমার অধিকার আমি স্থাপন করিতেছি। তোমার কাছে পাঁচপ্রকার কর আমি চাই।

---

* এই অংশ কবিতায়—প্রাচীন তুর্কী ভাষার নমুনা হিসাবে কয়টি ছত্র রোমান বানানে তুলিয়া দিতেছি:

men sin-ler-ge boldum kagan :
alali'n ya daki' kalkan !
tamga biz ge bolsun buyan :
gök buri bolsun ki'l oran.
temur jide-ler, bol orman !
av yirde, yürüsün kolan,
daki' taluy, daki' muran !
gün dek bol ki'l gök kurikan !

"যে আমার মুখের দিকে তাকায় (আমার কথা শোনে), তাহাকে আমি বন্ধু বলিয়া মানি, ও তাহাকে উপহার দেই। যে আমার মুখের দিকে তাকায় না, তাহাকে আমি শত্রু বলিয়া মানি, তাহার বিপক্ষে সেনা পাঠাই, তাহাকে শাস্তি দেই। আমি হঠাৎ আক্রমণ করি, আমি ধরি। আমি বলি : এ বিধ্বস্ত হউক। এবং আমি বিধ্বস্ত করি।"

Altun Qagan আলতুন ক্বাগান বা স্বর্ণরাজ নামে এক রাজা ছিলেন ওগুজ় কাগানের দক্ষিণ দিকে স্থিত দেশে। (সম্ভবতঃ এই স্বর্ণরাজ হইতেছেন চীন-সম্রাট্)। ইনি ওগুজ়্ ক্বাগানকে সোনা, রূপা, তরুণী কন্যা এবং প্রচুর মাণিক ও মুক্তা উপহার-সমেত দূত পাঠাইলেন। এইভাবে আলতুন কাগান সন্ধি করিলেন।

কিন্তু তাঁহার বামে Urum Qagan উরুম্-কাগান অর্থাৎ রোম-সম্রাট্ বলিয়া এক রাজা ছিলেন, অনেক তাঁহার সেনা, অনেক তাঁহার শহর। উরুম-ক্বাগান ওগুজ়্-এর হুকুম মানিলেন না। তখন সসৈন্যে Muz-tagh বা হিম-পর্বত অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ওগুজ়্ ক্বাগান অগ্রসর হইলেন। রাত্রে শিবির স্থাপন করিয়া একস্থানে তিনি নিদ্রিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে সূর্য্যের কিরণের মতো একটি আলো ওগুজ়্ ক্বাগানের তাঁবুর ভিতরে আসিল, এবং ঐ আলোক হইতে এক বিরাট্‌কায় বৃক বা নেকড়ে-বাঘ বাহির হইল, নীল তাহার গায়ের লোম ও ঘাড়ের কেসর। বৃকটি রাজার সঙ্গে কথা কহিয়া বলিল—"ও! ও!. ওগুজ়্ ক্বাগান, উরুম্-এর বিরুদ্ধে যাত্রা করো। ও! ও! আমি তোমার সামনে (মাথায়-মাথায়) যাইব।"

এইভাবে নীল বৃকের আগমন হইল, এবং এই দিব্য বা দেব-প্রেরিত পশু ওগুজ়্ ক্বাগানের সৈন্য-দলের পথ-প্রদর্শক হইয়া চলিল। Itil Muran ইতিল-মুরান্ অর্থাৎ রুষদেশের Volga ভল্‌গা নদীর

তীরে ভীষণ যুদ্ধে ওগুজ্ ক্বাগান্ উরুম্ বা রোম-সম্রাটকে হারাইয়া দিলেন।

তাহার পরে Urus বা রুষ-রাজের পালা। তাঁহার পুত্র ওগুজ্ ক্বাগানের বশ্যতা স্বীকার করিল। ওগুজ্ ক্বাগান ইহার প্রতি প্রীত হইলেন, ও তাহাকে Saklab 'সাক্লাব' এই উপাধি দিলেন। (বস্তুতঃ, এই Saklab শব্দটি রুষ প্রভৃতি জাতির মৌলিক নাম Slav, Slavu 'স্লাব' হইতে উৎপন্ন। গ্রীকেরা রুষ ও অন্য Slav জাতীয় জনগণকে Sklaboi বলিত—সেই Sklab বা Slav শব্দ হইতেই তুর্কী Saklab।)

এইভাবে ওগুজ্ কাগান দেশ হইতে দেশান্তর জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—যেভাবে প্রাচীনকালে আত্তিলা ও মিহিরগুল এবং পরবর্তীকালে চিঙ্গীজ্ খান্ ও তৈমুর-লঙ্গের মতো মোঙ্গোল ও তুর্ক দিগ্বিজয়ীরা সাম্রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজিত দেশগুলির নাম ধরিয়া ঠিক-মতো সেগুলির আধুনিক ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় করা যায় না। তবে Sintu সিন্ধু বা ভারতবর্ষ, Tankut বা তিব্বত, Masar বা মিসর, এই দেশগুলির উল্লেখ আছে। মোঙ্গোল ও তুর্ক দিগ্বিজয়ীর আদর্শের উপরেই যেন ওগুজ্ কাগানের দিগ্-বিজয়ের কথা গঠিত হইয়াছে।

জীবনের এক বড়ো অংশ এইভাবে দেশ-জয়ে অতিবাহিত করিয়া, ওগুজ্ ক্বাগান গৃহে ফিরিলেন। একজন অতি প্রাচীন তুর্ক-জাতীয় পক্ককেশ শ্বেতশ্মশ্রু ঋষিকল্প জ্ঞানী বৃদ্ধ ছিলেন, একাধারে যোদ্ধা ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহার নাম ছিল Ulug Turuk 'উলুগ্-তুরুক' অর্থাৎ 'বৃদ্ধ বা মহান্ তুর্ক'। এই উলুগ্-তুরুক একদিন রাত্রে স্বপ্নে একটি সোনার ধনুক দেখিলেন—ধনুকের একটি দিক ছিল সূর্য্যোদয়ের দিকে, অন্য দিক সূর্য্যাস্তের অভিমুখে, আর ধনুকে লাগানো ছিল রাত্রির দিকে মুখ-করা তিনটি রূপার শর। উলুগ্-তুরুক আসিয়া রাজাকে এই স্বপ্নের কথা শুনাইলেন; এবং রাজা তাঁহার পরামর্শ-

মতো নিজ রাজ্য দুই পত্নীর গর্ভজাত ছয় পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। তদুপলক্ষে তিনি একটি বিরাট্ দরবার আহ্বান করিলেন। পরিপূর্ণ জীবনের অন্তে তাঁহার শেষ বক্তৃতায় কাব্যখানির সমাপ্তি হইয়াছে—

> "হে আমার পুত্রগণ। আমি অনেক বাঁচিয়াছি। বল্লম লইয়া অনেক লড়াই দেখিয়াছি। অনেক বাণ আমি ছুঁড়িয়াছি। আমার ঘোড়ায় চড়িয়া আমি বহু দূরযাত্রায় বাহির হইয়াছি। শত্রুদের কাঁদাইয়াছি। আমার মিত্রদের হাসাইয়াছি। নীল আকাশ (বা স্বর্গদেব)-কে তাঁহার প্রাপ্য দিয়াছি। তোমাদিকে আমার রাজ্য প্রদান করিতেছি।"

এই কথা-সংক্ষেপ হইতে কাব্যখানির রস কথঞ্চিৎ আস্বাদন করা যাইবে। ইহা বহুশঃ শিশুচিত আদিম রচনা, সহজ কথা সরল-ভাবে সোজা-ভাবে ইহাতে বলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার এই অকপটতা-ই ইহার প্রধান গুণ। আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকে জানো, এই নীতি পরিপালনের জন্য, এবং নিজেদের জাতির শৈশবের রোমান্স ও শৈশবের বিস্ময়-মিশ্র দৃষ্টি এই বইয়ে খুঁজিয়া পাইয়াছে বলিয়াই, আধুনিক-কালের নব্য তুর্কেরা নিজেদের জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ও সাহিত্যে ইহাকে এখন এতটা উচ্চ আসন দিয়াছে॥

গিল্‌গামেশ -কথা

আধুনিক Iraq ইরাক দেশ, ইংরেজরা ইহাকে গ্রীকদের দেওয়া নামে Mesopotamia মেসোপোতামিয়া বা মেসোপটেমিয়া বলিয়া থাকে, আরবের উত্তর-পূর্বে Euphrates এউফ্রাতেস্ (ইউফ্রেটিস্) বা ফুরাৎ ও Tigris তিগ্রিস্ (টাইগ্রিস্) বা দিজ্‌লহ্‌ নদীদ্বয় দ্বারা বিধৌত দেশ। এখানকার লোকেরা এখন ভাষায় আরব, ধর্মে মুসলমান। প্রাচীন কালে, এখন হইতে আড়াই হাজার বছর পূর্বে, ইরাক-দেশ মোটামুটি দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। গ্রীকেরা এই দুই দেশকে Assyria আসিরিয়া ও Babylonia বাবিলোনিয়া বলিত। আসিরিয়া ছিল আধুনিক ইরাকের উত্তরে, তিগ্রিস্ নদীর ধারে; আজকালকার Mosul মোসল-নগরীর লাগোয়া Nineveh নিনেভে-নগরী, ও তাহার দক্ষিণে তিগ্রিসের তীরে Ashshur (Asshur) অশ্‌শুর-নগরী ছিল আসিরিয়ার কেন্দ্র; এবং বাবিলোনিয়া ছিল ইরাকের মধ্য ও দক্ষিণ খণ্ড জুড়িয়া, ঐ অঞ্চলের দুইটি নদীর মধ্যবর্তী দেশ; এখনকার কর্‌বালা ও হিল্লা নগরী দুইটির কাছে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী Babylon বাবিলোন-নগর ছিল বাবিলোনিয়ার রাজধানী ও প্রধান কেন্দ্র। এই দুই দেশের বা রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ভাষায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে মোটের উপরে এক-ই ছিল; ইহারা যে ভাষা বলিত, তাহা ছিল আরবীর সহিত সংপৃক্ত। আরবী ভাষা, য়িহুদীদের প্রাচীন ভাষা হিব্রু, শাম বা সিরিয়ার প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন ফিনিশীয়দের ও কার্থাজ-নগরীর অধিবাসীদের ভাষা, দক্ষিণ-আরবের প্রাচীন সাবী বা হিম্‌য়ারী ভাষা, এবং আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার ভাষা—এ-সমস্ত হইতেছে প্রাচীন Semitic শেমীয় গোষ্ঠীর শাখা। এই সমস্ত শেমীয় ভাষা যাহারা বলিত, তাহাদের মৌলিক ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; বহু দেবতার স্থান এই ধর্মে ছিল, এবং সেই-সব দেবতার সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে পুরাণ-কথার মতো লক্ষণীয় নানা কাহিনী

প্রচলিত ছিল। এই-সব কাহিনী পরিবর্তিত আকারে পরবর্তী কালে কিছুটা য়িহুদীরা রক্ষা করে, ও সম্পূর্ণ বিদেশীয় গ্রীকেরাও গ্রহণ করে। আসিরিয়ার লোকেরা মূলতঃ বাবিলোনিয়ার অধিবাসী-দেরই একটি শাখা—বাবিলোনিয়ার লোকেরাই উত্তরে আসিরিয়ায় গিয়া বসবাস করে ও একটা স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া তোলে। এই দুই সম-ভাষিক ও সম-সংস্কৃতিক রাষ্ট্রের নিজস্ব নাম ছিল 'অশুর' বা 'অশ্‌শুর' (Ashur, Asshur, Ashshur) ও 'বাবিলু' (Babilu); ভারতবর্ষে আমাদের পূর্বপুরুষগণ 'অসুর' ও 'বরেরু' (Asura, Baveru) নামে ইহাদের কথা জানিতেন। বাঙ্গালায় আমরা সংক্ষেপে ইহাদের 'অশুর-বাবিল' বলিতে পারি। অশুর-বাবিল জাতি প্রাচীন জগতের অন্যতম সুসভ্য জাতি ছিল, এবং নানা বিষয়ে—ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্প-কলায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ-বিদ্যায়—এই জাতির দান মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয়।

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধে অশুর ও বাবিল উভয় রাষ্ট্র-ই বেশ সমৃদ্ধ—বিশেষ করিয়া অশুর-রাষ্ট্র তখন একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ঐ দেশের ইতিহাস ও সভ্যতা আরও বহু পুরাতন। খ্রীষ্ট-জন্মের ৩০০০ বছর পূর্বে, কম পক্ষে, এই সভ্যতার ও ইহার ইতিহাসের পত্তন হয় দক্ষিণ-ইরাকে, পারস্য-উপসাগরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। তখনও এই দেশে শেমীয় অশুর-বাবিল ভাষা লইয়া শেমীয়-জাতির লোকেদের আগমন হয় নাই। সম্পূর্ণ-রূপে অন্য শ্রেণীর ভাষা বলে এমন, এবং শেমীয়দের হইতে পৃথক্, অন্য এক জাতির মানুষ তখন ও-দেশে বাস করিত। ইহাদের 'সুমের' বা 'শুমের' জাতি বলা হয় (Sumer, Shumer)। সুমেরগণ বেশ কল্পনাশীল অথচ কৃতী জাতির মানুষ ছিল, ইহাদের ধর্ম ও দেব-কল্পনা হইতেছে অশুর-বাবিল ধর্ম ও দেবতাবাদের মূল রূপ। সুমেরদের পুরোহিতেরা চিত্র-লিপি-বিদ্যার উদ্ভাবন করে—এই চিত্র-লিপি-ই পরিবর্তিত লইয়া উত্তরকালে অশুর-বাবিল লিপির রূপ গ্রহণ করে। সুমেরগণ কর্তৃক যখন দক্ষিণ-

ইরাকে তাহাদের ধর্ম, সভ্যতা, লিপি প্রভৃতি বেশ পূর্ণাঙ্গ হইতেছে, তখন উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইরাক হইতে শেমীয় ভাষা বলে এমন একটি জাতির লোক বাবিলোনের উত্তর অঞ্চলে ধীরে-ধীরে আসিয়া, সুমেরগণের মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই শেমীয়ভাষী লোকেরা কতক অংশে আসিয়াছিল আরব হইতে, কতক অংশে সিরিয়া হইতে। সুমের-জাতির লোকেরা মুখ্যতঃ রহিল দক্ষিণে; উত্তরের শেমীয়েরা Akkad 'আক্কাদ' নামে পরিচিত হইল। সুমেরদের ধর্ম ও সভ্যতা আক্কাদরা গ্রহণ করিল, তাহাদের লিপিও লইল; এবং সুমেরগণ অপেক্ষা সেমীয় আক্কাদগণ বেশী কৃতকর্মা জাতি ছিল বলিয়া, তাহারা ধীরে ধীরে দক্ষিণের সুমেরগণকে ভাষাতে পরিবর্তিত করিয়া দিল, তাহাদের আত্মসাৎ করিয়া লইল—সমগ্র বাবিলোনিয়া দেশে তখন (প্রায় ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে) কেবল শেমীয়-ভাষীরাই রহিল—স্বতন্ত্র সুমেরগণ অবলুপ্ত হইল। কিন্তু অদ্ভুত কথা, সুমেরদের ভাষা একেবারে লোপ পাইল না। সুমেরদের শেমীয়ভাষী উত্তর-পুরুষগণের মধ্যে এবং উত্তরের আক্কাদদের মধ্যে, এবং যখন শেমীয়গণ কর্তৃক আরও উত্তরে অশুর-রাষ্ট্র স্থাপিত হইল, তখন অশুরদের মধ্যেও, বহু শতাব্দী ধরিয়া, ধর্মের প্রাচীন ভাষা হিসাবে সুমের-ভাষার চর্চা চলিল—কথ্য ভাষা রূপে ইহার বিনাশ হইবার পরেও। সুমেরদের রচিত প্রাচীন দেবস্তুতি ও ইতিহাস এবং পুরাণ-কথা, ও রাজাদের অনেকের অনুশাসন ও জন-সাধারণের দলিল-পত্র—এ-সমস্ত রক্ষিত হইয়া আছে। পরবর্তী কালে এগুলি শেমীয়-ভাষী বাবিল-অশুরগণ অধ্যয়ন করিত, এবং সুমের-ভাষার অভিধান রচনা করিয়া এই ভাষা পাঠ করিত। সুমেরদের পুরাণ, ইতিহাস, অন্য উপাখ্যান ও দেবস্তুতিসমূহের অনুবাদ, শেমীয় অশুর-বাবিল ভাষায় প্রচুর পরিমাণে করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, অনুরূপ স্বতন্ত্র সাহিত্যও অশুর-বাবিল ভাষায় রচিত হয়।

সুমেরগণ এক প্রকার চিত্রলিপির উদ্ভাবন করে ৩০০০

খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পূর্বেই, এবং এই লিপি পরে পরিবর্তিত হইয়া একটি ভাব- ও ধ্বনি-নির্দেশক লিপিতে রূপান্তরিত হয়। প্রথমটায় ইহারা অস্থিখণ্ডের ও প্রস্তরের উপরে লেখা উৎকীর্ণ করিত। পরে ইহারা লিখন-কার্য্যের জন্য একটি বিশিষ্ট পন্থা বাহির করে। নদীমাতৃক বাবিলোনিয়া দেশে চমৎকার পলিমাটির অভাব ছিল না—স্থমেরগণ এই মাটি হইতে একটু convex বা উত্তল আকারের টালির বা ইষ্টকের মতো মৃৎফলক তৈয়ারী করিত; এবং তলার দিকে, ত্রিকোণ একটি "লেখন" লইয়া, তাহার দ্বারা চাপিয়া-চাপিয়া ঐ মৃৎফলকের উপরে কাঁচা অবস্থায় রেখা অঙ্কিত করিত। লেখনের ত্রিকোণ-মুখের দ্বারা যে অক্ষর মৃৎফলকে উঠিত, তাহার আকৃতি দেখিয়া ইংরেজীতে তাহাকে cuneiform বা arrow-headed character বলা হয়; বাঙ্গালায় আমরা এই লিপিকে "বাণমুখ লিপি" বলিতে পারি। দুই দিকে অঙ্কিত হইবার পরে, মৃৎফলকখানি শুখাইয়া লওয়া হইলেই, তাহা যেন একখানি লিখিত পত্র হইত। এই ধরণের মৃৎফলকের উপরে লিখনের রীতি স্থমেরগণের নিকট হইতে আক্কাদ অর্থাৎ বাবিল-অশুরগণ কর্তৃক গৃহীত হইল; এবং এই লিখন-রীতি পরে এসিয়া-মাইনরের ও অন্য অঞ্চলের কতকগুলি বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করে।

স্থমের দেব-কাহিনী ও বীর-কাহিনী সমগ্র-ভাবেই আক্কাদ এবং অশুর-বাবিলগণ গ্রহণ করে। এই-সকল কাহিনী লইয়াই প্রাচীন ইরাকের পুরাণ-কথা। স্থমেরীয় দেবতাদের নাম বহু স্থলে শেমীয় অশুর-বাবিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া লওয়া হইত। ইহাদের কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বা উপাখ্যান কাব্যাংশে অতি মনোহর। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-কথা, দেবাসুরের যুদ্ধ-কথা (অশুর-বাবিল দেবলোকের মধ্যে, আমাদের বৈদিক দেব-জগতের দেব-রাজ ও দেব-নেতা ইন্দ্রের স্থানীয় Inurta ইন্-উর্তা বা Marduk মরুদুক্ অথবা Bel-Marduk বেল্-মরুদুক্ নামক বজ্রধারী ও রথী দেব-সেনাপতির শৌর্য্যের প্রভাবে দানবগণের পরাভব, এবং মরুদুকের নানা বীরকৃত্য); বিশ্বমাতা-স্বরূপিণী এবং প্রেম ও কামের

দেবী Inanna ইনান্না অথবা নানা বা Ishtar ইশ্‌তার্‌-এর কাহিনী —ইঁহার পতি বসন্তের শষ্প-পুষ্প-ফল-শস্যের দেবতা Dumuzi দুমুজ়ি বা Tammuz তম্মুজ়-এর মৃত্যু, এবং পতির উদ্ধার-কল্পে অধোলোকে দেবী Allatu অল্লাতুর রাজ্যে ইশ্‌তারের অবতরণ এবং অন্যান্য দেবগণের সহানুভূতিতে ও চেষ্টায় তম্মুজ়-এর উদ্ধার-সাধন ; এবং বীর রাজা গিল্‌গামেশ্‌-এর কাহিনী—এগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক, কাব্যাংশে প্রাচীন জগতের সাহিত্যের মধ্যে এগুলির স্থান অতি উচ্চে। মিসরের প্রাচীন দেব-কাহিনী এবং ভারতবর্ষের বৈদিক ও পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন ঈজীয় ও গ্রীক দেব-কাহিনী ভিন্ন, প্রাচীনত্বে, বৈচিত্র্যে ও কাব্যকলায় বাবিলোনীয় দেবকথার সমান কথা-বস্তু, মানব-জাতির ইতিহাসে আর কিছু-ই পাওয়া যায় নাই।

রাজা গিল্‌গামেশ্‌ অশুর-বাবিল জাতির মধ্যে একজন লোকোত্তর বীরপুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সুমেরীয়গণের মধ্যে ইঁহার কাহিনী উদ্ভূত হয়। পরে ইঁহার উপাখ্যান শেমীয় ভাষায় অনূদিত হয়। খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০-২০০০-র দিকে, কতকগুলি সুমেরীয় গাথায় বা কাব্যাংশে গিল্‌গামেশ্‌-উপাখ্যানের কিছু-কিছু পূর্বরূপ পাওয়া যায়। তৎপরে শেমীয় বাবিল ভাষায় আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ অব্দের কতকগুলি মৃৎফলকে উৎকীর্ণ একখানি গিল্‌গামেশ্‌-কাব্যের কিছু-কিছু অংশ পাওয়া গিয়াছে। এই তারিখ ধরিয়া বলিতে হয় যে, গিল্‌গামেশ্‌-কথা হইতেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য। আর্য্যগণ ভারতের অভিমুখে যাত্রাকালে, এই বাবিলোনীয় দেব-কাহিনী ও গিল্‌গামেশ্‌-কথা, উভয়ের সহিতই যে পরিচিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্যদের বৃত্রহা ইন্দ্রের কল্পনায়, দানবী Tiamat তিয়ামাত্‌-এর বধকারী মরূদুক্‌-দেবের কল্পনার প্রভাব আছে ; এবং রামায়ণে বর্ণিত বারনারী-কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গের প্রলোভনের কথায়, গিল্‌গামেশ্‌-কাহিনীর একটি বিশেষ পর্য্যায়ের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। গিল্‌গামেশ্‌-কাব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ মিলে, অশুর-দেশের

রাজা Ashur-bani-pal অশুর-বনি-পাল-এর সময়ের বারোখানি মৃৎফলকে উৎকীর্ণ শেমীয় অশুর-বাবিল ভাষায় লিখিত গ্রন্থে। অশুর-বনি-পাল-এর রাজত্বকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬৬৮ হইতে ৬২৬। এই ফলকগুলি লণ্ডনে ব্রিটিশ-মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে, এবং এই মৃৎফলকগুলিতে প্রাপ্ত মূলের পাঠ ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতকের এই গ্রন্থ (এই সপ্তম শতকে আমাদের ভারতে মহাভারত-কাব্যও রূপ গ্রহণ করিতেছে) ও খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিক্কার প্রাচীনতর গিলগামেশ্-কাব্যের উপলব্ধ ভগ্নাংশ অবলম্বনে, নিম্নে গিলগামেশ্-কাব্যের পরিচয় ও কথা-বস্তু দেওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন সুমেরীয় ও অশুর-বাবিল শিল্পে গিলগামেশ্-কথার কতকগুলি ঘটনার প্রচুর চিত্রও পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি বেশীর ভাগ-ই লম্বা ও গোল বেলনের আকারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাথরের গায়ে কাটা চিত্র-ময় সীল-মোহরের উপর খোদিত। 'গিল্‌গামেশ্' এই নামটি, Gish- বা Gi-bil-aga-mesh 'গিশ্ (বা গি)-বিল্-আগা-মেশ', এই সুমেরীয় নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ—নামের অর্থ, 'নায়ক বা সেনানী অগ্নি-দেব'। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের গ্রীক লেখক Aelian আয়লিয়ন্, Gilgamos 'গিল্‌গামোস্' নামে বাবিল-দেশের এক প্রাচীন রাজার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইনি, এবং প্রাচীন বাবিল-কাব্যের নায়ক, এক-ই ব্যক্তি হইবেন; খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত ইঁহার নামের স্মৃতি টিঁকিয়া ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

সুমের বা দক্ষিণ-ইরাকের Erech (Erek) এরেক্ বা Uruk উরুক্ নগরী ছিল দেবী Inanna ইনান্না বা Ishtar ইশ্‌তার্-এর পূজার প্রধান কেন্দ্র; এখানে তাঁহার একটি প্রধান মন্দির ছিল। এরেক্-এর রাজা বা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন গিল্‌গামেশ্। এরেক্-নগরী ও গিল্‌গামেশ্ সম্বন্ধে পূর্বকথা পাওয়া যায় নাই; অশুর-কাব্যের প্রথম মৃৎফলকটি নিতান্ত ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, সেই-

জন্য কথার আদি ভাগ খণ্ডিত ও লুপ্ত। এইটুকু জানা যায় যে, সুপ্রাচীন এরেক্‌-নগরী শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে, নগরীর অধিবাসীদের দুর্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে। নগরের তাবৎ অধিবাসী—দেবতা, মানব, পশু—সকলেই হতচেতন ও সন্ত্রস্ত। অশুর-কাব্যের কথায়—

গর্দভীগণ তাহাদের বাচ্চাদিগকে [পদদলিত করে],
গাভীগণ তাহাদের বাছুরদিগকে [আক্রমণ করে] ;
পুরুষেরা বন্য পশুর মতো উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে,
কুমারীগণ কপোতের মতো কূজন করিয়া কাঁদে।
সুদৃঢ়-প্রাচীর-সমন্বিত এরেক্‌-নগরীর দেবতারা
মাছিতে পরিবর্তিত হইয়াছে,
তাহারা রাস্তায় ভন্‌ভন্‌ করিয়া বেড়াইতেছে।
সুদৃঢ়-প্রাচীর-বেষ্টিত এরেক্‌-নগরীর দেবযোনিগণ
সাপের রূপ ধরিয়াছে এবং গর্তের মধ্যে পালাইয়া যাইতেছে।
তিন বৎসর ধরিয়া শত্রু এরেক্‌-নগরীকে ঘেরিয়া আছে,
সমস্ত দ্বারে খিল লাগানো, সমস্ত খিল আঁটিয়া দেওয়া ছিল ;
(দেবী) ইশ্‌তার্‌ শত্রুর বিপক্ষে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন নাই।

অনুমান হয়, গিল্‌গামেশ্‌-ই এরেক্‌-নগরী অবরোধ করেন, ও পরে এই নগরী জয় করিয়া নিজ শাসনে আনেন, সেখানেই রাজা হইয়া বসেন। কিন্তু তাঁহার শাসন জনপ্রিয় হইল না—তিনি নগরবাসীদের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরের যুবকদের তিনি নিজের কাজে খাটাইতে লাগিলেন, কুমারীদের নিজের মহলে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। নগর-বৃদ্ধেরা অভিযোগ করিতে লাগিল—

গিল্‌গামেশ্‌ পিতার নিকটে পুত্রকে রাখে নাই,
বীর যোদ্ধার জন্য কুমারীকে রাখে নাই,
স্বামীর জন্য স্ত্রীকেও রাখে নাই।

গিল্‌গামেশের এই-সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য

দেবী Aruru অরুরু-র নিকটে প্রজাগণ কাঁদিয়া পড়িল—গিল্‌গামেশ্‌-এর প্রতিস্পর্ধী কেহ নাই বলিয়া-ই তাঁহার এত দাপট। স্বর্গের দেবতাদেরও মন গলিল। দেবতারা অরুরু-দেবীর নিকটে নিবেদন করিলেন—গিল্‌গামেশের সমকক্ষ আর একজন বীরের সৃষ্টি করা হউক ; যাহার হাতে গিল্‌গামেশের পরাভব হইতে পারে। অরুরু নিজেই ছিলেন গিল্‌গামেশের সৃজনকারিণী—তাঁহার মাতা। তিনি তখন Enki-du এন্‌কি-দু বা Ea-bani এআ-বানি নামে এক অভিনব মানুষের সৃষ্টি করিলেন (Enki-du—সুমেরীয় নাম ; Ea-bani—শেমীয় নাম)।

এই-সব কথা শুনিয়া
অরুরু নিজের মনে একজন দৈব পুরুষের ধ্যান করিলেন।
অরুরু হাত ধুইলেন,
একটু মাটি ভাঙ্গিয়া লইলেন,
তারপর সেইটুকু পৃথিবীর উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন—
এইভাবে তিনি বীর এআ-বানিকে গড়িলেন।

এই এআ-বানি ছিল এক-প্রকার আধা-মানুষ আধা-পশু জীব। সুপ্রাচীন সুমেরীয় ও বাবিলোনীয় যুগের চিত্র হইতে দেখা যায়, এআ-বানির মাথা ধড় ও হাত ছিল মানুষের মতো, কিন্তু পা দু'টি ছিল গবাদি পশুর মতো। কাব্যে এআ-বানির এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

তাহার সারা গা ছিল লোমে ঢাকা,
তাহার মাথা ছিল মেয়েদের মতো দীর্ঘ কেশে আবৃত।
শস্যের দেবতার কেশের মতো তাহার কেশ চিল সুপ্রচুর।
জনপদ ও তাহার অধিবাসীদের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না,
তাহার পরিধেয় ছিল ক্ষেত্রপতি দেবতার মতো।
হরিণদের সঙ্গে সে কন্দমূল খাইত,
পশুদের সঙ্গে সে তৃষ্ণা নিবারণ করিত,
জলের প্রাণীদের সঙ্গেই তাহার চিত্তের আনন্দ ছিল।

এআ-বানিকে দিয়া গিল্‌গামেশের পরাজয় ঘটানো হইবে—সম্ভবতঃ ইহা-ই ছিল এআ-বানিকে সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য। প্রাচীনতর গিল্‌গামেশ্‌-কাব্যের একটি খণ্ডিত অংশ হইতে জানা যায় যে, এআ-বানির সৃষ্টির পরে গিল্‌গামেশ্‌ এই প্রকার স্বপ্ন দেখেন—

"অদ্ভুত এক স্বর্গীয় বৃষ আমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল।
আমি তাহাকে তুলিতে ইচ্ছা করিলাম,
কিন্তু তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত ভারী হইল।
আমি তাহাকে নাড়িতে ইচ্ছা করিলাম,
কিন্তু নড়াইতে পারিলাম না।
তখন আমি লোকেদের ডাকিলাম;
তাহারা দল বাঁধিয়া কাছে আসিল।
রাজপুত্রেরা তাহার পায়ে চুমু খাইল।
আমি (বৃষের বিরুদ্ধে) ঘাড় ফিরাইলাম,
(লোকেরা) আমায় সাহায্য করিল;
আমি তাহাকে তুলিলাম, ও আমার সামনে তাহাকে আনিয়া রাখিলাম।"

গিল্‌গামেশের মাতা দেবী অরুরু এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিলেন—

"সত্য, হে গিল্‌গামেশ্‌,
তোমার জুড়ি মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।
পর্বত তাহাকে খাওয়াইয়াছে।
তুমি তাহাকে দেখিবে, তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।
রাজপুত্রগণ তাহার পায়ে চুমু খাইবে;
তুমি তাহার প্রতি সৌহার্দ্য দেখাইবে।"

তখন—

গিল্‌গামেশ্‌ নিদ্রা গেলেন, ও আর একটি স্বপ্ন দেখিলেন।
স্বপ্নের কথা নিজ মাতাকে কহিলেন।—
"মা, আমি আর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি।
আমি দেখিলাম যে আমার কাছেই, রাস্তার উপরে,
চৌরাস্তা-শোভিত উরুক্‌ [এরেক্‌]-নগরীতে,

একটি কুঠার পড়িয়া গেল।
লোকে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।
কুঠারটির দুইটি ধার বা মুখ ছিল।
আমি ঐটিকে দেখিলাম, ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম;
স্ত্রীর মতো আমি উহাকে ভালোবাসিতে লাগিলাম,
আমি উহা অবলম্বন করিয়া রহিলাম।
আমি উহা ধরিয়া লইলাম, আমার পাশে উহাকে রাখিলাম।"'

গিল্‌গামেশের মাতা এই স্বপ্নেরও অর্থ করিলেন—এই কুঠার আর কেহ-ই নহে, এ হইতেছে 'সাহসী, সাথী,আত্মার উদ্ধারকর্তা' এন্‌কি-দু বা এআ-বানি।

গিল্‌গামেশের এখন চিন্তা হইল, কি করিয়া এআ-বানিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারেন—তাহা হইলে দেবতারা আর তাহাকে দিয়া গিল্‌গামেশের ক্ষতি করিতে পারিবেন না। তিনি Tsaidu বা Saidu স্বাইদু নামে এক শিকারীকে পাঠাইলেন, স্বাইদু যদি উহাকে ধরিয়া আনিতে বা বধ করিতে পারে। স্বাইদু পাহাড় ও বনের মধ্যে গেল, যেখানে এআ-বানি চরিয়া বেড়াইত। তিন দিন ধরিয়া স্বাইদু এআ-বানিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। এআ-বানি তখন নদীতে জল খাইতে আসিতেছিল। তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার শক্তি স্বাইদুরনাই,তাহা বুঝিয়া, এবং এআ-বানির আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া ভয় পাইয়া, স্বাইদু এরেক্‌-নগীতে গিল্‌গামেশের কাছে ফিরিয়া আসিল। গিল্‌গামেশের কাছে অর্ধনর-অর্ধপশু এআ-বানির শক্তির কথা ও নিজের ত্রাসের কথা এইভাবে সে জানাইল—

"সারা পাহাড় সে ঘুরিয়া বেড়ায়,
নিয়মিত-ভাবে, পশুদের সঙ্গে;
নিয়মিত-ভাবে নদীর ঘাটে জলপানের জন্য তাহার পা চলে।
কিন্তু আমি ভয় পাইলাম, কাছে যাইতে পারিলাম না।
(তাহাকে ধরিবার জন্য) যে গর্ত খুঁড়ি, তাহা সে বুজাইয়া দেয়;

যে জাল আমি বিস্তার করি, তাহা সে ছিঁড়িয়া ফেলে ;
আমার হাত হইতে গোরু-বাছুর আর মাঠের পশুদের
পালাইয়া যাইবার ব্যবস্থা সে করে ;
তাহাদের সঙ্গে আমায় লড়িতে দেয় না।"

গিল্‌গামেশ্‌ তখন স্বাইত্নুকে কার্য্যসিদ্ধির জন্য একটি পরামর্শ দিলেন—এআ-বানি শিকারীর সাধারণ জাল বা ফাঁদ উড়াইয়া দিয়াছে, অন্য রকমের ফাঁদে তাহাকে ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। এআ-বানি ছিল যেন রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি—মা হরিণী, বাপ মানুষ, ঋষ্যশৃঙ্গের মাথায় ছিল ঋষ্য বা হরিণের শিঙ্‌, ঋষ্যশৃঙ্গ একা বনে বনে ঘুরিতেন ; তাঁহাকে অযোধ্যায় আনিবার আবশ্যকতা হইল, তখন যেমন নগরের বারবনিতাদের পাঠানো হইল, সেইরূপ ব্যবস্থা গিল্‌গামেশ্‌-ও করিলেন। ইনান্না বা ইশ্‌তারের মন্দিরে এক শ্রেণীর দেয়াসিনী বা পূজারিণী থাকিত—ইহাদের দেবদাসীও বলা চলে—কাম-রূপিণী নগ্না ইশ্‌তার-দেবীর পূজার অঙ্গ-রূপে ইহারা মন্দিরের অংশবিশেষে বাস করিত ও বারবনিতার বৃত্তি অবলম্বন করিত। Ukhat উখাৎ নামে এইরূপ একজন দেবদাসী, গিল্‌গামেশের আজ্ঞায় এআ-বানিকে পোষ মানাইবার জন্য, শিকারী স্বাইত্নুর সহিত চলিল। গিল্‌গামেশ্‌ তাহার কর্তব্য বলিয়া দিলেন—

"বন্ধু স্বাইত্নু, যাও, তোমার সঙ্গে উখাৎকে লইয়া যাও।
আর, যখন পশুগণ নদীতে জল খাইবার স্থানে আসিবে,
তখন সে [উখাৎ] তাহার পরিধেয় নিক্ষেপ করিবে,
নগ্নতা উন্মোচন করিবে।
[এআ-বানি] তাহাকে [উখাৎকে] দেখিবে,
তাহার সান্নিধ্যে আসিবে ;
মাঠে বনে তাহার যে-সব পশু বড়ো হইয়া উঠিয়াছে,
তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিবে।"

তদনন্তর, গিল্‌গামেশ্‌-কাব্যের বর্ণনা অনুসারে—

স্বাইহু চলিয়া গেল, সঙ্গে নারী উখাৎকে লইয়া গেল।
তাহারা সোজা পথ ধরিয়া চলিল।
তৃতীয় দিনে তাহারা যথাস্থানে পঁহুছিল।
তখন স্বাইহু ও ঐ নারী নিজেরা লুকাইয়া রহিল।
এক দিন, দুই দিন ধরিয়া
তাহারা জল-পানের ঘাটের ধারে ওত পাতিয়া রহিল।
পশুগণের সঙ্গে এ আ-বানি আসিয়া তৃষ্ণা দূর করিল।
জলের প্রাণীদিগের সঙ্গে সে মনে-প্রাণে আনন্দ অনুভব করিল।
তখন এআ-বানি আসিল—
হরিণদের সঙ্গে কন্দমূল খাইল,
পশুদের সঙ্গে তৃষ্ণা দূর করিল,
জলের প্রাণীদের সঙ্গে সে মনে-প্রাণে আনন্দ অনুভব করিল।

এআ-বানি কাছে আসিতে উখাৎ তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং স্বাইহু উখাৎকে বলিয়া উঠিল—

"ঐ সে আসিয়াছে—উখাৎ, তোমার মেখলা শিথিল করো—
নগ্নতা নিরাবরণ করো।
সে তোমার প্রীতি লাভ করুক।
হৃদয়ে দুর্বল হইও না। তাহার আত্মাকে বশে আনো।
সে তোমাকে দেখিবে, তোমার কাছে আসিবে।
পরিধেয় উন্মোচন করো,
তোমার বাহুবদ্ধ হইয়া সে শয়ন করুক।
নারীর রীতি অনুসারে তাহাকে আনন্দ দাও।
তাহার পশুর পাল, যাহা তাহার ক্ষেত্রে ও বনে পালিত হইয়াছে,
তাহাকে ত্যাগ করিবে,
যখন তোমাকে প্রেমের আলিঙ্গনে সে আবদ্ধ করিবে।"

স্বাইহুর নির্দেশ অনুসারে উখাৎ যথাকর্তব্য করিল। ষড়্‌যন্ত্র সফল হইল—

উখাৎ পরিধেয় শিথিল করিল, নগ্নতা নিরাবরণ করিল।
সে দুর্বল-হৃদয় হয় নাই,
সে তাহার [এআ-বানির] আত্মাকে বশে আনিল।
সে পরিধেয় উন্মোচন করিল,
এআ-বানি তাহার বাহুবদ্ধ হইয়া শয়ন করিল।
স্ত্রীলোকের রীতিতে উখাৎ তাহাকে আনন্দ দান করিল,
যে সময়ে এআ-বানি তাহাকে প্রেম-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল।
এআ-বানি নিকটে আসিল,
ছয় দিন ও ছয় রাত্রি উখাতের সহিত যাপন করিল।
তাহার প্রাচুর্যে্য পূর্ণমনস্কাম হইবার পরে
সে তাহার পশুগণের প্রতি মনোযোগ করিল।
তাহার হরিণগুলি শুইয়া রহিল, কেবল এআ-বানির দিকে তাকাইল মাত্র।
মাঠের পশুগণ তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।
এআ-বানি ভীত হইল,
তাহার দেহ যেন কাঠ হইয়া গেল,
তাহার জানুদ্বয় নিস্পন্দ হইল,
যেমন তাহার পশুপাল চলিয়া গেল।

এআ-বানি তাহার বন্য হরিণ ও গো-যূথকে পূর্বের মতো নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা আর করিল না। তাহার ভীতি-মিশ্র বিস্ময় দূর হইবার সঙ্গে-সঙ্গে সে উখাতের কাছে ফিরিয়া আসিল—উখাৎ তাহার সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিল ; এবং—

সে পুনরায় প্রেমলীলায় প্রত্যাবর্তন করিল,
ঐ স্ত্রীর চরণের তলায় বসিল,
এবং তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।
নারী বলিয়া চলিল, সে শুনিতে লাগিল।
ঐ স্ত্রী এআ-বানিকে বলিল :
"হে এআ-বানি, তুমি বিরাট্‌ আকারের, দেবতার মতো তুমি ;
তুমি বনের পশুদের সঙ্গে শুইয়া বসিয়া থাকো কেন ?

চলো, তোমাকে ছয়-প্রাচীর-সমন্বিত এরেক্ নগরে লইয়া যাই ;
জ্যোতির্ময় গৃহে, দেব আনু ও দেবী ইশ্‌তারের বাসস্থানে লইয়া যাই ;
শক্তিতে সম্পূর্ণ গিল্‌গামেশের প্রাসাদে লইয়া যাই—
যে গিল্‌গামেশ্ পাহাড়ের ষাঁড়ের মতো মানুষের উপরে প্রভুত্ব করে।"

উথাৎ তাহাকে বলিল, এআ-বানি তাহার কথা শুনিল। সে তাহার হৃদয়ের সুবুদ্ধির প্রেরণায় তাহার মিত্রতা-লাভের ইচ্ছা করিল।

এআ-বানি রমণীকে বলিল—
"শোনো, উথাৎ, আমায় লইয়া চলো ;
আনু ও ইশ্‌তারের উজ্জ্বল ও পবিত্র বাসগৃহে লইয়া চলো ;
শক্তিতে সম্পূর্ণ গিল্‌গামেশের প্রাসাদে লইয়া চলো—
যে গিল্‌গামেশ্ পাহাড়ের ষাঁড়ের মতো মানুষের উপরে প্রভুত্ব করে।"

প্রাচীনতর গিল্‌গামেশ্-কাব্যের খণ্ডিত অংশে, কি-ভাবে এআ-বানি তাহার বন্য প্রকৃতি বর্জন করিয়া মানুষের মধ্যে বাসের উপযোগী হইল, তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে—

সে [এআ-বানি] রমণীর কথা শুনিল,
তাহার বক্তব্য সানন্দে গ্রহণ করিল।
রমণীর পরামর্শ তাহার মনে লাগিল।
নারী একখণ্ড পরিধেয় টানিয়া লইল, তাহাকে পরিধান করাইল।
আর একখণ্ড পরিধেয় দ্বারা পুনরায় নিজেকে আবৃত করিল।
সে এআ-বানির হাত ধরিল, তাহাকে পথ দিয়া লইয়া চলিল।···
তাহার সামনে যে খাদ্যদ্রব্য রাখা হইল,
তাহা হইতে সে গোরুর দুধ পান করিল ;
রুটি ছিঁড়িয়া লইয়া, নাড়িয়া দেখিতে লাগিল ;
কিন্তু এন্‌কি-দু [এআ-বানি] বুঝিতে পারিল না।
রুটি খাইতে ও যবের মদ পান করিতে তাহাকে কেহ শেখায় নাই।
দেবদাসী মুখ খুলিল, এন্‌কি-দুকে বলিল—
"হে এন্‌কি-দু, রুটি খাও, রুটি-ই জীবন ;

যব-সুরা পান করো, ইহা-ই হইতেছে পৃথিবীর রীতি।"
পেট ভরিয়া এন্‌কি-দু রুটি খাইল, সাত বার সুরা পান করিল।
তাহার আত্মা প্রীত হইল, সে বলিয়া উঠিল······
তাহার মুখ লাল হইল······
গায়ে সে তেল মাখিল।
সে মানুষের মতো হইয়া দাঁড়াইল।
বরের মতন সে কাপড়-চোপড় পরিল।
অস্ত্র ধারণ করিয়া সে সিংহকে আক্রমণ করিল,
যাহাতে রাখালেরা রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে।

রমণী তাহাকে আরও শিখাইল—

পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বাড়িতে বাস করিতে,
যেমন মানুষের মধ্যে রীতি আছে।

এআ-বানি এইভাবে এরেক্‌ নগরে আসিল—

তাহার চারিদিকে লোক জড়ো হইল,
যখন সে চৌরাস্তা-যুক্ত এরেক্‌-নগরীর সড়কে আসিয়া পঁহুছিল।
তাহার চারিদিকে জন-সমাগম হইল ;—
তাহারা বলিতে লাগিল—
"কি করিয়া এ হঠাৎ গিল্‌গামেশের তুল্য হইল ?
এ গোরুর দুধ পান করে।"

এআ-বানির ইচ্ছা ছিল যে এরেক্‌-নগরে আসিয়া প্রথেম সে গিল্‌গামেশের শক্তি-পরীক্ষার জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে। কিন্তু সে স্বপ্নে দেবাদেশ পাইল—গিল্‌গামেশের সঙ্গে তাহার লড়াই করা বারণ। সম্ভবতঃ নারীর সহিত মিত্রতার ফলে তাহার দৈবী শক্তি নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া এই ব্যবস্থা হয়। তাহাকে জানানো হইল যে গিল্‌গামেশ্‌ তাহার চেয়ে শক্তিমান্‌, এবং দিনমানে বা রাত্রিকালে গিল্‌গামেশ্‌কে ধরা তাহার সাধ্যের অতীত। স্বপ্নে সে আরও জানিল যে,Utu উতু বা Shamash শমশ্‌ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের বিশেষ প্রিয়

ছিলেন গিল্‌গামেশ্ ; এবং তিন প্রধান দেবতা, স্বর্গরাজ Anu (বা Anna অন্না), মর্তরাজ ও মানবের প্রভু Bel বেল্ (বা Enlil এন্‌লিল্) এবং পাতালপুরীর অধীশ্বর Ea এআ (বা Enki এন্‌কি), গিল্‌গামেশ্‌কে পরম জ্ঞান অর্পণ করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে গিল্‌গামেশ্ আবার স্বপ্ন দেখিলেন—আকাশের নক্ষত্র যেন তাহার মাথায় পড়িতেছে। স্বপ্নের অর্থ করিবার জন্য গিল্‌গামেশ্ মাতা অরুরু-র কাছে গেলেন। স্বপ্নের এইরূপ অর্থ করা হইল যে, এআ-বানি আসিতেছে, গিল্‌গামেশ্‌কে তাহার সহিত মিত্রতা করিতে হইবে।

সূর্য্যদেব শমশ্-এর হস্তক্ষেপের ফলে গিল্‌গামেশের সঙ্গে এআ-বানির জীবন-পণ যুদ্ধ ঘটিল না। তবে উভয়ের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা হইল; গিল্‌গামেশ্ তাহাতে বিজয়ী হইলেন, ও পরে উভয়ে মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হইলেন। শমশ্-এর নির্দেশ মতন এআ-বানি এরেক্-নগরে রহিয়া গেল, তাহাকে রাজমর্য্যাদা দেওয়া হইল, রাজগণ তাহার চরণ চুম্বন করিল, এরেকের প্রজারা তাহার আধিপত্য স্বীকার করিল।

এআ-বানি ছিল—যেন বাবিল-দেশের সরল-প্রাণ নিরক্ষর অশিক্ষিত অর্ধ-বর্বর কিন্তু সহৃদয় উৎসাহী শ্রমশীল কৃষিজীবী বা পশু-পালকের প্রতীক ; আর গিল্‌গামেশ্ ছিলেন ঐ দেশের অভিজাত শ্রেণীর প্রতিভূ। উভয়ের সম্প্রীতিতে দেশের কল্যাণ হইল, এবং ইহার পরে Khum-baba খুম্‌-বাবা বা Khuwawa খুৱারা-র মতো একজন বিদেশী অত্যাচারী রাজার পতন ইহাদের হাতে হইল। দেবতারাও এই সম্প্রীতিতে তটস্থ হইলেন।

এইবার দুই বীর বন্ধু মিলিয়া এক বীর-কার্য্য সাধন করিলেন। বাবিলোনিয়ার পূর্বে ঈরানে Elam এলাম-দেশের রাজা Kum-baba খুম্‌বাবা বা Khuwawa খুৱারা-র বিরুদ্ধে অভিযান, ও খুৱারা-র বধ সাধন। খুৱারা ছিল অত্যাচারী এবং পাপের অবতার। একটি দেবদারু-বনের মাঝে খুৱারা-র প্রাসাদ ছিল। কোনও মানুষ এই

দেবদারু-বনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিত না। খুব্বাবা-র গর্জন ছিল ঝড়ের মতো। অবিচলিত হৃদয়ে দুই যোদ্ধা এই বনের মধ্যে আসিল—

তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইল,
বন দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল।
দেবদারু গাছগুলির উচ্চতা তাহারা তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।
বনের প্রবেশ-পথ তাহারা তাকাইয়া দেখিতে লাগিল,
যেখানে খুব্বাবা পা ফেলিয়া বেড়াইতে অভ্যস্ত ছিল।
রাস্তাটি করা ছিল, পথ ঘাট ছিল সুন্দর ভাবে তৈয়ারী।

অতি বিরাট্‌ আকারের এই-সব দেবদারু-দ্রুমের ছায়া ছিল বিশেষ সুন্দর ও মনোরম, আর সৌরভ ছিল মিষ্ট। কি করিয়া দুই বীর খুব্বাবা-র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন ও তাহাকে বধ করিলেন, সে-সব কথা অশুর-রাজ্যে প্রাপ্ত গিল্‌গামেশ্‌-কাব্যের যে-অংশে বর্ণিত ছিল, তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তবে প্রাচীনতর সুমেরীয় ও বাবিল-দেশীয় কাব্যে এই অভিযানের পূর্ণতর বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। মূল উপাখ্যানের সহিত সংগতির কথা ধরিলে, এই অংশটুকু অনেকটা অবান্তর।

এতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব শমশ্‌-এর প্রসাদ লাভ করিয়া গিল্‌গামেশ্‌ সর্ববিধ উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার এলাম-দেশ হইতে এরেক্‌-নগরে ফিরিয়া তিনি ইশ্‌তার্‌-দেবীর কোপে পড়িলেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া গিল্‌গামেশ্‌—

তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিলেন, সেগুলিকে মাজিয়া লইলেন,
গা হইতে বর্ম খুলিয়া ফেলিলেন।
অপরিষ্কার কাপড় খুলিলেন, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিলেন।
সভার যোগ্য বেশ ধারণ করিলেন, মাথায় পাগ বাঁধিলেন।
গিল্‌গামেশ্‌ মুকুট পরিলেন, মাথায় পাগ বাঁধিলেন।

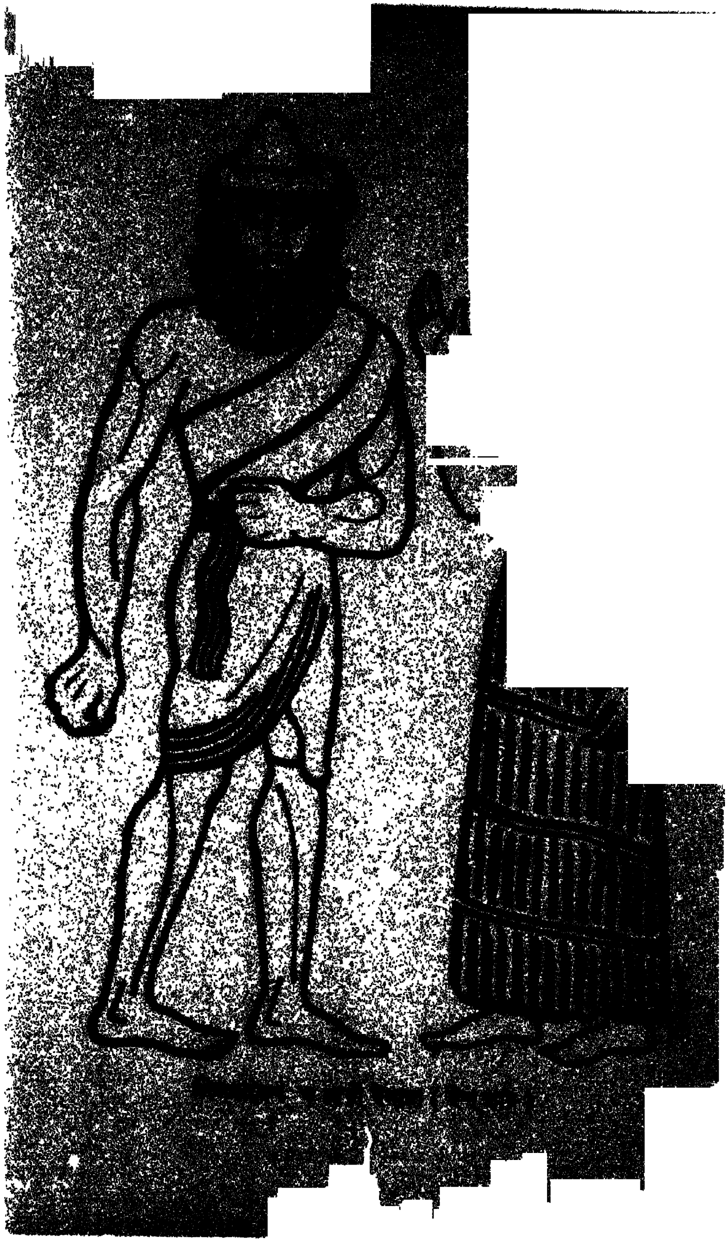
জয়দৃপ্ত বীর গিল্‌গামেশ্‌কে দেখিয়া, কাম ও প্রেমের দেবী

ইশ্‌তারের মনে তাহার প্রতি আকর্ষণ দেখা দিল। গিল্‌গামেশের সৌন্দর্য্যে ও শক্তিতে মোহিত দেবী বলিলেন—

"শোনো গিল্‌গামেশ্, তুমি আমার পতি হও।
তোমার শক্তি আমাকে দান-রূপে দাও।
তুমি আমার স্বামী হইবে, আমি হইব তোমার স্ত্রী।
ঘননীল লাজওয়ার্দ পাথরের ও সোনার রথে আমি তোমায় চড়াইব,
ঐ রথের চাকা হইবে সোনার, অলঙ্করণ শিঙ হইবে হীরার;
শক্তিশালী ঘোড়া তুমি ঐ রথে জুতিবে।
দেবদারুর সৌরভে ভরা আমাদের বাসগৃহে তুমি আসিবে।
যখন তুমি গৃহে প্রবেশ করিবে,
শ্রেষ্ঠ ও মহান্ ব্যক্তিরা তোমার পায়ে চুমু খাইবে,
রাজারা, শাসকবর্গ ও রাজপুত্রগণ তোমায় প্রণাম করিবে।
কর-স্বরূপ নানা উপহার প্রজাবর্গ পাহাড় ও সমতলভূমি হইতে আনিবে।··
তোমার মেষপালে যমজ বাচ্চা হইবে,
তোমার রথের ঘোড়া দ্রুতগামী হইবে,
তোমার গবাদি পশুর তুলনা হইবে না।"

কিন্তু ইশ্‌তার্-দেবীর এই প্রেম গিল্‌গামেশ্ প্রত্যাখ্যান করিলেন, উপরন্তু নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলিয়া কাম ও প্রেমের দেবীর অপমানও করিলেন। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ জীব জগৎ-প্রসবিত্রী কাম-মাতা ইশ্‌তারের যুগপৎ প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের পাত্র। প্রকৃতির মতোই ইশ্‌তার্ একাধারে প্রেমময়ী ও ধ্বংসময়ী। ইশ্‌তারের নিষ্ঠুর প্রেম সম্বন্ধে গিল্‌গামেশ্ বলিলেন—

"তোমার যৌবন-কালের পতি Tammuz তম্মুজ়কে তুমি প্রতি বৎসর যন্ত্রণা দিয়া আসিতেছ।
তুমি উজ্জ্বল Allalu আল্লালু পক্ষীকে ভালোবাসিয়াছিলে,
কিন্তু তুমি তাহাকে আঘাত করিয়াছিলে,
তাহার ডানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলে;—
সে এখন বনে রহিয়াছে, আর কাঁদিতেছে—'হায়, আমার ডানা!'



তুমি শক্তিতে সম্পূর্ণ একটি সিংহকেও ভালোবাসিয়াছিলে,
এবং সাত-সাত বার করিয়া তাহার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিলে।
যুদ্ধে বিখ্যাত একটি ঘোড়াও তোমার প্রেমের পাত্র ছিল,
কিন্তু তাহার উপর লাগাম, কাঁটা ও চাবুক চালাইয়াছিলে,
সাত 'কস্‌বু' ধরিয়া তাহাকে কদম-চালে চালাইয়াছিলে,
শ্রম ও স্বেদ তাহাকে সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিলে,
তাহার মাতা Silili সিলিলিকে তুমি দুঃখ দিয়াছিলে।
এক মেষপালের পালককেও তুমি ভালোবাসিয়াছিলে,
যে তোমার নামে সর্বদা (দুগ্ধ বা সুরার) ধারা অর্পণ করিত,
এবং তোমার কাছে বলির জন্য প্রত্যহ ছাগল কাটিত ;
কিন্তু তুমি তাহাকে আঘাত করিলে,
তাহাকে চিতাবাঘে পরিবর্তিত করিলে,
আর তাহার নিজের অনুচর ছোকরা তাহাকে শিকার করিল,
তাহার নিজের কুকুরেরা তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল।"*

ইশ্‌তার্‌ দেবী তাঁহার পিতা আনু-র অনুচর জনৈক উদ্যান-পালকের সঙ্গেও এইরূপ ব্যবহার করেন—এই উদ্যান-পালক ইশ্‌তারের জন্য মূল্যবান্‌ উপহার আনিত, যে-পাত্র হইতে ইশ্‌তার্‌ আহার্য্য গ্রহণ করিতেন তাহা সে মাজিয়া-ঘসিয়া রাখিত। কিন্তু শেষটায় তাহাকে আর ভালো না লাগায়, ইশ্‌তার্‌ তাহাকে পঙ্গু করিয়া দেন, সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না। এই-সব কথা

*গ্রীক পুরাণে উপাখ্যান আছে যে, তরুণ শিকারী Aktaion আক্তাইওন্‌ অরণ্য-মধ্যে স্নানরতা দেবী কুমারী Artemis আর্তেমিস্‌-কে হঠাৎ দেখিয়া ফেলে। মানুষের চোখে এইভাবে দেবীর অমর্য্যাদা হওয়াতে, দেবীর রোষ আক্তাইওন্‌-এর উপরে পড়ে, আক্তাইওন্‌ তখনই হরিণের রূপে পরিবর্তিত হয়, এবং তাহার নিজের শিকারী কুকুরদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হয়। গ্রীক পুরাণের এই উপাখ্যানের মূল এই প্রাচীন অশুর-বাবিল কাব্যাংশে মিলিতেছে।

শুনাইয়া গিল্‌গামেশ্ ইশ্‌তার্‌কে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গেও এই প্রকার ব্যবহার করিবে।"

বলা বাহুল্য, দেবী ইশ্‌তার্ এই-সব কথায় ভীষণ চটিয়া গেলেন, এবং পিতা আনু-কে দিয়া একটি ভয়ংকর বৃষ সৃষ্ট করাইয়া গিল্‌গামেশের নিধনের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। কিন্তু গিল্‌গামেশ্ এআ-বানির সাহায্যে দেবরোষের পরিচায়ক এই বৃষটিকে বধ করিলেন।

তখন ইশ্‌তার্ দৃঢ়-প্রাচার-বেষ্টিত এরেক্‌-নগরীর প্রাকারের উপরে উঠিলেন;

তিনি উপরে উঠিলেন এবং অভিশাপ দিলেন—
"গিল্‌গামেশ্ অভিশপ্ত হউক,
সে আমার ক্রোধের উদ্রেক করিয়াছে
এবং স্বর্গ হইতে প্রেরিত বৃষকে বধ করিয়াছে।"
এআ-বানি যখন ইশ্‌তারের এই কথা শুনিল,
তখন সে বৃষের অন্ত্রসমূহ টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহির করিল,
এবং ইশ্‌তারের সামনে সেইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—
"তোমাকেও আমি পরাজিত করিব,
এই বৃষের যে অবস্থা করিয়াছি, তোমারও সেই অবস্থা করিব।"

এইরূপে এআ-বানির উপরেও ইশ্‌তারের আক্রোশ হইল। নিরুপায় হইয়া ইশ্‌তার্ তাঁহার মন্দিরের তিন শ্রেণীর দেয়াসিনীদের লইয়া বৃষের শোকে কান্নাকাটি করিলেন। এই বৃষটির শিঙ্ দু'টি ছিল বিরাট্ আকারের, প্রত্যেকটিতে তিন মন তেল ধরিত। বিজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হিসাবে গিল্‌গামেশ্ সূর্য্যদেব শমশ্-এর নামে শিঙ্ দু'টি উৎসর্গ করিলেন—ঘটা করিয়া ঠাকুরের বেদিতে শিঙ্ অর্পণ করিয়া গিল্‌মামেশ্ সদলে ফুরাৎ নদীতে গিয়া হাত ধুইলেন। তারপর তাঁহারা এরেক-নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন। নগরের রাস্তা দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহারা চলিলেন, পুরবাসীরা

তাঁহাদের দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। নগরের রাজকুমারীরা গিল্‌গামেশ্‌কে অভ্যর্থনা করিতে আসিল, গিল্‌গামেশ্‌ দম্ভভরে বলিতে লাগিলেন—

"বীরদের মধ্যে কে গৌরবান্বিত?
মানুষের মধ্যে কে শক্তিমান্?
গিল্‌গামেশ্‌-ই বীরদের মধ্যে গৌরবান্বিত,
গিল্‌গামেশ্‌-ই মানুষের মধ্যে শক্তিমান্।"

এইরূপে গিল্‌গামেশ্‌ নগরীর মধ্য দিয়া নিজের প্রাসাদে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে বৃষ-বধ উপলক্ষে বিরাট্‌ এক ভোজ দিলেন। এইভাবে তাঁহার চরম গৌরবের দিন অতীত হইল।

এআ-বানি এবার স্বপ্ন দেখিল। গিল্‌গামেশ্‌ তাহার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বা অর্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহার পরের ঘটনাটি, কাব্য খণ্ডিত বলিয়া, ঠিক-মতো জানা যায় না। এআ-বানির মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সংবাদ ইহার পরে পাওয়া যায়। এআ-বানি যুদ্ধে আহত হইল, বারো দিন ভুগিল, শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত বন্ধু গিল্‌গামেশ্‌কে ছাড়িয়া এআ-বানি প্রাণত্যাগ করিল। কোন্‌ শত্রুর সহিত যুদ্ধ, কী বৃত্তান্ত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইশ্‌তারের ক্রোধ-ই যে মৃত্যুর মূলে, তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। গিল্‌গামেশ্‌ও ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, সম্ভবতঃ ইশ্‌তারের ক্রোধের জন্যই, কিন্তু তিনি প্রাণে বাঁচিয়া যান।

প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে গিল্‌গামেশ্‌ বিকল হইয়া পড়েন, নানাভাবে তাহার জন্য বিলাপ করিতে থাকেন।

তাঁহার বন্ধু এআ-বানির জন্য
গিল্‌গামেশ্‌ ব্যাকুলভাবে কাঁদিলেন, মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন:
"এআ-বানির মতো মরিতে চাই না!

আমার দেহে শোক প্রবেশ করিয়াছে,
মরণে আমার ভয় হয়, আমি মাটিতে সটান পড়িয়া আছি।
(Ubara-Tutu) উবারা-তুতু-র পুত্র (Uta-Napishtim) উতা-নাপিশ্‌তিম্‌,
তাহার শক্তির পরখ করিতে আমি বাহির হইব,
আর আমি পথে দেরী করিব না।"

বন্ধুর মৃত্যুতে গিল্‌গামেশের 'করুণা' (পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায়) অর্থাৎ বিলাপ, কাব্যে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

" বন্ধু আমার, এন্‌কি-দু (এআ-বানি), ছোট ভাইটি আমার,
মরুভূমির বাঘ!
তোমার সঙ্গে সদাই পাহাড়ে চড়িয়াছি, অবতরণ করিয়াছি;
আমরা স্বর্গের বৃষ ধরিয়াছি, তাহাকে বধ করিয়াছি;
আমরা খুম্বাবা-কে (খুবাবা-কে) বধ করিয়াছি,
যে দেবদারু-বনের মধ্যে বাস করিত।
এখন তোমাকে কি ঘুমে ধরিয়াছে?
তুমি পরাভূত হইয়াছ, তুমি আমার কথা শুনিতেছ না!"
কিন্তু সে আর চোখ তুলিল না।
গিল্‌গামেশ্‌ তাহার বুকে হাত দিল,
কিন্তু আর সেখানে হৃৎপিণ্ড টিপ্‌-টিপ্‌ করে না!
বন্ধুকে সে বিবাহের কন্যার মতো কাপড়ে ঢাকিয়া দিল।

ছয় দিন ছয় রাত গিল্‌গামেশ্‌ বিলাপ করিলেন। গিল্‌গামেশের এখন মৃত্যুতে ভীষণ ভয় হইল। তাঁহার এক বিখ্যাত পূর্বপুরুষ Uta-Napishtim উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ বা Sit-Napishtim স্বীৎ-নাপিশ্‌তিম্‌ অথবা Par-Napishtim পার্‌-নাপিশ্‌তিম্‌*; তিনি

* নামটি শেমীয় ভাষার—ইহার অর্থ 'প্রাণ বা জীবনের পুত্র বা সন্তান'; সুমেরীয় ভাষায় এই নাম Zi-ud-suddu জ়ি-উদ্‌-সুদ্দু বা Ziusuddu জ়িউসুদ্দ

Mashu মাশূ অর্থাৎ অস্তাচলের পশ্চিমে, মরণ-সাগরের পরপারে অমর হইয়া আছেন; গিল্‌মামেশ্‌ স্থির করিলেন, তিনি তাঁহার এই পূর্বপুরুষের নিকটে গিয়া অমর-জীবনের রহস্য জানিয়া আসিবেন।

গিল্‌গামেশ্‌ পশ্চিমে অস্তাচলের সামনে আসিলেন। এই অস্তগিরির ভিতর ছিল সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ; পথের মুখে অর্ধ-নর অর্ধ-বৃশ্চিক এক শ্রেণীর কিম্ভূতকিমাকার জীব পাহারাদার রূপে নিযুক্ত ছিল। গিল্‌গামেশ্‌ তাহাদের বন্ধু-রূপেই পাইলেন, তাহারা অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথের দ্বার খুলিয়া দিল। সুদীর্ঘ ও বিপৎ-সঙ্কুল অন্ধকার পথ দিয়া চলিয়া, ওদিকে পঁহুছিয়া গিল্‌গামেশ্‌ আবার আলো দেখিতে পাইলেন। সূর্য্যের কিরণে এক অদ্ভুত সুন্দর গাছ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

ইহা ফলের মতো মণি-মাণিক্য ধারণ করিয়া আছে,
ইহা হইতে যে ডাল ঝুলিয়া আছে, সেগুলি দেখিতে অতি সুন্দর।
গাছের মাথা লাজওয়ার্দ পাথরের,
চোখ ধাঁধাইয়া দেয় এমন ফলের ভারে গাছ অবনত।

এই ধরণের বহু বিরাট্ মহীরুহে সমাবৃত এই দিব্য উদ্যান গিল্‌গামেশ্‌ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি ফল সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন না। কাছেই মরণ-সাগরের তীরে তাঁহার পিতৃ-পুরুষের কাছে পঁহুছিতে হইলে এই সাগর তাঁহাকে পার হইতে হইবে।

সাগর পার হওয়া কঠিন ব্যাপার, Sabitu সাবিতু বা Siduri সিদুরি নামে এক দেবকুমারী ইহার তীরে প্রাসাদে বাস করিতেন, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সাগর-লঙ্ঘন সম্ভবপর ছিল না। তিনি কিন্তু দূর হইতে গিল্‌গামেশ্‌কে দেখিয়া প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রথমটায় গিল্‌গামেশ্‌ বল-প্রকাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু

বা Ziusudra জিউসুদ্র রূপে মিলে; গ্রীকে ইহা Xisuthros (Ksis-uthros) খিসুথোস্ বা Sisuthros সিসুথ্রোস্ রূপে লিখিত হইয়াছিল।

শেষে মিষ্ট কথায় আত্ম-পরিচয় দিয়া এবং সাগর পার হইবার উদ্দেশ্য সাবিতুকে জানাইয়া তিনি তাঁহার সহায়তা লাভ করিলেন। সাবিতু গিল্‌গামেশ্‌কে পরামর্শ দিলেন Arad-Ea আরাদ্‌-এআ বা Sursu-nabu সুর্‌সুনাবু বা Urshanabi উর্‌শানাবি নামে নাবিককে খুঁজিয়া বাহির করিতে—এই নাবিক-ই গিল্‌গামেশের পূর্বপুরুষ উতা-নাপিশ্‌তিম্‌কে বন্যার সময়ে নৌকা চালাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আরাদ্‌-এআ-র সহিত গিল্‌গামেশের ভেট্ হইল। গিল্‌গামেশ্‌ তাঁহার শরণ লইলে, তিনি গিল্‌গামেশ্‌কে নৌকা ও নৌকার সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। গিল্‌গামেশ্‌ তদনুসারে কুঠার লইয়া নির্দিষ্ট গাছের কাঠ কাটিয়া নৌকার হা'ল প্রস্তুত করিলেন, আলকাতরার পোঁচ নৌকায় দিলেন। আরাদ্‌-এআ তখন গিল্‌গামেশ্‌কে লইয়া নৌকায় উঠিলেন; অনেক কষ্টে উভয়ে বিপৎ-সঙ্কুল সাগর অতিক্রম করিলেন। শ্রান্ত গিল্‌গামেশ্‌ কোমরবন্ধ ঢিলা করিয়া দিয়া বিশ্রাম করিলেন। তারপর, মানবজাতি হইতে সুদূর প্রান্তে, যেখানে উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ একান্তে সস্ত্রীক বাস করিতেন, গিল্‌গামেশ্‌ সেই দেশের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। মরণ-সাগর পার হইয়া একজন মানুষকে সেখানে আসিতে দেখিয়া উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।*

গিল্‌গামেশ্‌ নৌকা লইয়া নিকটে আসিলেন, উতা-নাপিশ্‌তিম্‌কে তাঁহার পরিচয় ও আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে অমরত্বের সন্ধান চাহিলেন। উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ সব কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন, এবং গিল্‌গামেশ্‌কে বলিলেন যে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য

*গিল্‌গামেশ্‌ যে-যে ভয়াবহ ও সুন্দর দৃশ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন, যে-সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কল্পনোজ্জ্বল বর্ণনা গিল্‌গামেশ্‌-কাব্যে পাওয়া যায়। বাবিল-সাহিত্যের এই কল্পনার প্রকাশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে।

তাঁহাকে কোনও প্রকার সাহায্য করা তাঁহার সাধ্যের বাহিরে। মৃত্যু সকলকেই গ্রাস করে, কেহ-ই তাঁহার কবল হইতে উদ্ধার পায় না—

যতদিন মানুষে ঘর-বাড়ি তুলিবে,
যতদিন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করিবে,
যতদিন দেশের মধ্যে ঘৃণা-দ্বেষ থাকিবে,
যতদিন নদী (সাগরে) জল বাহিয়া লইয়া যাইবে,—
তত্তদিন ধরিয়া Anunnaki আনুন্নাকি নামে মহান্‌ দেবতাগণ
মানুষের ভাগ্য নির্দেশ করিবেন,
নিয়তির নির্ধারক Mammitu মাম্‌মিতু
তাঁহাদের সঙ্গে মানুষের ভাগ্য স্থির করিবেন,
তাঁহারা-ই মৃত্যু ও জন্ম ঠিক করিয়া দিবেন ;
কিন্তু মৃত্যুর সময় জানা যাইবে না।

তখন গিল্‌গামেশ্‌ তাঁহার পূর্বপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী করিয়া তিনি নিজে মৃত্যুজয়ী হইয়াছেন, দেবতাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন, এবং জীবন্ত মানুষের ন্যায়ই রহিয়াছেন। উত্তরে উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী বন্যার কাহিনী এবং এই বন্যায় কি-ভাবে তিনি আপনাকে ও আপনার পরিজনকে নৌকাযোগে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা শুনাইয়া দিলেন।*

পুর্‌রাতু বা এউফ্রাতেস্‌ নদীর তীরে Shuripak (Shurrupak) শুরিপাক্‌ (শুর্‌রুপাক্‌) নামক নগরে দেবতারা স্থির করিলেন যে, পৃথিবীকে বন্যায় ভাসাইয়া দিতে হইবে। স্বর্গ-দেব Ea এআ তাঁহার প্রিয়প্রাত্র উতা-নাপিশ্‌তিম্‌কে দেবতাদের এই সংকল্পের কথা জানাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে আত্মরক্ষার্থে একটি নৌকা

*উতা-নাপিশ্‌তিম্‌-প্রোক্ত এই প্লাবনের কাহিনীটি গিল্‌গামেশের কথার মধ্যে অবান্তর বস্তু, যদিও ইহা কাব্যের কতকটা অংশ জুড়িয়া আছে। চিত্তাকর্ষক ও কৌতুককর হইলেও, এই প্লাবনের কাহিনী উপস্থিত ক্ষেত্রে পুরাপুরি বিবৃত হইল না—খুব সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

তৈয়ার করিতে বলিলেন। উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ তাঁহার বৃহৎ নৌকায় নিজের পরিজনবর্গ ও নানা জাতীয় পশু-পক্ষী পূরিয়া রাখিলেন, নৌকায় চড়িবার পূর্বে যথারীতি পূজা হোম করিলেন। তাহার পরে, সূর্য্যদেব শমশ্‌ সময় নির্দেশ করিলেন, এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল, অগ্ন্যুৎপাতও হইল। প্রচণ্ড ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিল, দেবতারাও ভীত হইয়া পড়িলেন। নৃজাতির ধ্বংসের কথা ভাবিয়া স্বয়ং দেবী ইশ্‌তার্‌ কাঁদিতে লাগিলেন। এই বৃষ্টিপাত ও প্লাবনের ফলে সমগ্র মানব-জাতি বিনষ্ট হইল। সাত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পরে, যখন সমগ্র পৃথিবী জলময়, তখন কোথাও ডাঙ্গা আছে কি না দেখিবার জন্য উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ প্রথমে তাঁহার নৌকা হইতে একটি কপোত ছাড়িয়া দিলেন; কপোত বসিবার স্থান না পাইয়া নৌকাতে ফিরিয়া আসিল। পরে আর একটি পাখি ছাড়িলেন, সেটিও ফিরিয়া আসিল। শেষে একটি দাঁড়কাক উড়াইয়া দিলেন; দাঁড়কাকটি ফিরিয়া আসিল না। জল কমিলে, উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া দেবতাদের উদ্দেশে হোম করিলেন। দেবতারা প্রীত হইলেন। বেল্‌-দেব উতা-নাপিশ্‌তিম্‌কে অমরত্ব দান করিলেন।*

গিল্‌গামেশ্‌ নৌকায় বসিয়া বসিয়া এই ইতিহাস শুনিলেন। গিল্‌গামেশ্‌ অসুস্থ হইয়াছিলেন। উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ তাঁহাকে নিরাময় করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ছয় দিন ছয় রাত ধরিয়া গিল্‌গামেশ্‌ নিদ্রা গেলেন; গিল্‌গামেশের নিদ্রিত অবস্থায় উতা-

*জল-প্লাবনের এই উপাখ্যান য়িহুদীরা বাবিল-দেশ হইতে গ্রহণ করে; কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে ইহা হিব্রু Thorah-থোরাহ্‌ বা মোশেহ্‌-প্রণীত গ্রন্থ-পঞ্চকে রক্ষিত হইয়াছে। হিব্রু ধর্মগ্রন্থে রক্ষিত হইবার কারণে, এই পুরাণ-কথা খ্রীষ্টান ও মুসলমান পুরাণের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ নাম বদ্‌লাইয়া হিব্রুতে Noah 'নোআহ্‌' ও আরবীতে 'নুহ' হইয়া গিয়াছেন।

নাপিশ্‌তিম্‌ নিজের স্ত্রীকে দিয়া দৈব খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া গিল্‌গামেশ্‌কে খাওয়াইলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে গিল্‌গামেশ্‌ সম্পূর্ণ বল পাইলেন। উতা-নাপিশ্‌তিমের নির্দেশে গিল্‌গামেশ্‌ আরাদ্‌-এআ-র সহিত একটি উৎসে গিয়া স্নান করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন। উতা-নাপিশ্‌তিমের স্ত্রী তখন গিল্‌গামেশের বিদায়-কালে তাঁহার নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। স্নেহপরবশ হইয়া উতা-নাপিশ্‌তিম্‌ তাঁহাকে একটি দৈব ওষধি বা লতা-গুল্মের কথা বলিলেন, এই লতা বা গুল্মের প্রসাদে গিল্‌গামেশের সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইবে। আরাদ্‌-এআ ও গিল্‌গামেশ্‌ এই লতা সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভোগে লাগিল না—ফিরিবার পথে একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে তাঁহাদের বিশ্রাম করিবার সময়ে একটি দানব সাপের বেশে আসিয়া এই লতাটি লইয়া পলায়ন করিল। *

ইহার পর গিল্‌গামেশ্‌ দেশে ফিরিলেন। আবার তিনি এআ-বানির চিন্তায় মগ্ন হইলেন। দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করিয়া অবশেষে প্রেতলোকের দেবতা Nergal নের্‌গাল্‌-এর দয়ায়, গিল্‌গামেশ্‌ মৃত এআ-বানির আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। নের্‌গালের আজ্ঞায় পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, বাতাসের মতো এআ-বানির আত্মা বাহির হইয়া আসিল।

গিল্‌গামেশ্‌ প্রেতলোকের কথা শুনিতে চাহিলেন, কিন্তু এআ-বানি কেবল বলিল—"আমি তোমায় বলিতে পারিব না, বন্ধু, তোমায় বলিতে পারিব না।" কিন্তু পরে এআ-বানি যাহা বলিল, তাহার মর্ম হইতেছে এই যে, প্রেতলোক অতি দুঃখের স্থান, ধূলিকর্দম-ময়,

*বাবিল-জগতের অমরতার লতার এই উপাখ্যান মানব-জাতি বিস্মৃত হয় নাই। গ্রীক রাজা দিগ্বিজয়ী আলেক্সান্দর এই ওষধির সন্ধানে পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন, এইরূপ একটি কাহিনী ইউরোপে ও মুসলমান-জগতে মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল।

কীট-সঙ্কুল। এই প্রেতলোকের কল্পনায় প্রাচীন আদিম মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃত্যুর পরে যাহার মৃতদেহ অসংস্কৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রেতলোকে তাহার জীবন দুঃখময়। কিন্তু মৃত্যুর পরে যে যোদ্ধার মৃতদেহের যথারীতি সংকার হয়, প্রেতলোকে তাহার জীবন আনন্দের :

"সে পর্য্যঙ্কে শুইয়া থাকে, পরিষ্কার জল সে পান করে—
যে মানুষ যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে—
তুমি আর আমি এরূপ মানুষ বহুবার দেখিয়াছি।
তাহার পিতা ও মাতা তাহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়,
তাহার স্ত্রী তাহার পাশে থাকে।
কিন্তু যে মানুষের মৃত দেহ মাঠে ফেলিয়া দেওয়া হয়—
তুমি আর আমি এরূপ মানুষ বহুবার দেখিয়াছি—
তাহার আত্মা পৃথিবীর উপরে বিশ্রাম পায় না।
যে মানুষের আত্মার জন্য যত্ন লইবার কেহ-ই নাই—
তুমি আর আমি এরূপ মানুষ বহুবার দেখিয়াছি—
পাত্রের তলানি, ভোজের উচ্ছিষ্ট, এবং পথে যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়,
তাহা-ই তাহারা আহার করে।"

সম্পূর্ণ গিল্‌গামেশ্‌-কাব্য, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে যাহা অশুর-বনি-পাল রাজার আমলে অনুলিখিত হয়, তাহা এইভাবে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই উপাখ্যানে সুমের ও আক্কাদ এবং অশুর ও বাবিল জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে। শৌর্য্যের প্রভাবে মানুষ দেবতার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, মানুষ নিজের চেষ্টায় দেবতার পদ প্রাপ্ত হইতে পারে; মৃত দেহের সংকার করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা পরলোকে মৃতের সুখ ও আনন্দের ব্যবস্থা করা মানুষের কর্তব্য;—এই দুইটি কথা যেন এই প্রাচীন মহাকাব্যের অন্যতম শেষ শিক্ষা॥

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
৩	পাদটীকা, ৪	"*Kuno Kobros"	"*Kuno-Kobros"
১২	১৭	"Craobh Raudh"	"Craobh Ruadh"
২৭	১৭	"Der Ringdev Nibelungen"	"Der Ring der Nibelungen"
৪০	পাদটীকা, ৩	"Hailir-a(n) sir"	"Hailir a(n)sir"
৭৮	৭	"ম্‌্যোপর নদী"	"দে্ন্‌্যপর নদী"
৮৫	২৭	"Thom-Mi-Sambhoṭa"	"Thon-Mi-Sambhoṭa"
১১৪	২৩	"Myi-htwe মিট্‌-ঠোয়ে"	"Myit-htwe ম্যিট্‌-ঠোয়ে"
১৪৪	২২	"*Khyæu Ngyew"	"Khyæn Ngyew
১৫৩	১৫	"য়োলিগ্‌ তেলিন্‌"	"য়োলিগ্‌ তেগিন্‌"
১৫৩	২১	"শ্যমেদেশের"	"শ্যাম দেশের"